চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 121 Sunday, 2 April, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ১২১ সংখ্যা ✱ ১৮ চৈত্র, ১৪২৯, রবিবার, ২ এপ্রিল, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

তিলজলা থানার ওসিকে বদলি কলকাতা পুলিশ ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ তিলজলা থানায় গিয়ে গতকাল জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছিলেন পুলিশের বিরুদ্ধে। জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন প্রিয়ঙ্ক কানুনগোকে হেনস্থার অভিযোগ তোলা হয়েছিল পুলিশের ওসির বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে তিলজলা থানার ওসি বিশ্বক মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় এফআইআর দায়ের হয়েছিল। ঘটনার শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। অস্বস্তির মধ্যেই তিলজলা থানার ওসি বিশ্বক মুখোপাধ্যায়কে এবার বদলির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। তাঁকে পাঠানো হচ্ছে কলকাতা পুলিশের ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে। তিলজলা থানার

নতুন ওসি করা হয়েছে সুপ্রতিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। গতকাল তিলজলা থানার ওসির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠে এসেছিল, তারপর তড়িঘড়ি এই বদলি স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। প্রসঙ্গত, গতকাল তিলজলা থানায় গিয়েছিলেন জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন প্রিয়ঙ্ক কানুনগো। সেখানে গিয়ে মৃত শিশুর পরিবারের সঙ্গে কথা বলার সময়, তা ক্যামেরায় রেকর্ড করা হচ্ছিল বলে দাবি করা হয়েছে। আর সেই ভিডিয়ো রেকর্ডিংয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন। তিনি বাধা দিতে গেলে ৭-৮ জন লোক তাঁকে ঘিরে ফেলে বলে অভিযোগ। তিলজলা থানার ওসি বিশ্বক মুখোপাধ্যায় তাঁকে মারধরও করেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন প্রিয়ঙ্ক কানুনগো। ওই ঘটনার পর ওসির বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করা হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩৫৩, ৩৪১, ৫০৬ ও ৩৪ নম্বর ধারায় বিশ্বক মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, গতরাতেই প্রিয়ঙ্ক কানুনগোর সঙ্গে দেখা করতে হোটেলে গিয়েছিলেন পুলিশের পদস্থ কর্তারা। জানা যাচ্ছে, সেই সময়েই অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। জামিন অযোগ্য ধারায় মামলার পর এবার তাঁর বদলি করা হল তিলজলা থানার ওসিকে। তিলজলা থানা থেকে তাঁকে পাঠানো হল কলকাতা পুলিশের ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না থাকলেও এবার মিলবে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা পাওয়ার জন্য এতদিন স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। তবে এবার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না থাকলেও মিলবে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে এমনই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১ এপ্রিল, শনিবার থেকে চালু হওয়া দুয়ারে সরকার থেকেই এই পরিষেবা মিলবে। এদিন থেকেই রাজ্যজুড়ে পুনরায় শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার প্রকল্প। আর প্রথমদিনই লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে স্বাস্থ্যসাথী, খাদ্যসাথী, বিধবা ভাতা, ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাজার-হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছে। তবে অন্যান্য বারের মতো এবারেও লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের জন্য সবথেকে বেশি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। এতদিন স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না থাকলে লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা পাওয়া যেত না। এবার সরকারের তরফে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না থাকলেও লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা পাওয়ার কথা ঘোষণা করায় খুশি গৃহস্থ মহিলারা। কেননা এখনও পর্যন্ত অনেকেরই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেই। ফলে তাঁরা লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। এবার সরকারের নয়া ঘোষণায় সকলেই লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা পাবেন। নবান্ন সূত্রে খবর, ১ এপ্রিল, শনিবার থেকেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার পরিষেবা। আর প্রথম দিনই লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের জন্য ১ লক্ষ ৩৫ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছে। এর পরে রয়েছে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের চাহিদা। দুয়ারে সরকার পরিষেবা শুরু হওয়ার প্রথম দিনই স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার জন্য ৬০ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছে। এরপরে রয়েছে খাদ্যসাথী প্রকল্প। এই প্রকল্পের জন্য এদিন ৩০ হাজার আবেদন পত্র জমা পড়েছে। তারপর বিধবা ভাতার সুবিধা পেতে আবেদন করেছেন ২১ হাজার। এছাড়া ক্রেডিট কার্ডেও ভাল সাড়া মিলেছে। মেধাশ্রী প্রকল্পের জন্য প্রায় ২০০ আবেদনপত্র জমা পড়েছে। বাকি প্রকল্পগুলির জন্যও কম-বেশি আবেদন জমা পড়েছে।

মোদি পদবি নিয়ে মন্তব্য, পাটনার আদালতে হাজিরা দিতে হবে রাহুলকে

পটনা, ১ এপ্রিলঃ মোদি পদবি নিয়ে বিড়ম্বনা আরও বাড়ল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির। মোদি পদবি নিয়ে মন্তব্যের জেরে গুজরাটের সুরাটের একটি আদালত ইতিমধ্যেই রাহুলকে ২ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। যদিও সেই শাস্তি এখনও লাগু হয়নি। কিন্তু এই সাজা ঘোষণার জেরে সাংসদ পদ খোয়াতে হয়েছে রাহুলকে। এ বার বিহারের পটনার এম-এমএলএ আদালত ডেকে পাঠালো রাহুলকে। মোদি পদবি নিয়ে মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ওই আদালতে রাহুলের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ সুশীল কুমার মোদি। সেই মামলার প্রেক্ষিতেই হাজিরা দিয়ে বলা হয়েছে রাহুলকে। ১২ এপ্রিলের মধ্যে আদালতে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে রাহুলকে। সেই মামলায় রাহুলের বক্তব্য রেকর্ড করার জন্যই তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গুজরাটের পর এ বার পটনার আদালত ডেকে পাঠালো রাহুলকে। রাজ্যসভার সাংসদ সুশীল মোদি রাহুলের বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলা দায়ের করেন। মোদি পদবি নিয়ে রাহুলের অবমাননাকর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ২০১৯ সালে এই মামলা দায়ের করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সকল চোরেরেই কেন মোদি পদবি হয়- এই প্রশ্ন ২০১৯ সালে লোকসভার ভোটের প্রচারের সময় করেছিলেন রাহুল। তার পর মামলা দায়ের করেন সুশীল মোদি। ২০১৯ সালেই এই মামলায় জামিন পেয়েছিলেন রাহুল। মোদি পদবি নিয়ে মন্তব্যের জেরে শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে রাহুলকে। ২ মার্চ সুরাটের আদালত কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছে রাহুলকে। এর জেরে সাংসদ পদ খারিজ হয়েছে রাহুলের। যদিও রাহুলের সামনে এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের আবেদন করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হননি রাহুল। যদিও এই সাজা ঘোষণার পর রাহুলের সাংসদ পদ যেতেই নরেন্দ্র মোদির সরকারের সমালোচনা করেছে কংগ্রেস সহ দেশের বিরোধীরা। এর মধ্যেই পটনার আদালতের সমন গেল রাহুলের কাছে।

১২০০ কোটি টাকা রাজ্যকে দিল কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে ধরনায় বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ধরনার পরই রাজ্যের কাছে এল প্রায় ১০০০ কোটি টাকার বেশি ফান্ড। মূলত 'মিড ডে মিল' ও 'সমগ্র শিক্ষা মিশনে'র জন্য এই টাকা দেওয়া হয়েছে। এই দুই খাতে কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা পাঠায়, তারই দ্বিতীয় কিস্তি পাঠানো হয়েছে মার্চ মাসে। সূত্রের খবর মার্চের শেষের দিকেই টাকা এসেছে রাজ্যে। এর মধ্যে রয়েছে মিড ডে মিলের ৬৩৮ কোটি ও সমগ্র শিক্ষা মিশনের ৫৭৬ কোটি টাকা। যদিও এই টাকা আসার কথাই ছিল, তবে ধরনার পর এই টাকা আসার বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্য সরকারের টাকা আটকে রাখা হয়েছে বলে বারবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। 'মিড ডে মিলে'র টাকা নিয়েও অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। এবার সেই খাতের টাকা এল রাজ্যে। 'মিড ডে মিল' নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। গুণমান নিয়ে অভিযোগ থাকায় কেন্দ্রের 'মিড ডে মিলে'র হাল দেখতে এসেছিল কেন্দ্রের টিমও। শুধুমাত্র 'মিড ডে মিল' নয়, ১০০ দিনের কাজ সহ একাধিক প্রকল্পের টাকা নিয়ে অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন মমতা। ২৯ ও ৩০ মার্চ ধরনায় বসেছিলেন তিনি। ওই দুদিনের মধ্যে কেন্দ্রের তরফে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে, এমনটাই আশা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। মঞ্চে দাঁড়িয়ে সে কথা বলেছিলেন তিনি। তবে কোনও যোগাযোগ করা হয়নি, টাকা দেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, সম্প্রতি জানা গিয়েছে, দেশের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গই আবাস যোজনার টাকা পায়নি কেন্দ্রের কাছ থেকে। কেন্দ্রের তরফেই জানানো হয় সে কথা। সে ক্ষেত্রেও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল।

ওভারটেক করতে গিয়ে উল্টাল যাত্রীবোঝাই মিনিবাস, মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ ফের ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা কলকাতায়। শনিবার বিকেলে মেয়ো রোডে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই একটি মিনিবাস। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন বাসের বেশ

কয়েকজন যাত্রী। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় মিনিবাসটি। মেয়ো রোড ও ডাফরিন রোডের সংযোগস্থলে গান্ধীমূর্তির কাছে ওই মিনিবাসটি উল্টে যায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে। আহতদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে এসএসকেএম হাসপাতালে। হাওড়া-মেটিয়াবুরুজ রুটের ওই মিনিবাসটি উল্টে যাওয়ায় পর দ্রুত যাত্রীদের সেখান থেকে উদ্ধার করেন কলকাতা পুলিশের কর্তব্যরত আধিকারিকরা। দ্রুত ডেকে পাঠানো হয় অ্যাম্বুলেন্স। আহত বাসযাত্রীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার পর বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়ে যায়। পরে মিনিবাসটির একদিকে ক্রেন লাগিয়ে অন্যদিকে পুলিশকর্মীরা ঠেলে সোজা করেন এবং পুনরায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এদিকে শনিবার বিকেলের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পথচারীদের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বাসের মোট ১৬ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে মৃত ১। দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সবাইকেই এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হচ্ছে। জানা যাচ্ছে, মেটিয়াবুরুজ থেকে হাওড়ার দিকে যাচ্ছিল ওই মিনিবাসটি। সেই সময় মেয়ো রোড ও ডাফরিন রোড সংযোগস্থলে এসে পৌঁছাতেই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সম্পূর্ণরূপে উল্টে যায়। বাসের ভিতরে সেই সময় বহু যাত্রী ছিলেন। অনেকে আটকে পড়েছিলেন বাসের ভিতরে। দুর্ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে আসেন কর্তব্যরত পুলিশকর্মী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা। তাঁরা বাসের সামনের ও পিছনের কাঁচ ভেঙে যাত্রীদের বাসের ভিতর থেকে উদ্ধার করেন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তাঁদের সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণের জন্য মেয়ো রোড ও ডাফরিন রোড সংলগ্ন এলাকায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের চোট গুরুতর। তাঁদের উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। লালবাজারের পদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। বাসের যাত্রীদের কেউ কেউ দাবি করছেন, মিনিবাসটির গতিও যথেষ্ট বেশি ছিল। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে পুলিশ।

চারদিনের পূর্ব মেদিনীপুর সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বেশকিছু সরকারি এবং দলীয় কর্মসূচি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চারদিনের সফরে পূর্ব মেদিনীপুর যাচ্ছেন। আগামী সোমবার দুপুরে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে বিকালে তিনি খেজুরি পৌঁছবেন। সেখানে ঠাকুরনগরে প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে প্রায় ৪৭৫ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং সাধারণ মানুষের হাতে পরিষেবা প্রদান করবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এরপরে তিনি দীঘায় পৌঁছবেন। মঙ্গলবার স্থানীয় হেলিপ্যাড ময়দানে তিনি দলীয় কর্মী সম্মেলনে অংশ নেবেন। বুধবার তার আরও কিছু কর্মসূচি রয়েছে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর কলকাতায় ফেরার কথা। এইদিকে তার এই সফরে মাওবাদীরা কোন হামলা চালাতে পারে অন্যদিকে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও যারা চাকরি পাননি সেইসব চাকরিপ্রার্থীরা বিক্ষোভ দেখাতে পারেন এই কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

উপাচার্যদের কাছে শিক্ষা দফতর জানতে চাইল

আগামী শিক্ষাবর্ষে কি জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন সম্ভব?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে হিমশিম খাচ্ছে রাজ্য সরকার। এবার শিক্ষানীতি কার্যকর করার বিষয়ে পরামর্শ নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের চিঠি দেওয়া হল কাউন্সিল অফ হায়ার এডুকেশন বা উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত কাউন্সিলের তরফে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা কী? বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আদৌ কি এই নীতি চালু করতে পারবে চলতি শিক্ষাবর্ষের মধ্যে? ১৫ দিনের মধ্যে তা জানাতে হবে কাউন্সিলকে। নীতি কার্যকর করতে না পারলে বিকল্প ভাবনা কী? সেটাও জানাতে

হবে শিক্ষা দফতরকে। শিক্ষানীতি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কোনও পরামর্শ থাকলে তা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ইউজিসি-র তরফে নির্দেশিকা পাঠানো হল রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই নয়া নিয়ম কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার আর বেশিদিন বাকি নেই। তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে হাঁটছে রাজ্য সরকার। জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাসকে মাথায় রেখে একটি ৬ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। সম্প্রতি বৈঠকে বসেছিল সেই কমিটি। তারপরই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই চিঠি দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, জাতীয় শিক্ষানীতির একাধিক নিয়ম মানতে হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য। মূলত নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির ক্রেডিড বেসড সিস্টেম প্রয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য শিক্ষা দফতর। তিন বছরের বদলে চার বছরের স্নাতক স্তর করার কথা বলা হয়েছে সেই শিক্ষানীতিতে। এছাড়া পাঠ্যক্রমেও পরিবর্তন আনার কথাও বলা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা দফতরের তরফে দেওয়া চিঠিতে তা জানানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে। এই শিক্ষানীতি নিয়ে প্রথম থেকেই রাজ্য বিরোধিতা করেছিল। রাজ্যের তরফে জাতীয় শিক্ষানীতির পরিবর্তে নয়া শিক্ষানীতি তৈরির পরিকল্পনাও করা হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করার সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে।

দিল্লিতে দম বন্ধ হয়ে মৃতদের মধ্যে ৪ জন বাংলার, আর্থিক সাহায্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ বন্ধ ঘরে মশার কয়েল জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল পরিবার। সেই জ্বলন্ত মশার কয়েল পড়ে গদিতে। তার পর তা পুড়তে থাকে। মশার কয়েলও জ্বলছিল। মুহূর্তেই বন্ধ ঘর ভরে গিয়েছিল কার্বন ডাই অক্সাইড ও কার্বন মনো অক্সাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাসে। এর জেরেই অচৈতন্য হয়ে পড়েন ঘরে ঘুমানো পরিবারে সদস্যরা। এবং দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয় ৬ জনের। দিল্লির শাস্ত্রী পার্ক এলাকায় ঘটে এই ঘটনা। শুক্রবার সকালে দম বন্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসে। দম বন্ধ হয়ে মৃত ৬ জনের মধ্যে চার জন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে তিন জন মালদার বাসিন্দা এবং এক জন উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। এই মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে শনিবার শোক প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষতিপূরণের ঘোষণাও করেছেন। ভিন রাজ্যে চার বাঙালির মৃত্যুর ঘটনায় শোক প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লির শাস্ত্রী পার্ক এলাকায় মশার কয়েল থেকে দম বন্ধ হয়ে মৃতদের পরিবারের প্রতি শোক প্রকাশ করেছেন তিনি। ক্ষতিপূরণের ঘোষণাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। টুইটে তিনি লিখেছেন, 'দিল্লিতে আগুনের ঘটনা বেশ কয়েক জনকে হারিয়েছি আমরা। তার মধ্যে তিন জন মালদার এবং এক জন উত্তর দিনাজপুরের। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমি সমবেদনা জানাচ্ছি। মৃততের পরিবারকে সাহায্যের জন্য ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।' আগুনের ঘটনা নিয়ে দিল্লি পুলিশের সিনিয়র অফিসার জয় তিরকে বলেছেন, শাস্ত্রী পার্কের একটি বাড়িতে একই পরিবারের ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই পরিবারের সদস্যদের। রাতে মশার কয়েল জ্বালিয়ে ঘুমিয়েছিলেন ওই পরিবারের লোকেরা। রাতের কোনও সময় মশার কয়েলের আগুন গদির উপরে পরে। এর জেরে সেটিও জ্বলতে থাকে। প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইডে ভরে গিয়েছিল ঘর। এর জেরেই অচৈতন্য হয়ে পড়েন তাঁরা। দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয় তাঁদের।

দশ মাস পর জেল থেকে ছাড়া পেলেন সিধু

প্রশংসা করলেন রাহুলের, সরব হলেন বিজেপির সমালোচনায়

চন্ডীগড়, ১ এপ্রিলঃ কয়েদবাসের মেয়াদ ছিল এক বছর। তবে জেলে ভাল আচরণ করার জন্য দশ মাসের মাথায় মুক্তি পেলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা রাজনীতিক নভজ্যোৎ সিংহ সিধু। 'ইচ্ছাকৃত ভাবে আঘাত' করার পুরনো একটি মামলায় সাজা হয়েছিল সিধুর। শুক্রবার নিজের টুইটার হ্যান্ডল থেকে একটি টুইট করে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন সিধুই। সেই মোতাবেক শনিবার দুপুরে পাতিয়ালা সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পান পাঞ্জাবের প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। জেল থেকে বেরিয়েই রাজ্য রাজনীতিতে আবার সক্রিয় হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন সিধু। জানিয়েছেন, তিনি রাজনীতির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান। একই সঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে সমালোচনায় সরব হয়েছেন সিধু। তাঁর কথায়, ''দেশের গণতন্ত্র আজ শিকলে বাঁধা।'' রাহুল গান্ধির পাশে দাঁড়িয়ে সিধুর সংযোজন, ''পাঞ্জাব এই দেশের সুরক্ষাকবচ। কিন্তু দেশে স্বৈরাচারী শাসন চলছে। তা রুখতে রাহুলের নেতৃত্বে বিপ্লব আসবে।'' খলিস্তানি নেতা অমৃতপাল সিংহকে নিয়ে পাঞ্জাবের রাজনীতি এমনিতেই উথালপাতাল। এই আবহে সিধু জানান, পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার চেষ্টা চলছে। কংগ্রেসের প্রতি তাঁর আনুগত্য বোঝাতে সিধু বলেন, ''আমি রাহুল, প্রিয়ঙ্কা এবং প্রতিটি কংগ্রেস কর্মীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ব।'' ৩৫ বছরের পুরনো এই মামলায় ২০২২ সালের ২০ মে পাতিয়ালা আদালতে আত্মসমর্পণ করেন পাঞ্জাবের প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি সিধু। আদালত তাঁকে এক বছর কয়েদবাসের সাজার কথা শোনায়। চলতি বছরের ১৯ মে ছাড়া পাওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ জানান, জেলের ভিতর ভাল আচরণ করার জন্য আগেই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে সিধুকে। যে ঘটনার জন্য সিধুকে প্রায় এক বছরের কারাবাস করতে হল, সেটি ঘটে ১৯৮৮ সালে। সিধু এবং তাঁর বন্ধু রূপিন্দর সিংহ সাঁধু রাস্তার মাঝখানে গাড়ি রেখে চলে যাওয়ায় মারুতিচালক এক বৃদ্ধ তাঁর প্রতিবাদ করেন। অভিযোগ, কথা কাটাকাটির সময় গুরনাম সিংহ নামের ওই বৃদ্ধকে সপাটে থাপ্পড় মারেন সিধু। মাথায় আঘাত পেয়ে মারা যান ওই বৃদ্ধ। ওই সময় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেও নিম্ন আদালত প্রমাণের অভাবে সিধু এবং তাঁর সহযোগীকে বেকসুর খালাস করে দেয়। পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাই কোর্টে অবশ্য সিধু দোষী সাব্যস্ত হন। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিধু সুপ্রিম কোর্টে গেলে শীর্ষ আদালত হাই কোর্টের রায় খারিজ করে দেয়। নিহতের পরিবার রায় পুনর্মূল্যায়ন করার আর্জি জানায়। এই মামলায় ইচ্ছাকৃত ভাবে আঘাত করার অভিযোগে সিধুকে এক বছরের সাজা শোনায় সুপ্রিম কোর্ট। সিধু অবশ্য বার বার দাবি করে এসেছেন, তাঁর জন্য কারও মৃত্যু হয়নি। কিন্তু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। আদালতও তাদের পর্যবেক্ষণে জানায়, সিধুর মতো এক জন বক্সার, খেলোয়াড়ের চড়ে কারও মৃত্যু হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সিধু এক সময় বিজেপি করলেও পরে কংগ্রেসে যোগ দেন। পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিও হন। মূলত তাঁর সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণেই কংগ্রেস ছাড়েন পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অমরেন্দ্র সিংহ। ২০২২ সালে হাত প্রতীক নিয়ে অমৃতসর (পূর্ব) বিধানসভা থেকে লড়ে হেরে যান সিধু।

এক প্রভাবশালীর কাছে ২৬ কোটি টাকা পাঠিয়েছিল, অবশেষে স্বীকার অয়নের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার অয়ন শীলকে শনিবার আদালতে পেশ করা হয়েছিল। বিচারকের কাছে অয়নের জামিনের আবেদন জানান ইডির আইনজীবী। যদিও ইডির তরফে সেই আবেদনের বিরোধিতা করে অয়নকে জেল হেফাজতে পাঠানোর আর্জি জানানো হয়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী এদিন আদালতে বিস্ফোরক দাবি করেন অয়নের বিষয়ে। তিনি বলেন, ইডির অফিসারদের জেরায় অয়ন স্বীকার করেছেন তিনি একজন মিডলম্যানের মাধ্যমে এক প্রভাবশালীর কাছে ২৬ কোটি টাকা পাঠিয়েছিল। সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানিতে ইডির আইনজীবীর মুখে উঠে আসে গরুপাচারের প্রসঙ্গও। বললেন, ''আগে বোলপুর শিক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিল। এখন বোলপুর চেনা যায় দুর্নীতি ও গরুপাচারের জন্য।'' উল্লেখ্য, এর আগে অয়ন শীলকে যখন আদালতে পেশ করা হয়েছিল, তখন ইডির তরফে দাবি করা হয়েছিল তারা নাকি সোনার খনি খুঁজে পেয়েছে। এদিন আদালতে বিচারক অয়নের কাছে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা জানতে চান। অয়ন জানান, তিনি বি.কম স্নাতক। বিচারক জিজ্ঞেস করেন, পেশা কী? অয়নের উত্তর, ব্যবসা। বিচারক জানতে চান কীসের ব্যবসা করেন অয়ন। উত্তরে অয়ন জানায়, হোটেলের ব্যবসা, বিল্ডিং ও ডেভেলপারের ব্যবসা। ২০০০ সাল থেকে সে ব্যবসা করছে বলেও দাবি করে। অয়নের শীলের আইনজীবী এদিন আদালতে তাঁর মক্কলের জামিনের আবেদন করার সময়

বলেন, ''ইডি বলছে, আমার মক্কেলের কাছে নাকি প্রচুর দুর্নীতির টাকা গিয়েছে। উনি ডিরেক্টর ছিলেন একটা সংস্থার। সেই সংস্থা টেন্ডার প্রক্রিয়াতে অংশ নেয়।'' বিচারক জানতে চান ওই সংস্থার কাজ কী ছিল। জবাবে অয়নের আইনজীবী বলেন, ''পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল টেন্ডারে। টেন্ডার অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে।'' বিচারকের প্রশ্ন, ''যদি এটা শুধু পরীক্ষা প্রক্রিয়া সম্পন্

ঐতিহ্যবাহী বারোদোল মেলার সূচনা কৃষ্ণনগরে, তিন দিন চলবে বিশেষ পুজোপাঠ

কৃষ্ণনগর, ১ এপ্রিল ঃ নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে শনিবার শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী বারোদোল মেলা। ১২টি কৃষ্ণ বিগ্রহকে কাঠের দোলনায় চাপিয়ে দোল দেওয়া হয়। প্রথম তিন দিন চলে বিশেষ পুজো পাঠ, তিন দিন তিন বেশে পূজিত হয় বিগ্রহগুলি। নদিয়ার কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির প্রাঙ্গণ জুড়ে বসে বারোদোলের মেলা। জেলার মানুষের মধ্যে এই মেলাকে কেন্দ্র করে উসাহ-উদ্দীপনা অন্তহীন।রাজা কৃষ্ণচন্দ্রই (১৭১০-১৭৮৩) ছিলেন এই বারোদোল মেলার প্রতিষ্ঠাতা। নানা ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ আনন্দে মাতেন এই মেলায়। মূলত বারোদোলের প্রাণশক্তি হল অসাম্প্রদায়িক মানবাদর্শ। নদিয়ারাজের কুলবিগ্রহ হলেন ব। নারায়ণচন্দ্র। তাঁর সঙ্গেই মিলিত হতে আসেন বলরাম, গোপীমোহন, লক্ষ্মীকান্ত, ছোট নারায়ণচন্দ্র, গোবিন্দদেব, কৃষ্ণচন্দ্র, নদের গোপাল, গড়ের গোপাল, গোষ্ঠ বিহারী, মদনগোপাল, গোপীনাথ ও কৃষ্ণ রায়।

মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস নেত্রী সঙ্গীতা শর্মার বাড়িতে পুলিশ

ভোপাল, ১ এপ্রিলঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কনভয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কার কারণে পুলিশ মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস মিডিয়া বিভাগের সহ-সভাপতি সঙ্গীতা শর্মাকে নজরদারিতে নিয়েছে। শনিবার হোশাঙ্গাবাদ (নর্মদাপুরম) রোডে কংগ্রেস নেত্রী সঙ্গীতা শর্মার বাড়িতে সকালে পৌঁছে যায় পুলিশ।শনিবার ভোপাল সফরে আসবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বিকাল সাড়ে ৩টায় তিনি রানি কমলনাপতি স্টেশনে বন্দে ভারত ট্রেনকে পতাকা দেখিয়ে হজরত নিজামুদ্দিনের উদ্দেশ্যে রওনা করাবেন।পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগ থেকে খবর ছিল যে সঙ্গীতা শর্মা তার সমর্থকদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর কনভয় যখন রানি কমলনাপতি রেলওয়ে স্টেশন থেকে বরকতুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাবে তখন স্লোগান তুলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে তাদের নজরদারিতে নিয়েছে পুলিশ। তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

নালন্দায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে আহত ৮, পুলিশ গ্রেফতার করল ২০ জনকে

নালন্দা, ১ এপ্রিল ঃ রামনবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে অশান্ত হয়ে উঠল বিহারের নালন্দা। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে ৮ জন আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৩ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এই ঘটনার তদন্তে নেমে ২০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গুজবে কান দেওয়ার জন্য জনসাধারণের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন নালন্দার পুলিশ সুপার অশোক মিশ্র। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের নালন্দা জেলার লাহেরি পুলিশ স্টেশনের গগন দিওয়ানের কাছে। ঘটনার পরপরই সেখানে উপস্থিত হয় পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।ঘটনার সূত্রপাত রামনবমীর মিছিলে পাথর ছোঁড়াকে কেন্দ্র করে। এর পাশাপাশি বেশ কিছু গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার সঙ্গে জড়িত বেশ কিছু অপরাধীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এফআইআর করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। এলাকা জুড়ে জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। বন্ধ করা হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। নালন্দার পুলিশ সুপার অশোক মিশ্র বলেছেন, পুলিশ এলাকায় টহল দিচ্ছে ও সতর্ক রয়েছে। আমরা শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করছি, ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মোট ৮ জন আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৩ জন গুলিবিদ্ধ। গুজবে কান দেওয়ার জন্য জনসাধারণের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোভিড পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে দিল্লি সরকার, যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুতঃকেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিলঃরাজধানী দিল্লিতে বিগত কিছু দিন ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই অভয় দিলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার তিনি বলেছেন, কোভিড পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে দিল্লি সরকার, যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমরা প্রস্তুত।

কেজরিওয়াল বলেছেন, এখনই ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। বর্তমানে এক্সবিবি ১.১৬ অন্যতম কোভিড ভেরিয়েন্ট, সমস্ত পজিটিভ সংক্রমণের ৪৮ শতাংশের ক্ষেত্রে দায়ী। এটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, তবে গুরুতর নয়। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, গত ৪-৫ দিনে মাত্র ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, সম্ভবত কো-মোর্বিডিটি কারণে, কোভিড আনুষঙ্গিক। দিল্লির সমস্ত প্রাপ্তবয়স্করা কোভিডের টিকা নিয়েছেন। ১৮ বছরের কম বয়সী প্রায় প্রত্যেককে দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে। কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, পর্যাপ্ত বেড, অ্যাম্বুলেন্স ও পর্যাপ্ত অক্সিজেন উপলব্ধ রয়েছে। দিল্লির সমস্ত সরকারি হাসপাতাল গুলিকে কোভিড রোগীদের জন্য আইসোলেশন ওয়ার্ড বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কলকাতাকে লন্ডনের থেকেও ভালো করেছি, মমতার কথায় প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ১এপ্রিলঃ 'বলেছিলাম কলকাতাকে লন্ডন করব, তার থেকেও ভালো করেছি', রেড রোডের ধর্না থেকে বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেটিকে ঘিরে মুখর নেটনাগরিকরা। শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমের সংবাদ চ্যানেলে অজস্র প্রতিক্রিয়া।কুমার প্রশান্ত ঘোষ লিখেছেন, অবশ্যই! আমাদের দিদি কোলকাতাকে ওয়াশিংটন বানিয়েছে। গায়ের রং দিয়েও মিল আছে। এখন লোকগুলো যদি একটু পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেয় তবেই ১০০ সফল! আমি দিদির সাথে একমত! তাপস সাহা লিখেছেন, ধরণা মঞ্চ নাট্য মঞ্চে পরিণত হয়েছে।কল্যাণ বিশ্বাস লিখেছেন, ঠিক আছে, এখন বিশ্রাম নিন। মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়ুন।সৌরদীপ পাল লিখেছেন, বিষয়টি লন্ডন নহে, উহা লুন্ঠন হইবে। সুমিতা দেবনাথ লিখেছেন, সত্য সেলুকাস! কি বিচিত্র এই লন্ডন। যেখানে যুবসমাজের হাতে হয় লণ্ঠন নয়ত ঝান্ডা। দিলীপ ভৌমিক লিখেছেন, লন্ডন বানাতে গিয়ে প্রতিটি মানুষের হাতে প্রায় সলতে বিহীন লন্ঠন ধরিয়ে দেওয়ার অবস্থা হয়ে গেছে। শুভাশিস মণ্ডল লিখেছেন, ফিরহাদ হাকিম তাহলে ঋষি সুনাক আর উনি রানী এলিজাবেথ।রতন চক্রবর্তী লিখেছেন, আমাদের পাড়ায় বরফ পরছে। সুদীপ জানা লিখেছেন, দিদিমার অনুপ্রেরণায় লন্ডন এবার কলকাতাকে ফলো করবে। শেখ আহমেদ লিখেছেন, কিছু দিন পর ভেনিস হবে।

৩-হাজারের নীচে নামল কোভিড-সংক্রমণ, সক্রিয় রোগী ১৬,৩৫৪, মৃত্যু ৯ জনের

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল ঃ ভারতে করোনার দৈনিক আগের দিনের তুলনায় সামান্য কমল, তবে চিন্তা একটুও কমেনি। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ২,৯৯৪ জন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ৯ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১৬,৩৫৪-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৪ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মোট কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৭,১৮,৭৮১-তে পৌঁছেছে। ৯ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৮৭৬-এ পৌঁছে গিয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৭১,৫৫১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৭ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৯ হাজার ৯৮১ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৬,০৯,০১৫। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩১ মার্চ সারা দিনে ভারতে ১,৪৩,৩৬৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

আইপিএলকে সামনে রেখে তৎপর জুয়াড়িরা, মুম্বই পুলিশ খুঁজে পেয়েছে একটি নেটওয়ার্ক

মুম্বই, ১ এপ্রিলঃ আইপিএলকে সামনে রেখে জুয়াড়িরা এবার শুরু থেকেই তৎপর। আসরের প্রতি ম্যাচে অন্তত সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা লেনদেন হবে বলে ধারণা করছে মুম্বই পুলিশ। এরই মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ১৮টি বেটিং অ্যাপ ও ৬০ জন ম্যাচ গড়াপেটাকারীর একটি নেটওয়ার্ক খুঁজে পেয়েছে।ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্পোর্টস সিকিউরিটির মতে, ভারতে জুয়ার বাজারমূল্য ভারতীয় টাকায় ১৩ হাজার কোটিরও বেশি। তবে কেবল দল কিংবা ক্রিকেটার নয়, জুয়াড়িদের ব্যস্ততা থাকে জুয়ার বাজারেও। ফ্র্যাঞ্জাইজি আর ম্যাচ সংখ্যা বাড়ায় এবারের আসরে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ লেনদেনের লক্ষ্য জুয়াড়িদের।২০২৩ সালের আইপিএলকে সামনে রেখে দুবাই-করাচি ভিত্তিক জুয়াড়িরা এরই মধ্যে বাজি নেয়া শুরু করেছে। বাজি ধরার জন্য জুয়াড়িদের কাছে কোড নাম্বারও হস্তান্তর করা হয়েছে।মুম্বই পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এরই মধ্যে ১৮টি বেটিং অ্যাপস ও ৬০ জন ম্যাচ ফিক্সারের একটি নেটওয়ার্ক খুঁজে পেয়েছেন তারা। প্রতি ৬, ১০ কিংবা ২০ ওভারের সেশনে যেখানে অন্তত সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার লেনদেন করা হবে।বেশকিছু জুয়াড়ি ও বেটিং সাইটের নাম এরই মধ্যে প্রকাশ করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। দ্য ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্পোর্টস সিকিউরিটির মতে, ভারতে জুয়ার বাজার এতটাই বৃহ যে, তার আর্থিক মূল্য ভারতীয় টাকায় ১৩ হাজার কোটিরও বেশি।

খুনের হুমকি পেলেন সঞ্জয় রাউত, পুণে থেকে পুলিশ পাকড়াও করল একজনকে

মুম্বই, ১ এপ্রিল ঃ খুনের হুমকি পেলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে ঘনিষ্ঠ নেতা ও রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত। লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং থেকে খুনের হুমকি পেয়েছেন সঞ্জয় রাউত। পঞ্জাবি গায়ক সিধু মুসেওয়ালার মতো তাঁকেও প্রাণে মেরে ফেলা হবে, এমনই হুমকি মেসেজ পাঠানো হয়েছে রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউতকে।এই হুমকি পাওয়ার পরই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন সঞ্জয় রাউত। শনিবার সকালে সঞ্জয় রাউত নিজেই জানিয়েছেন, আমি হুমকি মেসেজ পেয়েছি এবং পুলিশকে সে বিষয়ে জানিয়েছি। আমি মোটেও ভীত নই। মহারাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, আগেও এমন হামলা চালানো হয়েছিল আমার ওপর, কিন্তু পুলিশ ও রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কী করেছেন?সঞ্জয় রাউতের অভিযোগ পাওয়ার পরই তপর হয়ে ওঠে পুলিশ। পুণে থেকে পাকড়াও করা হয়েছে একজনের। পুলিশ জানিয়েছে, সঞ্জয় রাউতকে হুমকি মেসেজ পাঠানোর বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুণে-তে আটক করা হয়েছে। সে লরেন্স বিষ্ণোইয়ের নাম ব্যবহার করেছিল। অভিনেতা সলমন খানকে হুমকি

বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ফের সস্তা, গৃহস্থের রান্নার গ্যাসে কোনও পরিবর্তন নেই

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল ঃ চলতি মাসেও গৃহস্থের রান্নার গ্যাসের দামে স্বস্তি পেলেন না সাধারণ মানুষ। তবে, এপ্রিল মাসের শুরুতেই বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম অনেকটাই কমেছে, একধাক্কায় কমানো হয়েছে ৯১.৫০ টাকা। রাজধানী দিল্লিতে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমে হয়েছে ২,০২৮ টাকা।দিল্লির পাশাপাশি দেশের অন্যত্রও ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম কমেছে। বেশ কয়েকবার বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ওঠানামামা করলেও, গৃহস্থের রান্নার গ্যাসের দাম কমেনি। এবারও গৃহস্থের রান্নার গ্যাসে কোনও পরিবর্তন হয়নি।

উৎকল দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি ধনখড়

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিলঃ উৎকল দিবসে ওডিশার জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।শনিবার জারি করা একটি বার্তায় ধনখড় বলেন যে, আশ্চর্যজনক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির সাথে ওডিশা বৈচিত্র্য এবং স্বতন্ত্রতা এবং অন্তর্ভুক্তির প্রতীক। তিনি বলেন, উৎকল দিবসে রাজ্যের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।ওডিশা জনগণ রাজ্যের অগ্রগতির নতুন মাইলফলক

স্থাপন করেছে এবং জাতির অবদানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম সংযুক্তিকরণের জেরে নিয়োগ কম

নয়াদিল্লি,১এপ্রিলঃসরকারি ব্যাঙ্কের কর্মীসংখ্যাকে ছাপিয়ে গেল বেসরকারি ব্যাঙ্কের কর্মীসংখ্যা। ভারতের ব্যাঙ্কিং ইতিহাসে এই প্রথম। শেষ হল ২০২২-২৩ আর্থিক বছর। ২০২২ সালে দেখা যাচ্ছে সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে নিয়োগ অনেক কমেছে। করোনা কালীন লকডাউনের সময় নিয়োগ একপ্রকার বন্ধই ছিল। এরপর ক্রমে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। নিয়োগ শুরু হয়েছে সরকারি ব্যাঙ্কে কর্মী-অফিসারদের। কিন্তু করোনা পূর্ববর্তী সময়ের অবস্থা আর ফেরেনি। ২০২০-২১ আর্থিক বছরের হিসাব, নিয়োগের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০০। ২০২১-২২ আর্থিক বছরের পূর্ণাঙ্গ নিয়োগ রিপোর্ট কিছুদিন পরে পাওয়া যাবে। তবে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির কর্মীসংখ্যা পৌঁছেছে প্রায় ৮ লক্ষে। পক্ষান্তরে সরকারি ব্যাঙ্কের কর্মীসংখ্যা কমবেশি ৭ লক্ষ ৮০ হাজার। সরকারি ব্যাঙ্কের কর্মীনিয়োগে শ্লথতার অন্যতম কারণ, ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ। ২০১৭ সাল থেকে শুরু হয়েছে সরকারি ব্যাঙ্কগুলির একের পর এক সংযুক্তিকরণ। ২০২০ সালের মধ্যেই ২৭টি ব্যাঙ্ক থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা কমে হয়েছে ১২। এখানেই থামতে নারাজ মোদি সরকার। নীতি আয়োগ ও অর্থমন্ত্রকের পরিকল্পনা হল, সরকারি ব্যাঙ্কের সংখ্যা আরও কমিয়ে আনা। সব মিলিয়ে চারটি বৃহ সরকারি ব্যাঙ্ক থাকবে। পাশাপাশি বেসর কারিকরণের পরিকল্পনাও রয়েছে। আইডিবিআই ব্যাঙ্ক বেসরকারি হাতে দেওয়ার প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত। তবে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক এবং ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত হলেও আপাতত সেই সিদ্ধান্তকে স্থগিত রাখা হয়েছে। এই সব কিছুর প্রভাব পড়েছে কর্মী নিয়োগে। এই প্রক্রিয়াগুলির পাশাপাশি সরকারি ব্যাঙ্কের বহু শাখা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। যে ব্যাঙ্কগুলি গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে সফল হতে পারছে না, তাদের শাখা বন্ধ করে দেওয়া শুরু হয়েছে ২০১৯ সাল থেকেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছিলেন যে, আগামী দিনে সরকার অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে চলেছে ডিজিট্যাল ব্যাঙ্কে। দেশজুড়ে ৭৫টি ডিজিট্যাল ব্যাঙ্ক চালু করা হচ্ছে। এই প্রতিটি ডিজিট্যাল ব্যাঙ্ক চালু হয়ে গেলে ব্যাঙ্কিং শাখার প্রয়োজন অনেকটাই কমে যাবে বলে মনে করছে অর্থমন্ত্রক। তাই উদ্বৃত্ত কর্মীর সংখ্যাও বেড়ে যাবে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০০৫ সালে দেশে সরকারি ব্যাঙ্কে কর্মী সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ২৫ হাজার। আর বেসরকারি ব্যাঙ্কের কর্মীসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৭৬ হাজার। অর্থাৎ বেসরকারি ব্যাঙ্কের কর্মী সংখ্যা ১৮ বছরে বেড়েছে ৬ লক্ষের বেশি। আর সরকারি ব্যাঙ্কের কর্মীসংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৫৬ হাজার।

রাহুলের নিরাপত্তা কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা কোথায় হবে ,চিন্তিত কেন্দ্র

নয়াদিল্লি,১এপ্রিলঃএকা রাহুল গান্ধীই নন, মোদি সরকারকে চরম বিপাকে ফেলেছেন তাঁর জেড প্লাস নিরাপত্তা কর্মীরাও। রাহুল সরকারি বাংলো ছেড়ে দিলে কোথায় থাকবেন তাঁর নিরাপত্তা কর্মীরা? ফাঁপড়ে পড়েছে মোদি সরকার। কারণ একজন-দু'জন তো নন, নয় নয় করে ৫৫ জন নিরাপত্তা কর্মী। সিআরপিএফ। সঙ্গে এএসএল অর্থা অ্যাডভান্স সিকিওরিটি লিয়াজঁ। এতদিন তাঁরা রাহুল গান্ধীর সরকারি বাংলো ১২ তুঘলক লেনের বাড়ি এবং সংলগ্ন এলাকাতেই থাকতেন। কিন্তু এখন কোথায় রাখা হবে তাঁদের। সরকারের অন্দরেই চলছে জল্পনা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এ ব্যাপারে রাহুলের সঙ্গেও আলোচনা করছে। গুজরাতের সুরাত আদালতের রায়ের জেরে ২৪ মার্চ লোকসভার সদস্যপদ হারিয়েছেন রাহুল গান্ধী। তাই তাঁকে ছাড়তে হবে বাংলো। আগামী সপ্তাহেই তিনি সেই কাজ করবেন। শুরু হয়ে গিয়েছে প্যাকিংয়ের কাজ। আপাতত তিনি মা সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে ১০ জনপথের বাংলোতেই থাকবেন। যদিও দলের অনেকেই তাঁর জন্য নিজেদের বাড়ি ছেড়ে দিতে চান বলেই জানিয়েছেন। কিন্তু রাহুল তাঁদের জানিয়ে দিয়েছেন মায়ের সঙ্গেই আপাতত থাকবেন। তবে তাঁর যে ১২ জন ব্যক্তিগত কর্মী রয়েছেন, তাঁদের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এতদিন তাঁদের কয়েকজন রাহুলের বাংলোতেই থাকতেন। এরা রাহুলের হয়ে রাজনৈতিক এবং নির্বাচনী কেন্দ্রের কাজকর্ম দেখতেন। তাঁদের জন্য দলের রাজ্যসভার সদস্য মুকুল ওয়াসনিক সরকারি বাংলো ৪৯ লোধি রোডে ব্যবস্থা করছেন। এমপি হিসেবে মুকুল ওই বাংলো পেলেও সেখানে ব। একটা থাকেন না। গলফ লিঙ্কে তাঁর স্ত্রী রবিনা খুরানার বাড়ি রয়েছে। তাই লোধি রোডের সরকারি বাংলোয় রাহুলের ব্যক্তিগত কর্মীদের থাকার কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু নিরাপত্তাকর্মীরা? ১০ জনপথে এমনিতেই সোনিয়া গান্ধীর জেড প্লাস নিরাপত্তা কর্মীরা থাকেন। তারউপর রাহুলেরও ৫০-৫৫ জন নিরাপত্তা কর্মীদের কোথায় জায়গা হবে? শুরু হয়েছে টানাপো।নে। আবার রাহুল থাকবেন এক জায়গায়, নিরাপত্তা কর্মীরা অন্যত্র, সেও কি সম্ভব? সাংসদপদ চলে যাওয়ায় রাহুলের নিরাপত্তা বলয়ের কর্মী সংখ্যা কি কমানো হবে? উঠছে প্রশ্ন। কিন্তু বিষয় হল, এক্স, ওয়াই, জেড, জেড প্লাস, কে কোন নিরাপত্তা পাবেন, তা এমপি থাকা বা না-থাকার উপর নির্ভর করে না। জীবন সংশয়ের ঝুঁকির ওপর নির্ভরশীল। বিষয়টি পর্যালোচনা করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তারই ভিত্তিতে ২০১৯ সালে স্রেফ রাহুলই নয়, সোনিয়া এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধীরও এসপিজি (স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ) নিরাপত্তা বাতিল করা হয়েছিল। যা নিয়ে সেসময় মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝ। বয়েছিল। তাই এখন যদি রাহুলের জেড প্লাস নিরাপত্তাও কমিয়ে দেওয়া হয়, কংগ্রেস যে রে রে করে উঠবে, ভালোই জানেন মোদি-শাহ। তাই ইন্দিরা গান্ধীর নাতি রাহুলের নিরাপত্তা নিশ্চিতই করতে চায় মোদি সরকার। কিন্তু নিরাপত্তা কর্মীরা থাকবেন কোথায়? মিলছে না উত্তর।

কিছুটা সময় পেলেন করদাতারা, প্যান ও আধার লিঙ্কের সময়সীমা বেড়ে হল ৩০ জুন

নয়াদিল্লি,১ মার্চ এপ্রিলঃকরদাতাদের কিছুটা স্বস্তি দিল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস। প্যান ও আধার লিঙ্কের সময়সীমা ড়ানো হয়েছে। গত মঙ্গলবার সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস জানিয়েছে, আগামী ৩০ জুন অবধি প্যান কার্ডের সঙ্গে আধারের লিঙ্ক করা হবে। এর আগে প্যান ও আধার লিঙ্কের সর্বশেষ তারিখ ছিল ৩১ মার্চ। অর্থাৎ ৩ মাস অতিরিক্ত সময় পেলেন করদাতারা।সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস জানিয়েছে, প্যানের সঙ্গে আধার কার্ড লিঙ্ক করার শেষ তারিখ ৩০ জুন। আর তা না করলে ওই তারিখের পর থেকে প্যান কার্ড বাতিল হয়ে যেতে পারে। আধার কার্ডের সঙ্গে লিঙ্ক না থাকা প্যান কার্ড বৈধ থাকবে না বলে জানিয়েছে আয়কর দফতর। প্রসঙ্গত, প্যান কার্ড বাতিল হয়ে গেলে এক জন নাগরিককে অনেক সমস্যায় পড়তে হতে পারে। যদি প্যান বাতিল হয়ে যায়, তা হলে এক জন নাগরিক নিজের বার্ষিক আয়কর জমা করতে পারবেন না। একই সঙ্গে এক জন করদাতাকে উচ্চ হারে কর দিতে হতে পারে।

আচমকাই ঋষিকেশ এইমস-এ মনসুখ মান্ডভিয়া, রোগী ও স্বাস্থ্য কর্মী-সহ অন্যান্যদের সঙ্গে বললেন কথা

ঋষিকেশ, ১ এপ্রিল ঃ আচমকাই ঋষিকেশ এইমস পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া। গত শুক্রবার রাতে ঋষিকেশ এইমস পরিদর্শনে যান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। এইমস ঘুরে দেখেন তিনি। পাশাপাশি কথা বলেছেন রোগী, স্বাস্থ্য কর্মী ও মেডিকেল পড়ুয়াদের সঙ্গে।দু''দিনের সফরে উত্তরাখণ্ডে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া। এই সফরে একাধিক কর্মসূচি ছিল তাঁর। এরই অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার রাতে ঋষিকেশ এইমস পরিদর্শনে যান তিনি। ঋষিকেশ এইমস ঘুরে দেখার পাশাপাশি রোগী, স্বাস্থ্য কর্মী ও মেডিকেল পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন।

ভারতীয় ফুটবলের স্বর্ণযুগের সেই ইতিহাস এবার পর্দায়, শীঘ্রই মুক্তি পাচ্ছে ময়দান

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল ঃ সাল ১৯৫২ থেকে ১৯৬২। এই সময়টা ছিল ভারতীয় ফুটবলের স্বর্ণযুগ। ১৯৫২ ভারত প্রথম হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে খেলার সুযোগ পায়। এই দশ বছরে ভারতীয় ফুটবলে পেয়েছে বিরাট সাফল্য। এশিয়ার সেরা দলও হয়েছিল রহিম সাহেবের ভারত। রহিম সাহেবের ছাত্র পিকে ব্যানার্জি, বলরাম, বদ্রু ব্যানার্জি, চুনি গোস্বামী, প্রশান্ত সিনহা, থঙ্গরাজ, অরুণ ঘোষ, জার্নাল সিং, প্রদ্যুৎ বর্মন, রাম বাহাদুর ছেত্রী, ইউসুফ খানদের সেই জ্বলজ্বলে কীর্তি গুলো দেখা যাবে পর্দায়। সেদিন গুলো হারিয়ে গেছে ভারতীয় ফুটবল থেকে। হারিয়ে যাওয়া জাতীয় দলের সেই স্বর্ণযুগের ইতিহাস এবার দেখা যাবে পর্দায়। অজয় দেবগণ অভিনীত 'ময়দান' সিনেমা মুক্তি পেতে চলেছে শীঘ্রই।দুদিন আগে সেই সিনেমার ছোট্ট একটি ঝলক বা টিজার সামনে এসেছে। ২৩ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে অমিত শর্মা পরিচালিত এই সিনেমা। ময়দান সিনেমার প্রযোজক বনি কাপুর। সিনেমায় সুর দিয়েছেন এআর রহমান। হিন্দি ছাড়া অন্য তিনটি ভাষাতেও মুক্তি পেতে চলেছে এই সিনেমা। দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহেও দেখা যাবে ভারতীয় ফুটবলের সেই স্বর্ণযুগের কাহিনি। এখন শুধু দু''টো মাসের অপেক্ষা।উল্লেখ্য, বেশ কয়েক বছর ধরেই ''ময়দান'' সিনেমার শুটিং চলেছে। এমনকি কয়েক বছর আগে মহমেডান স্পোর্টিং মাঠে শুটিংও করে গেছেন অজয় দেবগণ। সোশ্যাল মিডিয়ায় টিজার শেয়ার করেছেন আলিয়া ভাটও। অজয় দেবগণ ছাড়া প্রিয়ামণি, গিরিরাজ রাও অভিনয় করেছেন। অভিনয় করতে দেখা যাবে বাঙালি অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষকেও।

নকশাল নাশকতা অব্যাহত ছত্তিশগড়ে, দান্তেওয়াড়াতে বাস জ্বালিয়ে দিল মাওবাদীরা

রায়পুর, ১ এপ্রিল ঃ ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের তান্ডব কমছে না, বরং বেড়েই চলেছে। এবার রাজ্যের দান্তেওয়াড়াতে মালেওয়াহিতে একটি বাসে আগুন লাগিয়ে দিল নকশালিরা। নারায়নপুর থেকে দান্তেওয়াড়া যাওয়ার পথে ২০ থেকে ২৫ জন নকশাল বাসটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘটনাটি ঘটেছে মালেওয়াহি এবং বোডলি পুলিশ স্টেশনের মাঝামাঝি এলাকায়। বাসের যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়ার পর তারা বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে জানা গেছে। খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে নিরাপত্তা বাহিনী এবং মাওবীদের খোঁজে শুরু হয়েছে

আইসিএআই-এর ইআইআরসি পিয়ার রিভিউয়ারদের জন্য একদিনের ট্রেনিং প্রোগ্রামের আয়োজন করে

কলকাতা,১এপ্রিলঃদ্য ইনস্টিটি

শিবপুর-কান্ডের তদন্তে নামলো সিআইডি, ঘটনাস্থলে আসেন সিআইডি'র আধিকারিকরা, অরূপ রায়ের উদ্যোগে হলো শান্তি বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ এপ্রিল ঃ এবার শিবপুর কান্ডের তদন্তে নামলো সিআইডি। শনিবারই ঘটনাস্থলে আসেন সিআইডি'র আধিকারিকরা। অন্যদিকে, কাজিপাড়ার অশান্তির ঘটনায় গ্রেফতার বেড়ে ৩৮। শিবপুরে গন্ডগোল ও অশান্তির ঘটনায় শনিবার সিআইডির টিম ঘটনাস্থলে আসেন। পুলিশের ফোর্স নিয়ে তাঁরা পুরো এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। ঘটনার দিন কোথায় কোথায় ভাঙচুর বা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনাস্থলের ভিডিওগ্রাফি করেন তাঁরা। স্টিল ছবিও তোলেন তাঁরা। যেসব দোকানপাট, বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছিল তার তথ্য সংগ্রহ করেন সিআইডি আধিকারিকরা। অন্যদিকে, শিবপুরে গন্ডগোল ও অশান্তির ঘটনায় আরও দু'জনকে গ্রেফতার করেছে শিবপুর থানার পুলিশ। এদের শুক্রবার রাতে গ্রেফতার করা হয়। শনিবার এদের হাওড়া আদালতে তোলা হয়। জানা গেছে, মহম্মদ নিখাল ও বিক্রম প্রসাদ গুপ্তাকে শুক্রবার রাতে হাওড়া শিবপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। সবমিলিয়ে শিবপুর কান্ডে গ্রেফতার হলো ৩৮ জন। প্রসঙ্গত, রামনবমীর দিন গন্ডগোলের পর পরদিন শুক্রবারেও হাওড়ার শিবপুর থানা এলাকায় অশান্তি হয়। সেই ঘটনায় এবার এই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। চলে জিজ্ঞাসাবাদ। ঘটনার সাথে আরও কারা জড়িত ছিল তা জানার চেষ্টা চলছে। এদিকে, শিবপুরে গত দু'দিন ধরে গন্ডগোল অশান্তির পর শনিবার সকাল থেকে অনেকটাই স্বাভাবিক এলাকা। নতুন করে অশান্তির খবর নেই। আর যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এরজন্য চলছে কড়া পুলিশি নজরদারি। ড্রোন উড়িয়ে এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে হাওড়া সিটি পুলিশ। হাওড়া শিবপুর অঞ্চলে আজ সকাল থেকে দোকানপাট খুলেছে। যান চলাচলও স্বাভাবিক রয়েছে। দু'দিনের আতঙ্ক কাটিয়ে মানুষজন রাস্তায় বেরিয়েছেন। হাওড়া পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী এলাকায় পরিদর্শন করেন। বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে এলাকায়। র‍্যাফ এবং বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা আছে এলাকায়। পুলিশ এলাকায় টহলদারিও করছে। শুক্রবার বিকেল থেকে আর কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এদিন শিবপুরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী বলেন, এলাকায় টহল চলছে। মানুষের মধ্যে যাতে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে তার চেষ্টা চলছে। পরিস্থিতি যাতে পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যায় তাই এরিয়া ডমিনেশন

রয়েছে। মানুষের সঙ্গে আমরা কথা বলছি। অনেক আত্মবিশ্বাস তাঁদের বেড়েছে। এখনো পর্যন্ত ৩৮ জন গ্রেফতার হয়েছেন। অন্যদিকে, শিবপুরে গত দু'দিনের অশান্তির ঘটনার জেরে হাওড়ায় বেশ কিছু থানা এলাকায় বন্ধ করা হয় হন্টটারনেট পরিষেবা। হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের বেশ কয়েকটি থানা এলাকায় শুক্রবার রাত থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। এজেসি বোস থানা, সাঁতরাগাছি থানা, শিবপুর থানা, হাওড়া থানা, দাসনগর থানা সহ কয়েকটি থানা এলাকায় বন্ধ রয়েছে ইন্টারনেট। অশান্তির ঘটনার জেরেই হাওড়া শহরে আপাতত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাওড়া জেলা প্রশাসন। সূত্রের খবর, শুক্রবার থেকে শনিবার রাত পর্যন্ত হাওড়া শহরে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকবে। এমনকি, ইন্টারনেট প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে হাওড়ায় জরুরি অবস্থার জন্য তাদের পরিষেবা বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি শিবপুরের ওই এলাকায় জারি হয়েছে ১৪৪ ধারা। প্রশাসনের দাবি, শনিবার হাওড়ার শিবপুর থানা এলাকার জনজীবন সকাল থেকেই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে। প্রতিটি মোড়ে রয়েছে পুলিশ পিকেট। দোকানপাট খুলেছে এবং মানুষজনও রাস্তায় বেরিয়েছেন। এদিকে, হাওড়ায় শান্তির পরিবেশ বজায় রাখতে হিন্দিভাষী এবং মাইনরিটি'দের নিয়ে এদিন দু'দফায় পৃথক বৈঠক করেন মন্ত্রী অরূপ রায়। শিবপুরে ফের যাতে নতুন করে কোনও অশান্তি না হয় সেজন্যে শান্তি বৈঠক হয় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে। শনিবার দুপুরে রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়ের নেতৃত্বে টিকিয়াপাড়ায় এক বেসরকারি স্কুলে এক বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্তারা এবং স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। অরূপ রায় বলেন, এই বৈঠকে সকলেই শান্তির পক্ষে সওয়াল করেন। আর যাতে নতুন করে কোনও অশান্তি না হয় তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এদিন তিনি আরও বলেন, সকালেও তিনি হিন্দি ভাষাভাষী বাসিন্দাদের নিয়ে তিনি বৈঠক করেছিলেন। সেখানেও তাদের আশ্বস্ত করেন। এদিন তিনি আরও বলেন অশান্তি এবং সংঘর্ষের কারণে যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এই নিয়ে তিনি জেলাশাসক ও পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।

হাওড়ার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন স্মৃতি ইরানি

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল ঃ হাওড়ায় রাম নবমীর মিছিলে হিংসার ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাঠগড়ায় দাঁড় করেছেন কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। মিছিলে যারা পাথর ছুঁড়েছিল তাদের ক্লিনচিট দেওয়ার অভিযোগ করেছেন ইরানি। ইরানি বলেন, হাওড়ায় রাম নবমীর মিছিলে পাথর ছোড়া হয়েছিল। যারা আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছে, ন্যায়বিচার না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্লিন চিট দিয়েছিলেন। ইরানি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে এটি প্রথম ঘটনা নয়। এর আগে ২০২২ সালে, লক্ষ্মী পুজোর সময় দলিতদের উপর হামলা করা হয়েছিল। এই ঘটনায়ও নীরব ছিলেন মমতা। উল্লেখ্য, হাওড়ায় রাম নবমীতে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন দেওয়া হয়। মিছিল চলাকালীন, দাঙ্গাকারীরা সরকারী ও বেসরকারি সম্পত্তি লক্ষ্য করে কয়েকটি গাড়িতে আগুন দেয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ঘটনায় সিআইডি তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গকে স্বৈরাচারে পরিণত করেছেন, তোপ সুকান্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ তিলজলায় জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানকে হয়রানির অভিযোগে সরব হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। শনিবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, কেন জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসনকে হয়রানি করা হচ্ছে? গতকাল তিলজলায় পুলিশের হাতে চড়াও হন তিনি। তদুপরি, মালদায় ধর্ষণের শিকারের বাড়িতে যাওয়ার সময় রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্যরা তার জন্য বাধা তৈরি করছে। মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গকে স্বৈরাচারে পরিণত করেছেন। প্রসঙ্গত, তিলজলায় শিশু খুনের ভয়াবহ ঘটনার পর রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চেয়েছিল জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন। সেই রিপোর্টে সন্তুষ্ট না হওয়ায় কলকাতায় এলেন কমিশনের দল। সেই প্রতিনিধিরা তিলজলায় পৌঁছলেও তাঁদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয় নি, এমনকি থানায় তাঁদের হেনস্থা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ।

নস্করপুর ফকির চাঁদ হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সন্তোষ কুমার ঘোষের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১ এপ্রিল ঃ শ্যামপুরের জয়নগর নস্করপুর ফকির চাঁদ হাইস্কুলের ৭৩তম বর্ষ উপলক্ষে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সন্তোষ কুমার ঘোষের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন ও দুদিন ব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের সূচনা হলো বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেলুড় মঠের স্বামী মহারাজ সন্তোষানন্দ,রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের অধ্যাপক শৌভিক কুন্ডু,হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তথা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রীধর মন্ডল,শ্যামপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলফিকার আলী মোল্লা,খাড়ুবেড়িয়া পঞ্চায়েতের প্রধান অঞ্জনা প্রামানিক, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার মান্না,সহ বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক শিক্ষিকা ও বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী বৃন্দ, সকালে বর্নাঢ্য প্রভাতফেরি, পরে জাতীয় পতাকা ও বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন , জাতীয় সঙ্গীত,ও বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সন্তোষ কুমার ঘোষের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন সহ দুদিন ব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

হাওড়া জেলার দীপাঞ্চলের মানুষের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া,১ এপ্রিল ঃ বহু প্রতীক্ষিত হাওড়া জেলার দীপাঞ্চলের মানুষের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। বাগনানের ঘোড়াবেড়িয়াচিত্রান এবং ভাটোরা এই দুই পঞ্চায়েত রূপনারায়ণ ও মুণ্ডেশ্বরী নদী দিয়ে ঘেরা। হাওড়া জেলার 'দ্বীপাঞ্চল' নামে পরিচিত এই এলাকাটি। দীপাঞ্চলে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার মানুষের বসবাস। যাতায়াতের ভরসা একমাত্র বাঁশের সেতু। এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল কুলিয়ায় একটি পাকা সেতুর। বহু প্রতীক্ষিত সেই কুলিয়ায় পাকা সেতুর কাজের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়। ২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে এই সেতু তৈরি হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী পুলক রায়। আগামী দেড় বছরের মধ্যে যাতে কাজ শেষ করা যায়, আজ কাজের সূচনা করে তেমনটাই আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়। বহু প্রতীক্ষিত এই সেতুর কাজের উদ্বোধন দেখে খুশি দীপাঞ্চলের মানুষ। সেতু তৈরি হলে দ্বীপাঞ্চলের কয়েক হাজার মানুষ উপকৃত হবে বলে জানান স্থানীয়রা। আজকের অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়ার সাংসদ সাজদা আহমেদ, বাগনানের বিধায়ক অরুনাভ সেন,আমার বিধায়ক সুকান্ত পাল,হাওড়া জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসক শমীক কুমার ঘোষ প্রমুখ।

চন্দননগরের দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের উদ্বোধন করলেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম

বনস্পতি দে, চন্দননগর হুগলি, ১ এপ্রিল ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর চন্দননগরের জলপ্রকল্প বোড়াই চন্ডীতলা শনিবার বিকালে এই জল প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী ফিরাদ হাকিম। গঙ্গা থেকে জল তুলে পরিশ্রুত করে তা চন্দননগর পুর এলাকায় সরবরাহ করা হবে এটা এই শহরের দ্বিতীয় জল প্রকল্প। চন্দননগরের একাধিক ওয়ার্ড পর্যাপ্ত জলের অভাবে খুব সমস্যায় পড়েছিল এই প্রকল্পের ফলে যাবতীয় সমস্যা মিটে যাবে বলে ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে পুর কর্তৃপক্ষের দাবি । চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তীর বক্তব্য রাজ্য ও কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি তৈরি হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস চন্দননগরের পুর এলাকার ৩৩ টি ওয়ার্ডেই মানুষের সর্বাধিক জলের চাহিদা এবার পুরোপুরি মিটবে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে বোড়াই চন্ডীতলায় এই প্রকল্পটি গড়ে উঠেছে ১১৪ কাঠা জমিতে ৫ মিলিয়ন গ্যালন জল ধারণের ক্ষমতা সম্পন্ন এই প্রকল্পের কাজ কয়েক বছর আগে শুরু হয় কিন্তু এর মধ্যে করোণা পরিস্থিতির জন্য কাজে বাধা পড়ে, দেরি হওয়ার জন্য ৫৭ কোটি টাকা থেকে ৬০ কোটি টাকা হয়। পুরসভার বেশ কিছু এলাকায় সমস্যার পাশাপাশি খলিশানির ছটি ওয়ার্ডে এতদিন পানীয় জলের জন্য মানুষের খুব সমস্যা ছিল এবার সেই সমস্যার সমাধান হবে। শনিবার উদ্বোধন

করতে এসে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর চন্দননগরের দ্বিতীয় জলপ্রকল্প আজ উদ্বোধন হলো সমগ্র চন্দননগরবাসির খুব উপকার হবে এটা আরো আগে হয়ে যেত করোনার জন্য একটু দেরি হল। প্রায় ৬০ কোটি টাকা খরচ করে কেন্দ্র ও রাজ্যের সহযোগিতায় এই জল প্রকল্প হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রের কাছে পাওনা টাকা অনেকবার চেয়েছেন কিন্তু তারা কিছুতেই দিচ্ছে না। কেন্দ্র যতই অসহযোগিতা করুক সাধারণ মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সাথেই আছেন। তিনিও সাধারণ মানুষের পাশে আছেন থাকবেন। মানুষের ভালোবাসা হচ্ছে সব থেকে বড় পাওনা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন সহ চন্দননগর পুরনিগমের কাউন্সিলররা ও বিশিষ্ট অতিথিরা।

রাজ্যে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার কমাতে গতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর হার কমাতে পরিবহন দফতর স্পিড লিমিট ম্যানেজমেন্ট বা গতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা তৈরি করবে। এর আওতায় রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন সড়ক ও মহাসড়কে জায়গায় জায়গায় ক্যামেরা বসানো, দুর্ঘটনা প্রবণ জায়গায় বিশেষ চিহ্ন ও সংকেত দেওয়া, চালকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়াও লাগাতার সচেতনতা প্রচার করা হবে। সেফ ড্রাইভ সেফ লাইভ কর্মসূচিকে সামনে রেখে ওই ব্যবস্থাপনা রূপায়নে স্কুল পড়ুয়া এবং পথ সুরক্ষা নিয়ে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদেরও সামিল করা হবে বলে পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি পরিবহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত দপ্তর পুলিশ সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে নিয়ে গঠিত পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংস্থার একটি বৈঠকে বসেন। ওই সংস্থা চলতি বছরের রাজ্যের পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা দশ শতাংশ কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। ২০২২ সালে রাজ্যে মোট ৪৫ টি পথ দুর্ঘটনা ৯৩ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

হাওড়াকান্ডে রাজ্যপালের বিশেষ সেল নিয়ে বিতর্ক রাজনৈতিক মহলে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ হাওড়া নিয়ে রাজ্যপাল ডঃ সিভি আনন্দ বোসের বিশেষ সেল নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। শাসক শিবিরের একটি অংশ একে 'পৃথক প্রশাসন' চালানোর ইঙ্গিত বলে ব্যাখ্যা করছে। তৃণমূলের প্রশ্ন, আদৌ কি এমন সেল গঠনের বৈধ ক্ষমতা রয়েছে রাজ্যপালের? দলের মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ শনিবার বলেন, ''এই ভাবে বিশেষ সেল গঠনের কোনও বৈধ সংস্থান নেই আইনে। রাজ্যপাল তো রাজ্য প্রশাসনকে নিয়েই কাজ করেন। তবে তিনি যে সেল গঠন করেছেন সেটা মৌখিক না কি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সেটা দেখতে হবে।'' একই সঙ্গে কুণালের আশঙ্কা, ''রাজ্যপাল সংবাদমাধ্যম বা অন্য কোনও বেসরকারি সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। সেটা যদি হয় তবে সেই রিপোর্ট উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হতে পারে।'' যার পাল্টা রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তথা কেন্দ্রের শাসক বিজেপি বলছে, রাজ্যের সব মানুষের মানবাধিকার রক্ষার সাংবিধানিক দায়িত্ব যাঁর কাঁধে, তিনি এমন উদ্যোগ নিতেই পারেন। তৃণমূলের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলছেন, ''রাজ্যপাল সংবিধানের রক্ষাকর্তা। মানুষের মৌলিক সাংবিধানিক অধিকারগুলি রক্ষা হচ্ছে কি না, সেটা দেখার দায়িত্ব রাজ্যপালের। তিনি প্রয়োজনে বিশেষ সেল গঠন করতে পারেন। নিজে অকুস্থলে চলে যেতে পারেন। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে রিপোর্টও তলব করতে পারেন।'' সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের মতো 'উত্তাল' সময়েও রাজভবনের তরফ সকলকে বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে এমন কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। 'কড়া' রাজ্যপাল হিসাবে পরিচিত বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরের সময়েও রাজ্যে অনেক সময় বিভিন্ন এলাকায় অনভিপ্রেত সংঘাতের ঘটনা দেখা গিয়েছে। বার বার 'অতিতৎপর' অভিযোগে অভিযুক্ত ধনখড় বিভিন্ন সময়ে কড়া ভাষায় নবান্নের সমালোচনা করেছেন, আইনজীবী হিসাবে কখনও আইনের ধারাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনও বিশেষ এলাকার জন্য 'বিশেষ সেল' গঠন করেননি। যা করেছেন প্রাক্তন আইএএস আনন্দ বোস।

সিনেমার কায়দায় রাতারাতি বালি পাচার আরামবাগে, তিনটি ট্রাক্টর আটক

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ,১ এপ্রিল ঃ সিনেমার কায়দায় রাতারাতি বালি পাচার হয়ে যাচ্ছে আরামবাগ মহকুমার ভাদুর এলাকায়, এমনই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। বলিউডের সিনেমায় যেমন গভীর রাতে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বালি, কয়লা, কাঠ, লোহা পাচারের দৃশ্য দেখা যায়, ঠিক সেই ভাবেই গোঘাটের ভাদুর এলাকার গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বালি পাচারের অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, বালি খাদ থেকে বালি তুলে আইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পথে না নিয়ে গিয়ে, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কখনও দিনের বেলা আবার কখনও গভীর রাতে বালি পাচার হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি ভাদুরের শিবতলা এলাকার গ্রামীন রাস্তা দিয়েও পাচারের বালির গাড়ি যাচ্ছে বলে অভিযোগ। আর এই ভাবে দিনের পর দিন বালির গাড়ি চলাচল করায় রাস্তা একেবারে বেহাল হয়ে পড়েছে। অথচ আরামবাগ প্রশাসন নিরব। এমনটাই দাবি স্থানীয় মানুষদের। দিনের পর দিন এই ঘটনা ঘটায় ক্ষিপ্ত হয়ে এদিন ওই এলাকার স্থানীয় মানুষ তিনটি ট্রাক্টর আটক করে। তাদের প্রশ্ন, রিজার্ভ ফরেস্টের ভিতর দিয়ে কিভাবে প্রশাসনের চোখকে ধুলো দিয়ে বালি পাচার হচ্ছে? প্রশ্ন উঠছে, কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রশাসন? তাহলে কি অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে? উঠছে নানা প্রশ্ন। এই বিষয়ে এক স্থানীয় যুবক অরুন খাঁ বলেন, ভাদুর এলাকায় তিনটি বালি খাদ আছে। এরা বিনা চালানে বালি কাটে। একটা চালানে সারাদিন বালি নিয়ে যায়। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বালি নিয়ে যাওয়ায় রাস্তা খারাপ হয়ে গিয়েছে। অপরদিকে আর একজন ব্যক্তি নবকুমার রায় বলেন, গ্রামের ভিতর দিয়ে বালির গাড়ি যাওয়ায় রাস্তাঘাট একেবারে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নিষেধ করলে গাড়ির লোকরা গালিগালাজ করছে। অন্যদিকে আটক হওয়ায় ট্রাক্টর মালিক তমাল চক্রবর্তী বলেন, সঠিক চালান ও ট্যাক্স দিয়েই বালির গাড়ি চালাচ্ছি। দু'নম্বরি করছি কেউ বলতে পারবে না। রাস্তায় ধুলো উড়লে খাদ মালিককে বলা উচিত। এদিকে রাস্তা খারাপের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বালির ডাম্পার চালক নুর মহম্মদ। তিনি বলেন, বালির গাড়ি চলাচলের জন্যই রাস্তা খারাপ হয়েছে। আমরা এই রাস্তা দিয়েই প্রতিদিন বালির গাড়ি নিয়ে যাই। তবে আরামবাগ এলাকার ফরেস্টের রেঞ্জার আসরাফুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। এটা আগে ছিল না। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বালির গাড়ি যাতে না যায় সেই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সবমিলিয়ে জঙ্গল ও গ্রামের মানুষের চলাচলের রাস্তা বাঁচাতে এবং বালি পাচার রোধ করতে প্রশাসন কি ব্যবস্থা নেয়, এখন সেই দিকে তাকিয়ে এলাকার মানুষ।

রেল বোর্ডের অনুমোদিত ভাড়া ঘোষণা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ মেট্রো রেল গড়িয়াবিমানবন্দর রুটে গড়িয়া থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত রেল বোর্ডের অনুমোদিত ভাড়া ঘোষণা করেছে। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে কলকাতা মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি জানিয়েছেন,নর্থ সাউথ এবং ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো শাখার সমান ভাড়াই এখানে চালু করা হবে। এছাড়া নর্থ সাউথ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন পর্যন্ত যাত্রীদের নির্বিঘ্ন যাত্রার জন্য একক টিকিট ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। শ্রী রেড্ডি বলেন, একক টিকিট ব্যবস্থায় দক্ষিণেশ্বর বা দমদম থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত ৪৫টাকা, ধর্মতলা,চাঁদনী চক,পার্ক স্টিট অথবা কালীঘাট থেকে ৪০টাকা, মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে ৩৫টাকা এবং কবি সুভাষ থেকে ২০টাকা ভাড়া ধার্য করা হয়েছে।

করিমগঞ্জের নাগ্রায় ৩৫ লক্ষাধিক টাকার বার্মিজ সুপারি উদ্ধার

বাজারিছড়া (অসম), ১ এপ্রিল ঃ করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন নাগ্রায় ৩৫ লক্ষাধিক টাকার বার্মিজ সুপারি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর সঙ্গে, আটক করা হয়েছে ত্রিপুরার বাসিন্দা জনৈক যুবককে। জানা গেছে, আজ শনিবার কাকভোরে বাজারিছড়া থানাধীন নাগ্রা পেট্রোল পোস্টের পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩৫ লক্ষাধিক টাকার বার্মিজ সুপারি বজেয়াপ্ত করেছে। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে অবৈধ বার্মিজ সুপারি কারবারে জড়িত এক যুবককে। ধৃতকে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরের ভাগ্যপুর এলাকার জনৈক আব্দুল কায়ুম (২০) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। নাগ্রা পেট্রোল পোস্টের ইনচার্জ জেপি দাস জানান, একটি ট্রাকে বার্মিজ সুপারি বোঝাই করে একদল পাচারকারী মিজোরামের কানমুন হয়ে উত্তর ত্রিপুরার দামছড়া পেরিয়ে অসম সীমান্তে প্রবেশের পর রাঙামাটি এলাকায় নাগ্রা পুলিশের নাকা চেকিঙে ধরা পড়ে। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে আজ আন্তঃ রাজ্য সীমান্তে নাকা পয়েঃট গড়ে তালাশি অভিযান চালানো হয়। এক সময় টিআর ০৫ এ ১৫৩১ নম্বরের একটি এসএমএল ট্রাক বালিপিপলা হয়ে রাঙামাটি আসার পথে পুলিশের উপস্থিতি আঁচ করে লরি চালক সড়কের পাশে গাড়ি রেখে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও ধরা পড়ে সহচালক আব্দুল কায়ুম। পুলিশ অফিসার জেপি দাস জানান, ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে ৪৯ বস্তায় মোট তিন টন ৯২০ কেজি অবৈধ বার্মিজ সুপারি উদ্ধার করে হয়েছে। উদ্ধারকৃত বার্মিজ সুপারির বাজারমূল্য কমপক্ষে ৩৫ লক্ষ টাকা হবে বলে ধারণা করছেন তাঁরা। তিনি জানান, সুপারিগুলো করিমগঞ্জে পৌঁছানোর পরিকল্পনা ছিল পাচারকারীদের। বার্মিজ সুপারি সহ ধৃত যুবককে বাজারিছড়া থানার জিম্মায় পাঠানো হয়েছে। তাকে জেরা চালানো হচ্ছে বলে জানান পুলিশ অফিসার দাস।

মুখ্যমন্ত্রীরও বেতন কাটতে হবে, দাবিতে সরব রাজ্য সরকারি কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দু'দিনের জন্য রেড রোডে ধরনায় বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আবহে এবার মুখ্যমন্ত্রীর বেতন কাটার দাবিতে সরব হলেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। ডিএ আন্দোলনকারীদের 'চোর ডাকাত' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন মমতা। পাশাপাশি অভিযোগ করেছিলেন, ডিএ আন্দোলনকারীরা চিরকুটে চাকরি পেয়েছিলেন। এই আবহে মুখ্যমন্ত্রীর 'চোর ডাকাত' মন্তব্যের প্রতিবাদে ৬ এপ্রিল কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন ডিএ আঃেদালনকারীরা। শনিবার তাঁরা বলেন, এক যাত্রার পৃথক ফল কেন হবে? মুখ্যমন্ত্রী ধরনায় বসলে তাঁর বেতনও কাটতে হবে বলে দাবি উঠেছে। ২৯ মার্চ তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো অবস্থানে বসে বলেছিলেন, 'প্রতিদিন আপনারা এখানে গিয়ে এই চাই, ওখানে গিয়ে ওই চাই করেন। চোর ডাকাতগুলো। যে চোর ডাকাতগুলো চিরকুটে চাকরি পেয়েছিল। সব গিয়ে বসে আছে ওখানে, ডিএর ওখানে। তাঁদের কাছে আমায় জ্ঞান শুনতে হবে? জ্ঞানদাতারা, চোরেরা, ডাকাতরা, ডাকাত সর্দাররা।' এরপর ৩০ মার্চও সরকারি কর্মীদের আক্রমণ শানান মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা গণশক্তিতে কাজ করেন তাঁদের প্রত্যেকের স্ত্রী শিক্ষিকা। সব চিরকুটের চাকরি। জনগণের টাকা নিয়ে পেনডাউন করবেন? যারা পেনডাউন করেছেন তারা চিরকুটে চাকরি পেয়েছেন। সব ফাইল খুঁজে বের করতে বলেছি। টাকা নিচ্ছে। পেনশন নিচ্ছে। আরও চাই।' আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, এক যাত্রার পৃথক ফল কেন হবে? সম্প্রতি ডিএর দাবিতে কলম ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারীদের বেতন কাটার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ধরনায় বসলে তাঁর বেতনও কাটতে হবে বলে দাবি উঠেছে।

লিলুয়া-বর্ধমান শাখায় আবারও লোকাল ট্রেন বাতিল করা হল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ লিলুয়া-বর্ধমান শাখায় আবারও কি

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১২১ সংখ্যা, রবিবার, ১৮ চৈত্র ১৪২৯

এখনই যুদ্ধ বিরতি চায় না রাশিয়া

সম্পাদকীয় ১

এখনই যুদ্ধ বিরতির কোনও কথা থাকতে পারে না বলছে রাশিয়া। বেলারুশের প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো বলেছিলেন যে কোনও শর্ত ছাড়াই রাশিয়া ইউক্রেনের মধ্যে আলোচনা করে শান্তি এবং যুদ্ধ বিরতি আলোচনার প্রস্তুতি গ্রহণ করা যেতে পারে। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংও একই আশা প্রকাশ করেছিলেন রুশ সফর কালে। কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী তা একেবারে নাকচ করে দিয়েছেন। ক্রেমলিন থেকে বলা হয়েছে এখন যা পরিস্থিতি তাতে আর যুদ্ধ বিরতির কথা বলে কোনও লাভ নেই। যুদ্ধ চলতে থকবে। তবে কতদিন ধরে যুদ্ধ চলবে তা অবশ্য ক্রেমলিন জানায় নি। এদিকে যুদ্ধ বিশারদরা বলতে শুরু করেছেন যে যুদ্ধ চলতে থাকবে নির্দিষ্ট কালের জন্য। তবে আগামি ২০২৪ সাল পর্যন্ত যুদ্ধ তো চলতে থাকবে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত। পুতিন বন্ধু ট্রাম্প আবার প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ট্রাম্প যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে পারে তাহলে রাশিয়ার আর কোনও ভয় থাকবে না। তবে সেই সময়ে ট্রাম্প কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে হবে। রাশিয়ার কিন্তু এখনও থেকে ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন যে ইউক্রেনকে ভাগ করে নেওয়া হবে। কিন্তু ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি রাশিয়াকে কোনও রকম ভূখণ্ড দিতে রাজি নয়। তিনি বলতে শুরু করেছেন রুশ বাহিনী ইউক্রেন ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের যুদ্ধ চলতে থাকবে। রাশিয়া সেনাদের ইউক্রেন থেকে বিতারিত করাই হচ্ছে তাঁর মূল উদ্দেশ্য। এদিকে ব্রিটেন জেলেনস্কির কথায় এক মত হয়েছে। ব্রিটেন সামরিক ট্যাঙ্ক থেকে শুরু করে যুদ্ধ বিমান দেওয়ার চিন্তা করতে শুরু করেছে। জার্মান ট্যাঙ্ক পাঠিয়েছে সঙ্গে গোলা বারুদও। এদিকে ইউরোপের নেটো গোষ্ঠী বলতে শুরু করেছে ইউক্রেন থেকে রুশ বাহিনীকে সরতে হবে। নাহলে কিন্তু যুদ্ধ থামবে না। বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো বলেছেন বাড়াবাড়ি হওয়ার আগেই এখন যুদ্ধ থামিয়ে ফেলা উচিত। এদিকে রাশিয়া বলতে শুরু করে দিয়েছে বাড়াবাড়ি করতে শুরু করেছে ইউরোপ এবং আমেরিকা। তারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধজ্ঞা জারি করেছে। আর্থিক অবরোধ করেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে রুশ বিরোধী প্রস্তাব নিয়ে এসে সবাইকে রাশিয়া বিরোধিতায় উস্কানি দিচ্ছে। তার ফলে আজকে রাশিয়াকে বহু বাজার হারাতে হয়েছে। আর্থিক অবরোধ করার ফলে আজকে রাশিয়াকে অর্থ সংগ্রহ অভিযান করতে হচ্ছে। এশিয়ার দেশগুলি রাশিয়ার পাশে আছে বলে রাশিয়ার নাগরিকেরা খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি আজকে রুশ সমর্থক হয়ে উঠতে শুরু করেছে। বেলারুশের প্রেসিডেন্ট বলেছেন এখনই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা হোক। বেলারুশের মাটি ব্যবহার করে রাশিয়া ইউক্রেন অভিযান করতে শুরু করেছিল। এর পরেও একাধিকবার বেলারুশের মাটিকে ব্যবহার করেছে রুশ বাহিনী। সেখানে রুশ সেনা বাহিনী প্রশিক্ষণ চালিয়েছে। অস্ত্র মজুত করেছে। গোটা যুদ্ধের পর্বের সময় থেকে মিনস্ক পাশে থেকেছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এখন যুদ্ধ বিরতির কথা বলতে শুরু করেছেন বেলারুশের প্রেসিডেন্ট। এদিকে বেলারুশের প্রেসিডেন্টের কথাকে একেবারে আমল দিতে চাইছে না রাশিয়া। এদিকে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট বলতে শুরু করেছেন এইভাবে যুদ্ধ চলতে থাকলে কিন্তু তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ এসে দ্বারে উপস্থিত হবে।

বর্তমানে খুবই জটিল বিশ্ব পরিস্থিতি

সম্পাদকীয় ২

গোটা বিশ্ব পরিস্থিতি খুবই জটিল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চিন আবার ভারত সীমান্তে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করেছে। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো ছিল। কিন্তু আর্থিক কারণে শ্রীলঙ্কা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। শ্রীলঙ্কাকে কব্জা করে নিয়েছে চিন। চিনের লক্ষ্যই হচ্ছে তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলির উপরে আধিপত্য বিস্তার করে চিনের স্থায়ীত্বকে নিশ্চিত করা। চিন তার চারপাশে কোনও শত্রুদেশ রাখতে একেবারে নারাজ। ভারতকে চিন গ্রাস করতে পারছে না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে আমেরিকা এবং ব্রিটেন। এই দুই দেশে ভারতীয়দের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। বর্তমানে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক কমলা হ্যারিস। আবার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটেন নাগরিক ঋষি সুনক। তার ফলে ভারতের ভুকৌশলগত রাজনীতি একটি মানকে বজার রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু যেসব দেশ ভারত সম্পর্কে সন্দিহান তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে চিন। চিন ইতিমধ্যে আফগানিস্তানের সঙ্গে তেল তোলা নিয়ে চুক্তি করলো। যে আফগানিস্তানের তালিবান সরকারকে কোনও রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয়নি তাদের সঙ্গে চিন ১৫ কোটি ডলারের চুক্তিবদ্ধ হল। তার ফলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে চিন ক্রমশ শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করেছে। চিন এই সব দেশের অভ্যন্তরে যে ব্যাপক গণ্ডগোল তৈরি হয়েছিল তার সমাধান করতে শুরু করে দিয়েছে। করোনায় আক্রান্ত চিন সীমান্ত খুলে দিয়েছে। জনগণের চলার রাস্তাতে একেবারে উন্মুক্ত করে ফেলেছে। তার ফলে কোন চিনা নাগরিক ইচ্ছা করলে বিদেশ সফর এবং চিন দেশে সবাই আসতে পারবে। তাতে কোনও বাধা নেই। এদিকে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র চিনা নাগরিকদের দেশে প্রবেশ করতে দিতে বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে চিনের বিকাশ হওয়ার পথটা ক্রমশ শঙ্কুচিত হতে শুরু করেছে।

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে।

আমেরিকায় কি আবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জামানা শুরু হবে?

রবীন্দ্র কুমার শীল

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য আবার ট্রাম্প নির্বাচনে লড়াই করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি এখন 'আমেরিকা ফর আমেরিকান' স্লোগানকে সমানে রেখে এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং পাশাপাশি শ্বেতাঙ্গ অধিকারকে আধিপত্য দেওয়ার ব্যাপরে পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। তাঁর আমলে কালো আদমিদের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গরা রাস্তায় নেমে দাঙ্গা করতে শুরু করে দিয়েছিল। জর্জ ফ্লয়েড হত্যা তার আমলেই হয়। 'আই ক্যান্ট ব্রিদ' কালো আদমি জর্জ ফ্লয়েডের জীবন রক্ষা করার শেষ শব্দটা সারা বিশ্বের মানুষদের মনকে একেবারে টলিয়ে দিয়েছিল। ব্লাক লাভার্স আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল আবার নতুন করে আমেরিকা এবং ইউরোপে। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন যে দাস প্রথা তুলে দিয়ে আমেরিকায় কালো আদমিদের মানবিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সেটাকে একেবারে অস্বীকার করতে শুরু করে ছিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শ্বেতাঙ্গারা এখন আমেরিকার প্রভু এই মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করেছিলেন ট্রাম্প। তার জন্য তিনি বিদেশি শক্তি সাহায্য নিতে তৈরি ছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন রাশিয়ার হাত ধরে যে গুজব চারদিকে প্রচার হতে শুরু করেছিল তা নিয়ে তদন্ত করার ব্যাবস্থা করে গিয়েছিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। জানতে পারা গিয়েছিল ট্রাম্প রাশিয়ার গুপ্তচর সংস্থার সাহায্য গ্রহণ করে নির্বাচনী প্রচার কার্য চালিয়েছিলেন। তার ফলে বিপুল জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও হিলারি ক্লিনটন ট্রাম্পের কাছে পরাস্ত হন। ট্রাম্প জামানা শুরু হয়েছিল বিতর্কের মধ্যে দিয়ে। আবার তাঁর জামানা শেষ হয় বিতর্কের মধ্যে দিয়ে। তিনি নির্বাচনে পরাজিত হয়েও নিজের হারকে স্বীকার করেননি। গদিতে টিকে থাকার জন্য সব রকমের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। যে ট্রাম্প গণতন্ত্রের আতঙ্ক এর পরিবেশ তৈরি করেছিলেন সেই ট্রাম্প আবার প্রেসিডেন্ট পদে ফিরে আসছেন বলে ফেসবুক পেজে তার বার্তা দিয়েছেন। দুই বছর নিষেধাজারি করা হয়েছিল ট্রাম্পের ওপরে। বহুজাতিক সমাজ মাধ্যম কোম্পানি মেটা প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফেসবুক পেজ ব্যাবহার করতে অনুমতি দিল। আর বারো সেকেন্ডের মধ্যে তিনি দেশবাসীকে জানান দিলেন যে তিনি ফিরে আসছেন। তিনি আবার নির্বাচনে দাঁড়াতে চান।

বিপুল জনসমর্থন নিয়ে আবার কি তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন? সামনের বছর হোয়াইট হাউসে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে দেশবাসী যেন তাঁকে সাহায্য

করে। আমেরিকার ডেমোক্রাট দলের নেতার সব ক্ষেত্রে ট্রাম্পের ভুত দেখতে পাচ্ছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। এমনকী রিপাবলিকান দলও ট্রাম্পকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করলেও পারছে না। তবে আমেরিকার লোকেরা সেই সব ভয়ঙ্কর দিনের কথাকে একেবারে ভুলতে পারছে না। ২০২১ সালে ৬ জানুয়ারি জো বাইডেনের কাছে পরাজিত হওয়ার পরে ক্যাপিটাল হিলে ট্রাম্প উত্তেজক বক্তৃতা দিয়ে তার সমর্থকদের ক্ষিপ্ত করে কংগ্রেস অধিবেশকে চানচাল করে দিয়েছিল। কংগ্রেস অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করে লক্ষাধিক টাকা সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করে দিয়েছিল তাঁর সমর্থকেরা। এর এর পিছনে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বয়ং। সেই সময়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সকে দিয়ে যখন বলানোর চেষ্টা করা হয়েছিল গণনার ফলাফলকে একেবারে উল্টে দিতে কিন্তু মাইক পেন্স তা করতে অস্বীকার করলে তাকে ফাঁসি কাঠে ঝোলানার মতো স্লোগান দিতে শুরু করে দিয়েছিল তাঁর সমর্থকেরা। মনে হচ্ছিল যেন এটা আর একটি ফরাসি বিপ্লবের চিত্র দেখতে পাচ্ছি। ফরাসি বিপ্লব হয়েছিল গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে আর ট্রাম্পের জামানার শেষ দিকে দেখতে পাওয়া গেল গণতন্ত্রকে হত্যা করতে। ট্রাম্প বিরোধীদের জন্য ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করেছে। আমেরিকার গণতান্ত্রিক কাঠামোকে একেবারে ধ্বংস করতে উদ্যত্ত হয়েছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু ধন্যবাদ দিতে হয় আমেরিকার সর্বস্তরের জনগণকে যারা আমেরিকার গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে সেই সময়ে ট্রাম্প বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। আজকে কিন্তু আবার ট্রাম্প পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে হত্যার করার কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছে বেশ কিছু শক্তিশালী রাষ্ট্র। তারা বলতে শুরু করেছে যে জনগণ কোনও সময়ে সরকার গঠন করার অধিকার অর্জন করতে পারে না। জনগণ শুধু রাষ্ট্র নায়কদের রক্ষক হিসাবে থাকবে। তার বেশি আর কোনও কিছুর দিকে তাকানোর দরকার নেই। তাহলে তো গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হবে। সেই প্রহসন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য ক্ষমতাশালী তৎপর হতে শুরু করেছে। তার মধ্যে ট্রাম্প একজন বলা যেতে পারে। তিনি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। সেনেট হলে প্রবেশ করে ট্রাম্প সমর্থকেরা যেভাবে ধ্বংসলীলা করতে শুরু করেছিল ট্রাম্পের উস্কানিতে তার ফলে তাঁকে ১৩ জানুয়রি ইমপিটমেন্ট করা হয়। ২০১৯ সালে তাঁকে প্রথমবার ইমপিচমেন্ট করেছিল আইনসভার ক্ষমতা অপব্যাবহার করার জন্য। কিন্তু তিনি সেখান থেকে রেহাই পেয়ে যান। কিন্তু ৬ জানুয়ারি তাঁর দশ জন সমর্থক তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার ফলে ফেসবুক টুইটার সহ সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবেন না বলে আদেশ জারি কর হয়েছিল ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। এখন সেই নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার ফলে ট্রাম্প শুরু করেছেন সোশ্যাল মিডিটাকে ব্যবহার করে তাঁর প্রচার। তার ফলে ডেমোক্রাট দল থেকে শুরু করে রিপাবলিকান দলের সদস্যদের মধ্যেও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করার আগে অতি অবশ্যই ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন পেতে হবে। সে ক্ষেত্রে প্রথমে তোপের মুখে পড়বেন তিনি। দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্লরিডার গর্ভনর রন ডিস্যান্টিস যিনি এক সময়ে ট্রাম্পের সমর্থক ছিলেন তিনি এখন ট্রাম্প বিরোধী বলা যেতে পারে। ইতিমধ্যে ট্রাম্প ডিস্যান্টিস এর বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করেছেন। দুর্বলতাকে ধরে ডিস্যান্টিসের বিরুদ্ধে ট্রাম্প ফেসবুকে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছেন। দলীয় মনোনয়ন পত্র না পেলে তিনি নির্দল হয়ে দাঁড়াবেন বলে জানান দিয়েছেন। ট্রাম্প যদি জিতে আবার হোয়াইট হাউসে ফিরে আসেন তাহলে তাঁর প্রথম কোপ পড়বে এফবিআই এবং সিআইএ মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ওপরে। সেখানে তিনি নিজের পচ্ছন্দের লোকদের বসাবেন। ট্রাম্প যদি আবার প্রেসিডেন্ট পদে ফিরে আসেন তাহলে কিন্তু আইনসভা এবং সেনেটের কথাকে একেবারে না মেনে নিজের খেয়াল খুশি মতো কাজ করতে থাকবেন। তিনি একাই আমেরিকার অদ্বিতীয় রাষ্ট্র নায়ক এবং ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করবেন। 'মেক আমেরিকা গেট এগেন' তত্ত্বকে খাঁড়া করে তিনি আমেরিকার বুকে দাপাদপি করতে শুরু করে দেবেন।

পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বিজ্ঞানের মেলবন্ধনের প্রচেষ্টা

বিশেষ প্রতিনিধি

ভারতের পৌরাণিক কাহিনীগুলোর সঙ্গে এখন বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটিয়ে দেওয়ার একটি প্রবণতা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। এই প্রবণতা হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠেনি। বহুকাল ধরে ভারতের সমাজবিদ থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদেরা এর প্রচেষ্টা করে আসছেন। পৌরাণিক কাহিনীগুলো কল্পনা ভিত্তিক। এই সব গল্পের সঙ্গে কোনও বিজ্ঞানের যোগ ছিল না। কল্পনার ওপরে ভিত্তি করে পৌরাণিক কাহিনীগুলো লেখা হয়েছে। বিজ্ঞান কল্পনার ওপরে নির্ভর করে চলে না। কল্পনাকে পাশ কাটিয়ে বাস্তবতার ওপরে ভিত্তি করে বিজ্ঞান এগিয়ে চলে বা অগ্রসর হয়। কল্পনা করে বিজ্ঞান চর্চা করা একেবারে অসম্ভব। কল্পনা করে গল্প লেখা যেতে পারে, কবিতা লেখা যেতে পারে। উপন্যাস লেখা যেতে পারে। কিন্তু কল্পনা করে বিজ্ঞান রচনা করা যায় না। বিজ্ঞান রচনা করতে গেলে সত্যের তথা থাকা প্রয়োজন। পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়োজন। পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফলের ওপরে নির্ভর করে বিজ্ঞান ক্রমশ সমানে দিকে এগিয়ে চলে। ফলে পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বিজ্ঞানের যে মেলবন্ধন ঘটানোর প্রবণতা এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেটা একেবারে বলতে গেলে অজ্ঞানতার পরিচয়। আমরা রামায়ণের বহু ঘটনার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। রামায়ণে রচিত পুষ্প রথকে আমরা বর্তমানে বিমানের সঙ্গে সমন্বয় সাধনা করে থাকে। আমরা বলি ভারতে রামায়ণ যুগে বিমান ছিল। সেই সময়ে যে পুষ্প রথের কথা বলা হয়েছে সেটা আজকের আকাশে উড়া বিমান। অর্থাৎ ভারতের পৌরাণিক কবি বাল্মিকী বহুকাল আগেই বিমান সম্পর্কে কল্পনা করে রামায়ণে লিখে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে আজকে যে আকাশে বিমানগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে সেটা কল্পনা তৈরি হয়েছিল রামায়ণ যুগে। নিশ্চয় রামায়ণ যুগে আকাশে পুষ্প রথের মতো কোনও উড়ন্ত বিমান ছিল। না হলে সেই রথে করে কী করে লঙ্কা থেকে রাবণ উড়ে এল তপোবনে যেখানে সীতা বনবাসে ছিলেন। সীতাকে চুরি করতে লঙ্কার রাজা রাবণ পুষ্প রথে করে এসে তপোবনে নেমে সীতাকে হরণ করে নিয়ে চলে গেলেন। জটায়ু পক্ষী ডানা মেলে রাবণের সীতা হরণকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। শুরু হয়েছিল আকাশ যুদ্ধ। সেই সময়ে নিশ্চয় আকাশ যুদ্ধ হতো। না কবি কীভাবে সেটা কল্পনার মধ্যে দিয়ে অঙ্কিত করে গেলেন। গোটা রামায়ণের মধ্যে দিয়ে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের সন্ধান করে থাকি এবং বর্তমান বিজ্ঞানের সঙ্গে তার তুলনা করে থাকি। বীর মেঘনাদ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতেন। তিনি কীভাবে মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতেন সেটা সেই যুগে কোনও রকমভাবে সম্ভব না হলে কী কেন এই রকমভাবে অতিরিক্ত কল্পনা করে রামায়ণে চিত্রিত করবেন। নিশ্চয় সেই যুগে মেঘের আড়াল থেকে

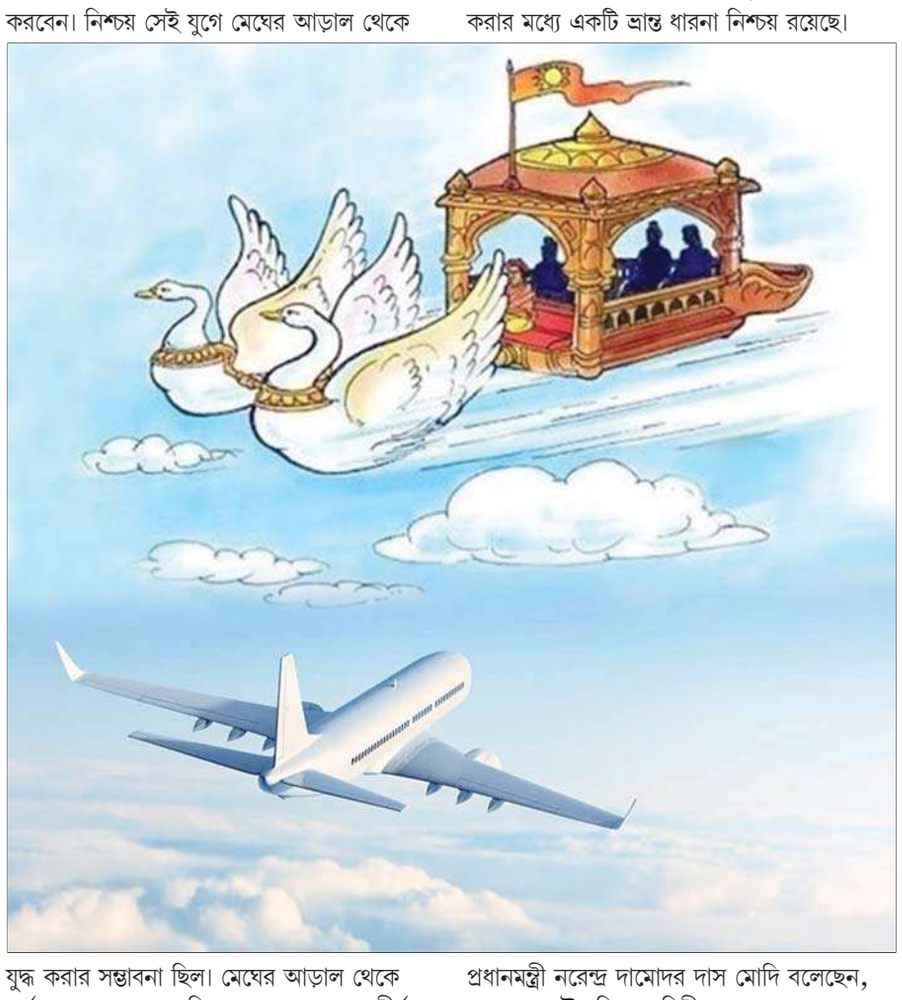

যুদ্ধ করার সম্ভাবনা ছিল। মেঘের আড়াল থেকে বর্তমান যুগে বোমারু বিমান যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধ করে চলে যায়। মেঘনাদকে সেই যুগের বোমারু বিমানের মতো যুদ্ধবাজ বীর বলে ঘোষণা দেওয়া হয়ে থাকে। আমরা বলি রামায়ণের বহু ঘটনাকে আজকের বিজ্ঞানীরা তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবিস্কার করে ফেলেছেন। রামায়ণ কবি যা কল্পনার মধ্যে দিয়ে অঙ্কিত করেছেন তা বর্তমান কালের বিজ্ঞানীরা তাকে বাস্তবে পরিণত করছেন। বর্তমান কালে বিজ্ঞানীরা ভারতের পৌরাণিক কাহিনীগুলোর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাকে বিজ্ঞান আবিস্কারের কাজে লাগাছে। আসলে বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের কোনও ধারনা নেই। বিজ্ঞান চলে বাস্তবের ওপরে ভিত্তি করে। আর পৌরাণিক কাহিনীগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত কল্পনা। তার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। একেবারে গালগল্প ছাড়া। কবি কল্পনা করতে পারেন। কিন্তু কবির কল্পনাকে বিজ্ঞানীরা প্রাধান্য দিচ্ছেন এটা মনে করার মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারনা নিশ্চয় রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি বলেছেন, ভারতের পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে যে সব তথ্য রয়েছে তা বর্তমান চিকিৎসা জগতে সেগুলোর রূপরেখা দেখতে পাই। অতীতে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে নির্ভর করে বর্তমান জগতে চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। তিনি যুক্তি দিয়েছেন, মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী কর্ণের জন্ম মাতৃগর্ভে হয়নি। এর অর্থ হল সেই সময়ে জেনেটিক সায়েন্স ছিল। বলতে গেলে সেই সময়ে ভারতের বিজ্ঞান এত উন্নত ছিল না। তবে কিছু মুণিঋষিরা বনজঙ্গল থেকে গাছ গাছরা নিয়ে এসে চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রয়োগ করতেন। ভারতের আয়ুর্বেদ চিকিৎসা এর ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই সব মুণিঋষিরা গাছ গাছালি চিনতেন। তারা সেই সব গাছের ডাল কিংবা পাতা বেটে রোগীদের খেতে দিতেন এবং রোগীরা সুস্থ হয়ে উঠত। যেমন রামায়ণের লক্ষণকে শক্তিশেল মারার পর যখন যখন অবস্থা একেবারে মরণাপন্ন ঠিক সেই সময়ে বীর হনুমান গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। সে কিন্তু গাছ চিনতেন না। পর্বতের গাছ চিনতো সেই সময়কার চিকিৎসকেরা। লক্ষণকে সুস্থ করে তোলা হল। জ্ঞানহারা লক্ষণ চোখ মিলে তাকালেন। চিকিৎসা বিদ্যা ছাড়া ভারত তখন অন্য বিজ্ঞানে এত বেশি উন্নত ছিল না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ভারতে সেই সময়ে জেনেটিক সায়েন্সের অস্তিত্ব ছিল বলেই কর্ণের জন্ম হতে পেরেছে। আজকে যুগের মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি একটি দেশের রাষ্ট্র প্রধান হয়ে যদি এই রকমভাবে অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন তাহলে বলার কিছুই থাকে না। গুজরাতের স্কুলে 'তেজোময় ভারত' নামে একটি বই পড়তে দেওয়া হয় স্কুলের ছাত্রদের। সেই বইটি রচনা করেছেন দীনানাথ বাদ্রা। বইটি পড়া বাধ্যতামূলক। 'তেজোময় ভারত' নামক বইটিতে লেখা মহাভারতের গান্ধারী একশো জন কৌরবের জন্ম দিয়েছেন। তখন ভারতে স্টেম সেলের আবিস্কার হয়ে গিয়েছে। সে যুগে প্লাস্টিক সার্জারি ছিল। নাহলে গণেশের অস্তিত্ব কী ভাবে রয়ে গেল। যে গণেশের মাথা উড়ে গেল সুদর্শন চক্রে। সেই গণেশের জীবন রক্ষা করতে হাতির মাথা নিয়ে এসে প্লাস্টিক সার্জারি মাধ্যমে জুড়ে দেওয়া সম্ভব হল। তার ফলে গণেশের জীবন রক্ষা পেল। এই ধরনের বহু অবৈজ্ঞানিক যুক্তি খাড়া করে এখন বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতের পৌরাণিক কাহিনীর মেল বন্ধন ঘটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলকাব্যে মনসা মঙ্গল কাব্যে লখিন্দরকে বিষধর সাপের কামড়ে মরে গেলে স্বর্গের দেবতাদের আর্শীবাদে জীবন ফিরে পেয়ে গেলেন। মা মনসার পুজো দিতে বাধ্য হলেন লখিন্দরের পিতা চাঁদ সওদারগর। তাহলে এখন কেন কলাপাতায় ভেলায় সাপে কাটা মানুষকে ভাসিয়ে দিলে সে বেঁচে ওঠে না। তার দেহ ক্রমশ পচতে শুরু করে। বহু পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বর্তমান বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা চলছে সেটা কিন্তু বাস্তব জগতের সঙ্গে কোনও রকম মিল নেই। বর্তমান কালে যে বিজ্ঞান তা হচ্ছে ফলিত বিজ্ঞান। কাল্পনিক বিজ্ঞান নয়। রামায়ণ মহাভারত পৌরাণিক কাহিনীগুলো হচ্ছে কাল্পনিক বিজ্ঞান। কল্পবিজ্ঞান বললেও অত্যুক্তি হবে না।

শুরু জি ২০ সম্মেলন, সম্মেলনে যোগ দিতে পৌঁছালেন ১৫১ জনের প্রতিনিধি দল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়িতে আজ থেকে শুরু হচ্ছে জি ২০ সম্মেলন। সম্মেলনে যোগ দিতে পৌঁছালেন ১৫১ জনের প্রতিনিধি দল। গুজরাটের কচ্ছের পর শিলিগুড়িতে জি ২০ এর দ্বিতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনে অংশ নিতে শনিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামলো ১৫১ জনের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। দেশ বিদেশের একাধিক প্রতিনিধি দলের সদস্যদের এদিন বিমানবন্দরে আদিবাসী নাচ ও ঢাকের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়। জানা গিয়েছে, তিনদিনের এই সম্মেলনে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা মূলতঃ পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও আগামী দিনে পর্যটন বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হবে। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা মকাইবাড়ি চা বাগান ও পাহাড়ি এলাকা পরিদর্শন করবেন বলে জানা গিয়েছে। শুধু তাই নয়, এরপর মকাই বাড়ির কারখানায় কীভাবে চা পাতা প্রসেসিং করা হয় তাও বিস্তারিত ভাবে বিদেশি অতিথিদের দেখানো হবে। অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম নিয়ে মকাই বাড়ির রিসোর্টে আলোচনা হবে। ২ এপ্রিল রবিবার, সেকেন্ড Tourism ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক শিলিগুড়ির চামটা চা রিসর্টে হবে। উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু বিষয় প্রজেক্টরের মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরা হবে এবং সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে পর্যটন ক্ষেত্রে আরও উন্নয়ন কি করে করা যায় সেই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করা হবে। ৩ এপ্রিল সোমবার, জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে আসা বিদেশি অতিথিদের দার্জিলিঙের ঘুম রেল স্টেশন, বাতাসিয়া লুপ, দার্জিলিং রেলওয়ে স্টেশন এবং রাজভবন ঘুরিয়ে দেখানো হবে। বিদেশ থেকে আগত অতিথিদের জন্য দার্জিলিংয়ের ম্যালের চৌরাস্তায় একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন পর্যটন মন্ত্রক। সেদিন উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী জি কিসান রেড্ডি, পর্যটন সচিব অরবিন্দ সিং সহ বিশিষ্টজনেরা। ৪ এপ্রিল জি ২০ সম্মেলনে যোগ দেওয়া বিদেশি প্রতিনিধিরা বাগডোগরা থেকে ফের বিশেষ বিমানে ফিরে যাবেন। অন্যদিকে, জি- ২০ সম্মেলনে যোগ দিতে সস্ত্রীক পৌঁছালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আজ থেকে শিলিগুড়িতে শুরু হচ্ছে জি-২০ সম্মেলন। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশ থেকে ১৫১ জনের একটি প্রতিনিধি দল শিলিগুড়িতে এসে পৌঁচেছেন। উত্তরের পর্যটন সহ মকাইবাড়ি চা বাগান, বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকা পরিদর্শন করবেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।পাশাপাশি দার্জিলিংয়ে রাজভবন পরিদর্শন করতে পারেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। সেইকারণে সস্ত্রীক পৌঁছালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিন কলকাতা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন রাজ্যপাল। এরপর রাজভবনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হাওড়ার ঘটনা নিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। পুলিশ এলাকায় মনিটরিং করছে। ঘটনায় সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে সাইকেল আরোহীর মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ১ এপ্রিল ঃ লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে ইসলামপুরের চৌরঙ্গি মোড় রাজ্য সড়কে। মৃত সাইকেল আরোহীর নাম স্বপন দাস (৫৫)। বাড়ি ইসলামপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের আমবাগান এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বাড়ি থেকে সাইকেলে করে কাজে যাচ্ছিলেন ওই ব্যক্তি। সেইসময় শিলিগু।রি দিক থেকে আসা একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাইকেল আরোহীকে সজোরে ধাক্কা মারে। লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘাতক লরিটিকে আটক করা হয়েছে। চালক পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অফিসিয়াল মেল থেকে উপাচার্যর গালিগালাজ ভিবিউফা সংগঠন সদস্যদের ঃ অমর্ত্য স্বার্থপর

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১ এপ্রিল ঃ অফিসিয়াল মেল থেকে ভিবিউফা সংগঠন সদস্যদের গালিগালাজ দিলেন উপাচার্য। পাশাপাশি অমর্ত্য সেনকে স্বার্থপর ব্যক্তি বলেন তিনি। তিনি বলেন, এই স্বার্থপরদের জন্য বিশ্বভারতীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে দেব না। উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ওই সংগঠনের অধ্যাপকদের স্কাউন্ড্রেল অর্থাৎ পাঁজী বলে গালাগাল দিলেন। শুধু এখানেই ক্ষান্ত না থেকে, অধ্যাপকদের বাবা মায়েদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন এই পাঁজী হওয়ার গুণ তাঁরা যে জন্মসূত্রে বা পারিবারিক সংস্কার বশতএই জঘন্য সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন, তারাও দোষী। এই পাঁজীরা মানুষ নয়, এরা স্বঘোষিত বিশ্বভারতীর অভিভাবক। এরা রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লেখেন। এরা হলো ইঁদুর। এদের সত্বর শিকার করা হবে। এরা কাজ না করলে বা কর্তব্যে অবহেলা করলে বা কোনো ত্রুটি পাওয়া গেলে এদের শোকজ নোটিশ দেওয়া হবে এবং দোষী সাব্যস্ত হলে বিশ্বভারতীর আইনে শাস্তি পাবে। ন্যাক ও এন আইআর এফ র‍্যাঙ্কিং নির্ভর করে একাডেমিক কাজের উপর। তাই তাদের বলবো এগুলোর দিকে বেশি নজর দিন। আড়ালে থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বিরোধী কাজ বন্ধ করুন। আদালতকে বিশ্বভারতী সব সময় সম্মান করে। কিন্তু এই অধ্যাপকরা এই আইনকে মানে না। শোকজকে অসম্মান করে। এরা জেনে রাখুক, বিশ্বভারতী স্বার্থ ত্যাগ করবে না, স্বার্থপর ব্যাক্তিদের জন্য। আইন মেনেই বিশ্বভারতীর জমি ফেরত দিতে হবে। যতই বিশ্ববিখ্যাত কেউ হন না কেন, জমি তাকে ফেরত দিতে হবে। এভাবেই অমর্ত্য সেনকে পক্ষান্তরে স্বার্থপর বললেন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। উপাচার্য বলেন, এদের সাহস নেই মুখোমুখি হওয়ার। যদি সেটা পারে বাবা মায়েদের গর্বিত করবে। না হলে তাদের হতভাগ্য বাবা মায়েরা লজ্জায় মুখ লুকোবার জায়গা পাবেন না যেহেতু এমন সন্তান জন্ম দিয়েছেন, যারা এত দূর্বল যে মানুষ রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারছে না।

জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ও তার স্বামীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান অপর্না ভট্টাচার্য্য ও তার স্বামী সুবোধ ভট্টাচার্য্যের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো। প্রাথমিক তদন্তে

অনুমান কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন স্বামী- স্ত্রী দুজনে। ২০০০ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন অপর্না ভট্টাচার্য্য। ফরওয়ার্ড ব্লকের হয়ে নির্বাচিত হয়ে ছিলেন তিনি। পরে তৃণমূলে যোগ দেন। এদিন সকালে অসুস্থ অবস্থায় দুজন কে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। কী কারণে এমন চরম সিদ্ধান্ত নিলেন দম্পতি, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অপর্না ভট্টাচার্য্যের স্বামী সুবোধ ভট্টাচার্য্য একসময় চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য ছিলেন। ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জির ভাই সুবোধ ভট্টাচার্য্য। ভাইয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পেয়ে খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন শিখা দেবী। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। কী কারণে অপর্ণা এবং সুবোধ চরম সিদ্ধান্ত নিলেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। পারিবারিক কোনও অশান্তি চলছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় উত্তপ্ত গাজোল, কেন্দ্র-রাজ্যের দুই শিশু কমিশনের তরজা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ এপ্রিল ঃ ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে শনিবার সকালে গিয়ে তরজায় জড়িয়েছিলেন কেন্দ্র এবং রাজ্যের শিশু সুরক্ষা কমিশনের আধিকারিকরা। এর পর সেই ঘটনার জেরেই নির্যাতিতার বাড়ির সামনে রাজ্যের শাসক এবং বিরোধী দলের মধ্যে হাতাহাতিতে রণক্ষেত্রে পরিণত হল এলাকা। কয়েক দিন আগেই মালদার গাজোলে ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীকে স্কুলের মধ্যেই ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। সেই নিয়েই তদন্ত করতে শনিবার সকালে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান কেন্দ্রীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়ঙ্ক কানুনগো। তাঁকে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না বলে ঘটনাস্থলেই ধর্নায় বসেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী এবং উত্তর মালদা মহিলা সমিতির সভানেত্রী ছন্দা চৌধুরী। পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিনিধি দলের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া শুরু করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। সেই খবর পেয়ে সদলবলে ঘটনাস্থলে পৌঁছান তৃণমূলের জেলা পরিষদের সদস্য সাগরিকা সরকার। তিনি সেখানে পৌঁছানোর পর দু'পক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, সাগরিকা- সহ তৃণমূলের সদস্যেরা যখন সেখানে পৌঁছান, তখন কেন্দ্রীয় শিশু সুরক্ষার দল নির্যাতিতার বাড়ির ভিতরে ঢুকেছিল। তত ক্ষণে বেরিয়ে এসেছিলেন রাজ্যের শিশু সুরক্ষার কমিশনের প্রতিনিধিরা। অভিযোগ, এই পরিস্থিতিতে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের দিকে সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়েন সাগরিকা। দু'পক্ষই একে অপরের দিকে কিল-চড়-ঘুষি চালাতে থাকে। জুতো হাতে নিয়ে বিজেপি কর্মীদের শাসাতেও দেখা যায় সাগরিকাকে। তবে পুলিশি মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বিনা প্ররোচনায় প্রথম ঝামেলার সূত্রপাত করার অভিযোগে সাগরিকাকে বাঁশ দিয়ে তাড়াও করতে দেখা যায় গ্রামবাসীদের অনেককে। পুলিশের সঙ্গেও ধাক্কাধাক্কি শুরু হয় স্থানীয়দের। স্থানীয়রা তাড়া করায় ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান সাগরিকা। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে বিনা প্ররোচনায় গন্ডগোল পাকানোর অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার তিলজলায় নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তরজায় জড়ান কেন্দ্রীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়ঙ্ক কানুনগো এবং রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা রায়। নির্যাতিতার বাড়ির বাইরেই বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তাঁরা।

চা বাগানের নালায় দেখা মিলল ৩টি চিতাবাঘ শাবকের

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ১ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়ি জেলার চা বাগানের নালায় দেখা মিলল তিনটি চিতাবাঘ শাবকের। শনিবার সকালে শাবকগুলিকে দেখতে পাওয়া যায় মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানের ১০ নং সেকশনের নালায়। শাবক গুলোকে ওই জায়গায় রেখে বিষয়টির দিকে কড়া নজর রাখছেন বনকর্মীরা। জানা গেছে, এদিন সকালে বাগানে কাজে যাওয়ার সময় বিষয়টি নজরে আসে বাগান শ্রমিকদের। খবর চাউর হতেই এলাকায় ভিড় জমায় প্রচুর সাধারন মানুষ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা। বনকর্মীরা এসে শাবক গুলোকে বাগানেই রেখে দেয়। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষ যাতে সেই চিতাবাঘের শাবকের সামনে আসতে না পারে সেই দিকেও নজর রাখছে বনকর্মীরা। বনকর্মীদের অনুমান মা চিতাবাঘ খাবারের সন্ধানে বাগানের আশেপাশেই রয়েছে। সন্ধ্যার পর তাদের মা শাবকদের সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে নিরাপদ স্থানে। তবে এই মুহূর্তে শাবকগুলোকে সেখান থেকে সরালে পরিস্থিতি বেগতিক হতে পারে। খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার সজল কুমার দে বলেন, শাবক গুলোকে ওই জায়গায় রেখে দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যার পর তাদের মা এসে তাদের নিয়ে যাবে। তবে চা বাগানের রাস্তায় চলাচলের সময় জনগণ যাতে সাবধান থাকে তার আবেদন জানান তিনি।

শুরু হলো দুয়ারে সরকার শিবির

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় আজ অর্থাৎ ১ এপ্রিল থেকে শুরু হলো দুয়ারে সরকার শিবির। যা চলবে আগামী ২০ এপ্রিল পর্যন্ত। শনিবার সকাল থেকেই শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে বসেছে দুয়ারে সরকার প্রকল্প। সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে জনগণের ভিড় দেখা যাচ্ছে,সঙ্গে চলছে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবারই প্রথমবার বুথে বুথে ক্যাম্প হবে। মোট ৩৩ টি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে দুয়ারে সরকার শিবির থেকে। এবার নতুন ৪টি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে দুয়ারে সরকার শিবির থেকে। খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, জাতিগত শংসাপত্র, কৃষকবন্ধু, শিক্ষাশ্রী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ছাড়াও আরও নানা প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারবেন উপভোক্তারা। এবারই প্রথমবার মেধাশ্রী স্কলারশিপ প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে। রাজ্যের ওবিসি পড়ুয়াদের বছরে ৮০০ টাকা ভাতা দেওয়া হবে মেধাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে। মেধাশ্রী প্রকল্পের আবেদন অনলাইনেই করা যাচ্ছে। তবে কেউ চাইলেই দুয়ারে সরকার শিবিরে আবেদন করতে পারবেন।

মৃত ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে জাতীয় সড়ক পারাপার করার সময় ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। শনিবার গঙ্গারামপুর থানার ঠ্যাঙ্গাপাড়ায় ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিসা চলাকালীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম বিমল মহন্ত (৫৪)। গঙ্গারামপুর থানার কোরিয়াল এলাকার বাসিন্দা ছিলেন । জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো এদিন সকালে সাইকেল নিয়ে ঠ্যাঙ্গাপাড়ায় বাজার করতে গিয়েছিলেন। সে সময় ৫১২ নম্বর জাতীয় সাক পারাপার হতে গেলে বুনিয়াদপুরগামী একটি ট্র্যাক্টর তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন তিনি। স্থানীয় ও পথচলতি মানুষজন ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি নিয়ে যান গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে । সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ১৬_২০২২-২৩, তারিখ ৩০.০৩.২০২৩। ডেপুটি চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার (ইঞ্জি), পশ্চিম শক্তি ইউনিট, হাওড়া ডিভিশন, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিম্নোক্ত বিষয়ে, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নির্ধারিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য সেলের সরকার অনিবন্ধিত সংস্থার রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ কাজে অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্ন-লিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। কাজের বিবরণ ঃ সিপিএম/জিএসইউ/হাওড়ার অধীনে এসএমই/ওয়ার্কস/ডানকুনি শাখার পিএফ শেড, জলের বুথ, বেঞ্চ, টয়লেট ইত্যাদির মতো প্রাথমিক সুবিধা উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা সহ গ্রেড্রোমে আপ এইচবিসি এবং আপ লুপ লাইনের মধ্যে পিএফ-এর ব্যবস্থা। আনুমানিক ব্যয় ঃ ৬,১২,৯৭,৭০৫.৭৭ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ৪,৫৬,৫০০ টাকা। টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ ০.০০। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ অ্যাকসেপ্টান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১০ (দশ) মাস। টেন্ডার আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/অর্ধছুটি ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না যেহেতু অটোমেটিক্যালি ওয়েব সাইটে আবেদনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে জমা করা কোনও অফার অনুমোদন করা হবে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৬.০৪.২০২৩-এ দুপুর ৩টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইন অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিপি পেমেন্ট-ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য জমা, কেন্দ্রীয়ভাবে নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। দ্রষ্টব্য ঃ অইআরইটিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আমন্ত্রণ করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে নিরাপত্তা ডিপোজিট রিসিপ্ট (এসডিআর) গ্রাহ্য হবে না। মানুষ্যবল অফার অনুমোদন করা হবে না।

(HWH-481/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বাবা মনোহর দাসের মহোৎসবকে কেন্দ্র করে মেতে উঠছে সোনামুখী

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১ এপ্রিল ঃ শ্রী শ্রী বাবা মনোহর দাসের মহোৎসবকে কেন্দ্র করে মেতে উঠেছেন সোনামুখী পৌরশহর । কথায় বলে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ কিন্তু বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন পৌরশহর সোনামুখীতে বারো মাসে আঠারো পার্বণ । কালী কার্ত্তিক পূজোর পাশাপাশি সোনামুখীর একটি ঐতিহ্য বাহী উৎসব হল শ্রী শ্রী বাবা মনোহর দাসের মহোৎসব যার চলতি নাম মচ্ছব । মার্চ মাসের ৩০ তারিখ শুরু হয়েছে এই মহোৎসব শেষ হবে ১ এপ্রিল । এই তিনদিন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় । বসন্তের দোল উৎসব যেতে না যেতেই সোনামুখীর আপামর জনসাধারণ মেতে উঠেছেন বাবা মনোহর দাসের মহোসবে । এই মহোসবকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার সাধারণ ভক্তের পাশাপাশি, সাধু সন্ন্যাসী এবং বহু বাউল শিল্পীর আগমন ঘটে । বাবা মনোহর ধামের পাশাপাশি বহু আখড়া যেমন শ্যাম আখড়া, বড় আখড়া , দাস আখড়া, ছোটো আখড়া , সাঁই আখড়া গুলোতেও মানুষের ঢল নামে । তবে শুধুমাত্র সোনামুখী পৌরশহর নয় বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষ এই মহোৎসবে অংশগ্রহণ করেন । তাই সোনামুখীর আর এক নাম গুপ্ত বৃন্দাবন । এই উৎসবকে কেন্দ্র করে এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাস উন্মাদনা থাকে চোখে পড়ার মতো । এই তিন দিন ধরে বিভিন্ন আখড়া গুলিতে সাধু ও নরনারায়ণ সেবা হয়ে থাকে । কথিত আছে বাবা মনোহর দাসের মন্দিরে মানত করলে সেই মনস্কামনা বিফলে যায় না । তই দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা ভিড় জমান তাদের মনস্কামনা পূরণের জন্য । আর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বসে যায় ছোটখাট মেলা । সবমিলিয়ে এই মহোৎসবকে কেন্দ্র করে তিনদিন আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে সোনামুখীবাসী । বাবা মনোহর দাস জিও সেবা মন্ডল ট্রাস্টের সেক্রেটারি নবকুমার হ্যাশ জানান, ৩৮৫ বছরের পুরনো বাবা মনোহর দাসের এই মহোৎসব । শুধুমাত্র বাঁকুড়া জেলায় নয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও ভক্তরা এই মহোৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকেন বলে জানান তিনি ।

মানসিক অবসাদের গ্রাসে সুকন্যা, বাড়িতে ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১ এপ্রিল ঃ দীর্ঘদিন ধরে বাবা অনুব্রত মন্ডল গ্রেফাতার। দিল্লিতে বারবার তলব করা হচ্ছে মেয়ে সুকন্যাকেও। এসবের কারণেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে অনুব্রত তনয়া। এদিন বিকারগ্রস্থ নাকি হয়ে বাড়িতে চিৎকার, চেঁচামেচি করেছেন অনুব্রত মন্ডলের মেয়ে সুকন্যা মন্ডল। সূত্র জানিয়েছে, খবর পেয়ে রাতেই বীরভূমের বাড়িতে পৌঁছায় তৃণমূল নেতৃত্ব। গরু পাচার মামলায় অনুব্রত মন্ডলকে আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর এখন ঠিকানা দিল্লির তিহাড় জেল। তার মেয়ে সুকন্যা মন্ডলকেও হাজিরা দিতে হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ডাকে। এ সমস্ত কারণেই নাকি মাঝেই বাড়িতে মানসিক অবসাদের জেরে চিৎকার চেঁচামেচি করেছে সুকন্যার। সূত্রের খবর, শুক্রবার রাত ৯ টা নাগাদ হঠাৎই বাড়িতে চিৎকার শুরু করেন সুকন্যা। বাড়ির কিছু জিনিসও ভাঙচুর করে বলে খবর। এরপরই, ঘটনা জানাজানি হতে বাড়িতে পৌঁছায় তৃণমূল নেতৃত্ব। বাড়িতে যান মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহও। সকলে মিলে বুঝিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে। সূত্রের খবর, অস্থিরতার সময়েই নাকি তার বাবার পাশে কেউ নেই বলেও আক্ষেপ প্রকাশ করেন সুকন্যা। যদিও নেতৃত্বের কেউ এই বিষয়ে মুখ খুলতে রাজি নন। তবে জামিন পাননি অনুব্রত। আপাততত তিহাড়েই থাকতে হবে কেষ্টকে। দিল্লি হাইকোর্টে স্বস্তি মিলল না অনুব্রত মণ্ডলের। অনুব্রতর জামিনের মামলার ২৯ এপ্রিল শুনানি ছিল দিল্লি হাইকোর্টে। কিন্তু সেই শুনানি মুলতবি হয়ে যায়। দিল্লি হাইকোর্টে অনুব্রতর জামিন মামলার পরবর্তী শুনানি ২৭ জুলাই। ফলে জামিনের অপেক্ষায় আরও ৪ মাস তিহাড় জেলেই থাকতে হবে অনুব্রত মণ্ডলকে। প্রসঙ্গত, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরটের করা মামলায় অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লির রাউজ এভিনিউ আদালতে হাজির করানোর জন্য প্রায় দুই মাসের বেশি সময় ধরে অনেক রকম আইনি জটিলতা লক্ষ্য করা যায়। যার জন্য কলকাতা ও দিল্লি হাইকোর্টেও মামলা গড়িয়েছে। যদিও অনুব্রত মণ্ডল জেলে যাওয়ার পর বীরভূমে তৃণমূলের কী হবে তা নিয়ে রাজনৈতির জল্পনা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেল যাওয়ার পর তাঁকে সাসপেন্ড করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু কেষ্টর ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে একেবার উল্টো। অনুব্রত মণ্ডলকে দল সাসপেন্ড করেনি। বরং এবারও পঞ্চায়েত ভোটে অনুব্রতর উপরই আস্থা রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈদ্যুতিক তারে আগুন, বাজারে আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১ এপ্রিল ঃ কোচবিহারের বড়বাজারের নিউ মার্কেটে বিদ্যুতের তারের আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো বাজার সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় দোকানদার দুলাল কর্মকার বলেন, সকাল ১১ টার সময় দোকানে এসে দেখি তারে আগুন জ্বলছে এরপর ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টে খবর দিই তারা একবার এসে দেখে যায়। মাঝে মাঝে আগুন লাগে সেখানে আমরা আতঙ্ককে রয়েছি এমন হলে খরিদ্দারও কম আসে।

Government of West Bengal
Office of the Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. no	Tender Reference No	Tender ID	Tender Sl. No.	Last Date of Submission	Date of Opening
1	EO/SNK/eNIT-93/2022-23	2023_ZPHD_502152	01 to 13	01/04/2023	08/04/2023
2	EO/SNK/eNIT-82/2022-23 (2 nd Call)	2023_ZPHD_502394	01	01/04/2023	08/04/2023

Intending bidders are requested to visit the website http://wbtenders.gov.in for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah

পশ্চিমবঙ্গ আশা স্বাস্থ্য কর্মী ইউনিয়ন তৃতীয় সম্মেলনে ন্যূনতম মজুরির দাবি তুলেছে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল ঃ আশা কর্মীদের পঞ্চায়েত ও বিধানসভা নির্বাচনে কাজে লাগানো হলেও তাদের সঠিক প্রাপ্য দেওয়া হয়নি! এমনই অভিযোগ তুললেন পশ্চিমবঙ্গ আশা স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের সদস্যরা। জলপাইগুড়ি সদর ব্লক তৃতীয় সম্মেলনে এসে এই অভিযোগ করেন তারা। শনিবার সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা দপ্তরে। রানু চৌধুরি ও শাহনাজ সরকার মঞ্চে আয়োজিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শতাধিক আশা কর্মী। পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের নেত্রী সরস্বতী বিশ্বাস। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সিআইটিইউ নেতা পীযূষ মিশ্র। তিনি আশা কর্মীদের সার্বিক সমস্যা ও আশা স্বাস্থ্য কর্মীদের আন্দোলনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। বলেন, দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আশা কর্মীরা তাদের মর্যাদা আদায় করতে পেরেছে। কিন্তু এখনও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স

হার মানলেন পাথারকান্দির বুবরিঘাটে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত কলেজছাত্র

পাথারকান্দি (অসম), ১ এপ্রিল ঃ গত বুধবার সন্ধে প্রায় সাড়ে সাতটা নাগাদ পাথারকান্দির বুবরিঘাট চা বাগানের কালাপুল এলাকায় সংঘটিত বাইক অল্টো সংঘর্ষে একজনের অকুস্থলে মৃত্যুর পাশাপাশি আরেকজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। আজ শনিবার ভোররাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কাছে হার মেনে প্রয়াত হয়েছেন তিনি। প্রয়াত কলেজছাত্রটি বুবরিঘাট বাগানের জনৈক রতন তেলেঙ্গার ১৯ বছরের ছেলে মঙ্গল তেলেঙ্গা। প্রসঙ্গত, গত ২৯ মার্চ করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি থানাধীন বুবরিঘাটে মোটর বাইক ও অল্টোর মুখোমুখি সংঘর্ষে কুশ তেলেঙ্গার পুত্র পূরণ তেলেঙ্গা (২৮)র মৃত্যু হয়েছিল। একই ঘটনায় অপর বাইক আরোহী মঙ্গল তেলেঙ্গা গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল পাথারকান্দির বুবরিঘাট চা বাগানের কালাপুল এলাকায়। ওই দিন সন্ধ্যারাতে পূরণ তেলেঙ্গা নিজের মোটর বাইক নিয়ে পাথারকান্দিতে আসার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। বাইকের পেছনে আরোহী ছিলেন ওই বাগানের রতন তেলেঙ্গার কলেজ পড়ুয়া পুত্র মঙ্গল তেলেঙ্গা। তাদের বাইকটি কালাপুল এলাকায় পৌঁছলে পাথারকান্দি থেকে টিলাবাড়ি অভিমুখী এএস ১০ বি ০২৯৬ নম্বরের একটি দ্রুতগামী অল্টো অর্তকিতে বাইকটিকে ধাক্কা দেয়। প্রচণ্ড ধাক্কায় বাইকের চালক সহ আরোহী সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয়রা এগিয়ে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে পাথারকান্দি সামূহিক হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু কর্তব্যপরত চিকিৎসক পূরণকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পাশাপাশি আহত মঙ্গলের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন ডাক্তার। জানা গেছে, মৃত চা শ্রমিক পূরণের স্ত্রী সহ মাত্র ২১ দিনের একটি শিশুপুত্র রয়েছে। দুর্ঘটনার পর ঘাতক অল্টো গাড়ি ফেলে গা ঢাকা দিয়েছিল চালক। জানা গেছে, আজ শনিবার মঙ্গল তেলেঙ্গার মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে সমঝে দিয়েছে পুলিশ। এদিকে দুর্ঘটনায় একই এলাকার দুই যুবকের মৃত্যুতে গভীর শোক ছড়িয়ে পড়েছে বুবরিঘাট বাগানে। শোকে মর্মাহত প্রায় আট শতাধিক শ্রমিক ও বাগান পঞ্চায়েতের পদাধিকারীরা এক দিবসীয় কর্মবিরতি পালন করেন। পাশাপাশি তাঁরে দুই মৃতের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য পাইয়ে দিতে পাথারকান্দির সার্কল অফিসার, বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল সহ জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। আজকের কর্মবিরতি কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয়হরি সালিয়া, মঙ্গল সালিয়া, সত্যনন্দ বাউরি, রঞ্জিত কোহার, বি তন্তুবাই, জগন্নাথ সালিয়া, এম সালিয়া, সোনামালি কন্দ, সিতনা তেলেঙ্গা, বিকি পাণ্ডে গুড্ডু তেওয়ারি প্রমুখ বিশিষ্টজন।

যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, পুলিশের দাবি দুর্ঘটনা, পরিবারের সন্দেহ খুন

আমবাসা(ত্রিপুরা), ১ এপ্রিল ঃ বাবামার থেকে আলাদা থাকেন অজয় কন্দ(২৫)। তবে, সম্প্রতি স্ত্রী

বাড়িতে না থাকায় কয়েকদিন ধরে রাতের আহার বাবামার সাথেই সারেন। কিন্তু, শুক্রবার রাতে রাতের আহার সেরে বাড়ি ফেরা হয়নি তাঁর। আজ সকালে তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের দাবি, দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু, মৃতের পরিবারের সন্দেহ তাঁকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কমলপুর থানাধীন মায়াছড়ি নতুন বাগান হটাৎ কলোনী এলাকায় তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতের বাবা অনিল কন্দ জানিয়েছেন, অন্যান্য দিনের মতোই শুক্রবার রাতেও খাবার সেরে দশটা নাগাদ টিআর০৪সি৬৪৫৯ নম্বরের বাইকে চেপে নিজ বাড়িতে চলে গিয়েছিল অজয়। তাঁর সাথে অপর একজন ব্যক্তিও ছিলেন। দুজনেই একসাথে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু, শনিবার সকালে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছি। তিনি জানান, রাস্তার পাশে ঢালু জমিতে বাইকের সাথেই পড়ে ছিল অজয়ের রক্তাক্ত দেহ। ওই খবর পেয়ে পুলিশও ছুটে এসেছে। তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। তিনি বলেন, অজয়ের সাথে আরও একজন ব্যক্তি ছিলেন। ওই ব্যক্তি বর্তমানে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অথচ, তাঁর ছেলের মৃত্যু হয়েছে খবর তিনি সকালে পেয়েছেন। ঘটনার পর বিষয়টি তাঁদের কেন জানানো হয়নি, প্রশ্ন তুলেন মৃতের বাবা। এই যুক্তিতে তাঁর সন্দেহ, অজয়ের মৃত্যু দুর্ঘটনায় নয়, তাঁকে খুন করা হয়েছে। এদিকে, দুর্ঘটনায় অজয়ের মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ দাবি করেছে। কারণ, তাঁর সাথে থাকা বাইক আরোহী বর্তমানে আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে, পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতের বাবার অভিযোগ মূলে খুনের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পঞ্জাবের মান সরকার আইনশৃঙ্খলার সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যর্থ ঃ শেখাওয়াত

চণ্ডীগড়, ১ এপ্রিল ঃ পঞ্জাবের ভগবন্ত মান সরকারকে আইনশৃঙ্খলার সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যর্থতার অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। তিনি বলেন, আজ পঞ্জাবের পরিবেশ সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পঞ্জাব বিজেপির নির্বাচনী ইনচার্জ শেখাওয়াত শনিবার চণ্ডীগড়ে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এদিন জলন্ধরের প্রাক্তন ডিসিপি রাজীন্দ্র সিং দলে যোগ দেন। এছাড়াও পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের আইনজীবী সন্তোখ উইন্ডার সিং নাভা সহ বহু বুদ্ধিজীবীও বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। শেখাওয়াত রাজ্যের ভগবন্ত মান সরকারকে দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অনভিজ্ঞ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, পঞ্জাব একটি সীমান্ত রাজ্য। কিছু লোক পঞ্জাবে সন্ত্রাসের খারাপ অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। পঞ্জাব সরকার আইনশৃঙ্খলার সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। শেখাওয়াত বলেন, জলন্ধর লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি জোরালোভাবে অংশগ্রহণ করবে। এজন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে দল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি অশ্বনি শর্মা এবং উত্তরপশ্চিম দিল্লির সাংসদ হংসরাজ হংস সহ বহু নেতা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টর্নেডোর তাণ্ডবে নিহত অন্তত ৪, আহত বহু

ওয়াশিংটন, ১ এপ্রিল ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরকানসর লিটল রক ও আশপাশের শহরগুলোতে শক্তিশালী টর্নেডোর আঘাতে অন্তত চারজন নিহত ও বহু আহত হয়েছেন। শুক্রবার দেশটির মধ্যাঞ্চলের বিশাল এলাকাজুড়ে বেশ কয়েকটি প্রবল টর্নেডো বয়ে যায়, ছয়টি অঙ্গরাজ্য থেকে ৪৩টি প্রাথমিক টর্নেডোর খবর পাওয়া গেছে বলে সিএনএন জানিয়েছে। ইলিনয়তে ১৬টি, আরকানসতে ১২টি, আইওয়াতে ৮, উইসকনসিনে ৩, টেনেসিতে ২ এবং মিসিসিপিতে ২টি টর্নেডোর উৎপত্তি হয়েছিল বলে জানিয়েছে তারা। আরকানসর উইনে একটি টর্নেডো আঘাত হানার পর সেখানে অন্তত দুইজনের মৃত্যু হয় বলে সেইংট ফ্রান্সিস কাউন্টির ময়নাতদন্তকারী কর্মকর্তা সিএনএনকে নিশ্চিত করেছেন। এর আগে অঙ্গরাজ্যটির নর্থ লিটল রক থেকে আরও একজনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, লিটল রক এলাকায় টর্নেডোর আঘাতে আরও অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন আর উইনে অনেক মানুষ নিজেদের বাড়িতে আটকা পড়েছেন। ইলিনয়ের বেলভিডিয়ারে একটি নাট্যশালার ছাদ ধসে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে বিবিসি জানিয়েছে। একজন শেরিফ জানিয়েছেন, ইলিনয়ের শেরমানে বহু ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লিটল রক, উইন ও আশপাশের শহরগুলোর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভবনের ছাদ ও দেওয়াল ভেঙে, গাড়ি উল্টে পড়ে, গাছ পড়ে ও বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে বহু মানুষ আহত হয়েছেন। খারাপ আবহাওয়ার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে প্রায় তিন লাখ গ্রাহক বিদ্যুত্বিহীন হয়ে পড়েছেন।

শনিবার মিজোরাম আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

আইজল, ১ এপ্রিল ঃ একদিনের সফরে আজ শনিবার মিজোরাম আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এখানে ২,৪১৫ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাসের পাশাপাশি আইজলে উদ্বোধন করবেন আসাম রাইফেলস ব্যাটালিয়ন কমপ্লেক্স। সরকারি সূত্রের খবর, আজ বেলা একটায় আইজলে তৈরি হ্যালিপ্যাডে তাঁর কপ্টার অবতরণের কথা। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন এখানে পৌঁছতে কিছুটা বিলম্ব হতে পারে, মনে করছে সূত্রটি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজ ছয়টির মধ্যে একটি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং পাঁচটির শিলান্যাস করবেন। এর মধ্যে উদ্বোধন করবেন আইজল থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার পূর্বে জোখাওসাঙে আসাম রাইফেলস সদর দফতর কমপ্লেক্সের। আসাম রাইফেলস এর কমপ্লেক্সটি মায়ানমারের সাথে মিজোরামের ৫১০ কিলোমিটার সীমান্ত প্রহরার নিয়োজিত। আইজলে দুটি ঘাঁটি যথাক্রমে জোদিন এবং খাটলায় আসাম রাইফেলসের ঘাঁটি রয়েছে। জোডিনের ব্যাটালিযন সদর দফতর জোখাওসাঙে স্থানান্তরিত করা হবে। এছাড়া, প্রায় ৭৮১.৮৫ কোটি টাকার জোরিনপুইলংমাসু ৫০২এ জাতীয় সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর, আইজল বাইপাস নির্মাণ (প্যাকেজ ১), ৩২৯.৭০ কোটি টাকা ব্যায় সাপেক্ষে ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক, ৭২০.৭২ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে আইজল বাইপাস (প্যাকেজ ৩) এবং এবং ১৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে লালডেঙ্গা কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আজ শিলান্যাস করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন ভারতের দক্ষতা ঃ প্রধানমন্ত্রী

ভোপাল, ১ এপ্রিল ঃ ভোপাল নতুন দিল্লি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার বিকেলে ভোপালের রাণী কমলাপতি স্টেশন থেকে ভোপাল নতুন দিল্লি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসেরও যাত্রা সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। এটি হল ভারতের ১১তম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। এদিন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন ভারতের দক্ষতা, সম্ভাবনা এবং আস্থা প্রদর্শন করে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, পূর্ববর্তী সরকারগুলি জনসাধারণের তোষণে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু এই সরকার জনগণের চাহিদা ও আকাঙ্খা পূরণে নিবেদিত। তিনি বলেছেন, বন্দে ভারত ট্রেন প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত, পরিস্কার এবং সময়মত। টিকিট কালোবাজারি করার কোনও উদাহরণ নেই। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

অরুণাচলে দুই ব্যক্তির ২০ বছরের কারাদণ্ড

ইটানগর, ১ এপ্রিল ঃ অরুণাচল প্রদেশে 'দ্য প্রটেকশন অব চিল্ড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেনসেস অ্যাক্ট' বা পোকসো আইনের ধারা বলে দুই ব্যক্তিকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের লোয়ার সুবনসিরি জেলার বিশেষ পোকসো আদালতের বিচারপতি জাওযেপলু চাই সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে দুই জন যথাক্রমে গোদাক তামিন এবং গোদাক সাপ্পিকেকে এই সাজা দিয়েছেন। পোকসো আইনের ধারা ৬এর অধীনে জনৈক কিশোরীকে ধর্ষণের জন্য গোদাক তামিনকে দোষী সাব্যস্ত করা হযেছিল। এছাড়া গোদাক সাপ্পিকে এই আইনের ১৭ ধারার অধীনে অপরাধে সহায়তা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিল আদালত।

নাহরলগুন ও ওখার মধ্যে ১৮ ট্রিপ সামার স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ০১ এপ্রিল ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নাহরলগুন ও ওখার মধ্যে উভয় দিক থেকে নয়টি ট্রিপ করে সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৯৫২৫নং (ওখানাহরলগুন স্পেশাল) ট্রেনটি ০২ মে থেকে ২৭ জুন, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক মঙ্গলবার ২২.০০ ঘণ্টায় ওখা থেকে রওনা দিয়ে ০৫ মে থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার ১৬.০০ ঘণ্টায় নাহরলগুন পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ০৯৫২৬নং (নাহরলগুন ওখা স্পেশাল) ট্রেনটি ০৬ মে থেকে ০১ জুলাই, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার ১০.০০ ঘণ্টায় নাহরলগুন থেকে রওনা দিয়ে ০৯ মে থেকে ০৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক মঙ্গলবার ০৩.৩৫ ঘণ্টায় ওখা পৌঁছবে। উভয় দিক থেকে যাত্রা করার সময় এই স্পেশাল ট্রেনটি রাঙাপাড়া নর্থ, রঙিয়া, কোকরাঝাড়, নিউ জলপাইগুড়ি, বারাউণী, ছাপরা, বারাণসী, প্রয়াগরাজ, গোয়ালিয়র, উজ্জয়ন, গোধরা, আহমেদাবাদ, রাজকোট স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। এই রুটের অন্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। এই স্পেশাল ট্রেনটিতে এসি ২টিয়ার, এসি ৩টিয়ার, স্লিপার ক্লাস ও জেনারেল সিটিং কোচ সহ মোট ২৪টি কোচ থাকবে। অসমের ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পার থেকে এক বৃহৎ অঞ্চলের পাশাপাশি অরুণাচল প্রদেশ ও অন্যান্য রাজ্যের মানুষ এই ট্রেনের পরিষেবা গ্রহণ করে পশ্চিম ভারতের দিকে ভ্রমণ করতে সক্ষম হবেন। এই ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ট্রেনের বাতিলকরণ-দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ট্রেন নং. ০২৫৪৭০২৫৪৮ (দার্জিলিংঘুম দার্জিলিং) স্পেশাল ডিজেল জয়রাইড, ট্রেন নং. ৫২৫৯৪৫২৫৯৬ (দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং) স্টিম জয়রাইড এবং ট্রেন নং. ৫২৫৯১৫২৫৯৭ (দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং) ডিজেল জয়রাইড ০৩ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে।সংশোধিত সময়-এছাড়াও, ২২৩০১২২৩০২ (হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া) বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সময় ১০ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ থেকে বারসোই জংশনে সংশোধন করা হয়েছে। ২২৩০১নং (হাওড়ানিউ জলপাইগুড়ি) বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি বারসোই জংশনে ১১.৩৮ ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং ১১.৪০ ঘণ্টায় রওনা দিবে। ২২৩০২নং (নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া) বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি বারসোই জংশনে ১৬.৩৩ ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং ১৬.৩৫ ঘণ্টায় রওনা দিবে।

ভারতে আসছেন নামগিয়েল ওয়াংচুক, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল ঃ কিছুদিন আগেই ডোকালাম নিয়ে ভুটানের উপর চিন চাপ সৃষ্টি করছে বলে শোনা যাচ্ছিল। এর মাঝে শনিবার জানা গেল আগামী সোমবার তিনদিনের সরকারি সফরে ভারতে আসছেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসর নামগিয়েল ওয়াংচুক। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, আগামী ৩ থেকে ৫ এপ্রিল সরকারি সফরে ভারতে আসছেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসর নামগিয়েল ওয়াংচুক। এখানে এসে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি অধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁর। ভুটানের রাজার সঙ্গে এই সফরে আসছেন সেই দেশের পররাষ্ট্র বিষয়ক ও বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী ডাঃ টান্ডি দোর্জি এবং রয়্যাল গর্ভনমেঃ ট অফ ভুটানের বিভিন্ন সিনিয়র আধিকারিকরা।

উত্তরপূর্ব রেলওয়েতে ক্রমাগত নিবিড় টিকিট চেকিং অভিযান

গোরখপুর, ০১ এপ্রিল ঃ শ্রী চন্দ্র বীর রমন, মহাব্যবস্থাপক, উত্তর পূর্ব রেলের নেতৃত্বে এবং দক্ষ নির্দেশনায়, সমগ্র উত্তরপূর্ব রেলওয়েতে ক্রমাগত নিবিড় টিকিট চেকিং অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ, ২০২২-২৩ সালে, টিকিট ছাড়া ভ্রমণ, অনিয়মিত টিকিটে ভ্রমণ বা বুক না করা লাগেজ নিয়ে ভ্রমণের ১৮.৫ লক্ষ ঘটনা ধরা পড়ে, যেখান থেকে রেলওয়ের ১৩০ কোটি টাকা রাজস্ব উদ্ধার করা হয়েছিল, যা গতবার একই জিনিস থেকে অর্জিত হয়েছিল। বছরে ১০৫ কোটি টাকার তুলনায় ২৫ শতাংশ এবং রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক ১১৬.০২ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১২ শতাংশ বেশি, যা একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন এবং রেকর্ড। টিকিট চেকিংয়ের এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, বিভিন্ন স্টেশন এবং ট্রেনের ভিত্তিতে সারপ্রাইজ টিকিট চেকিং ক্যাম্পেইন সংগঠিত করা হয়েছিল এবং টিকিট চেকিং কর্মীদের নিশ্চিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল যাতে কর্মচারীরা তাদের বোঝাপড়া এবং অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়েছিল। লখনউ বিভাগের টিকিট চেকিং কর্মীরা এই লক্ষ্য অর্জনে একটি বিশেষ অবদান রেখেছেন, যার মধ্যে মোবাইল টিকেট পরিদর্শক শ্রী রিজওয়ানুল্লাহ এবং জগপ্রীত সিং ২ কোটি টাকারও বেশি রেলওয়ের রাজস্ব উদ্ধার করেছেন। এছাড়াও, নিবিড় টিকিট চেকিংয়ে, প্রধান রানিং টিকেট ইন্সপেক্টর মিঃ বসন্ত হোরো, মিঃ রাজেশ কুমার শ্রীবাস্তব, মিঃ রোহিত সচদেবা, রানিং টিকেট ইন্সপেক্টর ডঃ অজয় সিং, মিঃ বিবেক কুমার সিং, মিঃ আরএইচ আনসারি, মিসেস। পূজা, শ্রী পবন কুমার যাদব এবং টিকিট চেকিং পরীক্ষক জনাব অখিলেশ কুমার সিং ১ কোটি টাকারও বেশি উদ্ধার করেছেন। শ্রী রাম মিলন প্রসাদ, ইজ্জতনগর বিভাগের চিফ রানিং টিকিট ইন্সপেক্টর, একজন কর্মচারী যিনি টিকিট চেকিং কার্যকলাপ থেকে ১ কোটি টাকারও বেশি রেলওয়ে আয় করেন। শ্রী চন্দ্র বীর রমন, মহাব্যবস্থাপক, উত্তর পূর্ব রেলওয়ের টিকিট চেকিং থেকে অর্জিত আয়ের উপর খুশি প্রকাশ করে, টিকিট চেকিং কর্মীদের ৫০,০০০-টাকার সম্মিলিত পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের টিকিট চেকিং অভিযান নিয়মিত চালানো হবে।

রসনা

নারকেলের পায়েস থেকে নরম পাকের কালাকাঁদ, বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন

চৈত্র মাসে নবমী তিথিতে উদযাপন করা হয় রাম নবমী উৎসব। কথিত আছে এদিনই অযোধ্যায় রামের জন্ম

হয়। দেশজুড়ে পালিত হয় রামনবমী। এই তিথি আপনিও বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারেন রামের প্রিয় কিছু খাবার। সুজির হালুয়া সুজির হালুয়া রামের খুব প্রিয়। তাই খুব সহজে বাড়িতেই এটি বানিয়ে ফেলতে পারেন। প্রথমে কড়াইতে ঘি দিয়ে সুজি ভাল করে ভেজে নিন। ভাজা হয়ে গেলে তার মধ্যেই দুধ দিন। এবার তার মধ্যে একে একে বেশ কিছু ড্রাই ফ্রুটস, কেশর আর পরিমাণমতো চিনি মিশিয়ে নিন। সব একসঙ্গে ভাল ভাবে মিশে গেলে ওভেন থেকে নামিয়ে নিন। ২০ মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে সুজির হালুয়া।কালাকাঁদ প্রথমে কড়াইতে জল ঝরানো ছানা, গুঁড়ো দুধ, এলাচ গুঁড়ো, দুধ সব একসঙ্গে দিয়ে ভাল করে পাক দিয়ে নিন। ওর মধ্যে পেস্তা, আমন্ড আর কাজুগুঁড়ো মিশিয়ে নিন। ২০ মিনিট মতো মিশ্রণটি পাক দিন। এবার একটা বড় থালায় ঘি বা মাখন মাখিয়ে নিন। ওখানে ছানার মিশ্রণ ছড়িয়ে ছুরি দিয়ে কেটে নিন। ফ্রিজে রাখুন ২ ঘন্টা। তৈরি আপনার কালাকাঁদ। সাজানোর জন্য কালাকাঁদের উপর কিশমিশ দিতে পারেন।নারকেলের পায়েস প্রথমে কম আঁচে ২৫ মিনিট ধরে দুধ ফোটান। লক্ষ্য রাখুন দুধ যেন ঘন হয়ে আসে। এরপর ঘন দুধে ৪ চামচ কনডেন্স মিল্ক দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন। আঁচ যেন কম থাকে। অন্যদিকে একটি প্যানে ঘি বা মাখন গরম করুন। তাতে সুজি দিন। অল্প নাড়াচাড়া করুন। দেখবেন হাল্কা বাদামি রঙের হয়ে যাবে। সুজি আলাদা করে রাখুন। এবার ওই পাত্রেই কোরানো নারকেল, ৫০ গ্রাম সুজি আর পরিমাণমতো চিনি দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। গ্যাস বন্ধ করে ছোট ছোট নাড়ুর আকারে গড়ে নিন। দুধে অল্প অল্প সুজি দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। বন্ধ করার ১ মিনিট আগে নারকেলের নাড়ু ছেড়ে দিন। তৈরি আপনার নারকেলের পায়েস।

গরম ভাতের সাথে খান মুচমুচে পোস্তর বড়া

পোস্তর নাম শুনলেই বাঙালির জিভে জল। নিরামিষের দিনে বাঙালি বাড়িতে পোস্তর কোনও না কোনও পদ হয়েই থাকে। তবে কেবল নিরামিষ রান্নাই নয়, বিভিন্ন আমিষ খাবারের স্বাদ বাড়াতেও পোস্তর জুড়ি মেলা ভার। পোস্তর যে কোনও পদ পাতে পড়লে নিমেষেই সাফ হয়ে যায় এক থালা ভাত। আলু পোস্ত, ঝিঙেআলু পোস্ত, পটল পোস্ত, চিংড়ি পোস্ত, পোস্ত বাটা সবই দারুণ লোভনীয়। আর পাতে যদি পড়ে পোস্তর বড়া, তাহলে তো সোনায় সোহাগা! মুচমুচে পোস্তর বড়ার গন্ধ আর স্বাদে পেটের পাশাপাশি মনও ভরে যায়। খুব কম সময়ের মধ্যে তৈরিও হয়ে যায়। আজ আপনাদের এই পোস্তর বড়া বানানোর রেসিপিই বলব। পোস্ত বড়া তৈরির উপকরণ পরিমাণমতো পোস্ত ২ চামচ চালের গুঁড়ো পেঁয়াজ কুঁচি কাঁচা লঙ্কা কুচি নুন স্বাদমতো ভাজার জন্য সর্ষে তেল পরিমাণমতো জল পোস্ত বড়া তৈরির পদ্ধতি ১) পোস্ত জলে ভিজিয়ে রাখুন আধ ঘণ্টা। এতে পোস্ত ভালো ভাবে বাটা যায়। ২) আধ ঘণ্টা পর পোস্ত ভালো করে বেটে নিন। জল যতটা সম্ভব কম দিয়ে পোস্ত বাটুন। ৩) একটা বাটিতে পোস্ত বাটার সঙ্গে পেঁয়াজ কুঁচি, কাঁচা লঙ্কা কুঁচি, চালের গুঁড়ো আর পরিমাণ মতো নুন দিয়ে মাখিয়ে নিন। ৪) কড়াইতে তেল গরম করতে দিন। পোস্ত বাটার মিশ্রণ থেকে অল্প অল্প নিয়ে হাতের সাহায্যে গোল করে চ্যাপ্টা করে নিতে হবে। ৫) গরম তেলে উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নিন সবকটা বড়া। লালচে করে ভাজতে হবে। ৬) গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন মুচমুচে পোস্ত বড়া।

রান্নার আগে ম্যারিনেশন করার অভ্যাস? এই ভুলগুলি কখনও করবেন না

রান্না ভাল হয় রাঁধুনির গুণে। ভাল রাঁধুনি আবার মাছ, মাংস কিংবা পনির রান্নার ক্ষেত্রে অনেকে ম্যারিনেশনের উপর ভরসা রাখেন। সঠিকভাবে, সঠিক সময় ধরে কোনও খাবার ম্যারিনেশন করলে নাকি তাঁর স্বাদ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। তবে ম্যারিনেশন করার সময় কয়েকটি ভুল করা একেবারেই কাম্য নয়।সাধারণত মশলা দিয়েই ম্যারিনেশন করা হয়। আর রান্না যদি তন্দুর জাতীয় হয় তাহলে তাতে জল একেবারেই দেওয়া উচিত নয়। বরং ম্যারিনেশনে যদি দই ব্যবহার করা হয় তাহলে তা একটু জল ঝরিয়ে নিয়েই ব্যবহার করা উচিত। মাংস যে সময় ধরে ম্যারিনেশন করবেন, মাছ মশলা মাখিয়ে অতটা সময় রাখবেন না। কারণ মাছের ম্যারিনেশন হতে খুব বেশি সময় লাগে না। এর জন্য ঘণ্টা খানেকই যথেষ্ট।ম্যারিনেশনের সময় মাছ, মাংস কিংবা পনিরে বেশি নুন দেওয়া উচিত নয়। কারণ রান্নার সময় আপনি অনায়াসে তা দিতে পারবেন এবং তা ঠিকঠাক হয়েছে কিনা চেখে দেখারও সুযোগ পাবেন। বরং কাঁচা থাকাকালীন নুন বেশি হলে তা আর পরে ঠিক করতে গেলে রান্নার স্বাদ খারাপ হতে পারে। মাছ কিংবা মাংস ম্যারিনেশন করা হয়ে গেলে গরমে রেখে দেবেন না। তাতে ক্ষতি হতে পারে। বরং এই ধরনের খাবার ফ্রিজে রাখা উচিত। তাহলেই তাজা থাকবে। আর মাছ, মাংস, পনিরে মশলা মাখানোর সময় কাচের বাসন ব্যবহার করাই ভাল।

অল্প মশলা দিয়েই সুস্বাদু লাউ চিংড়ি! কি করে বানাবেন

লাউ বেশিরভাগ মানুষেরই খুব অপছন্দের সবজি! তবে খেতে ভালো না লাগলেও লাউয়ের পুষ্টিগুণের কথা কিন্তু সকলেই জানেন। স্বাস্থ্যকর সবজির তালিকায় একবারে প্রথমের দিকেই রয়েছে লাউয়ের স্থান। হরেক গুণে ভরপুর লাউ। সারা বছর বাজারে লাউ পাওয়া গেলেও, গরমে এই সবজির চাহিদা থাকে তুঙ্গে

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিস্তায় তলিয়ে গেল সেনার ট্রাক, জোরকদমে চলছে তল্লাশি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল ঃ শনিবার শিলিগুড়ির সেবক ও তিস্তাবাজারের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিস্তা নদীতে পড়ে গেল সেনার গাড়ি। সেনার তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তিস্তা নদীতে তাদের একটি গাড়ি পড়ে গিয়েছে। সেবক ও তিস্তাবাজারের মাঝে গেইলখোলায় গাড়িটি তিস্তা নদীতে তলিয়ে যায়। গ্যাংটক থেকে সেবকের দিকে আসছিল সেনার ট্রাকটি। গাড়িতে চালক ও সহ-চালক উপস্থিত ছিল। হঠাৎই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিস্তা নদীর দিকে চলে যায়। সহ চালক গাড়ি থেকে লাফিয়ে প্রাণে বাঁচেন। তবে চালক ও ট্রাকটি তিস্তার গর্ভে তলিয়ে যায়। সহ চালককে উদ্ধার করা হয়েছে। আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে তাকে সেনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে সেনার পক্ষ থেকে ডুবুরি নামানো হয়েছে। উদ্ধারকার্যে হাত লাগিয়েছে জেলা প্রশাসন থেকে সাধারন মানুষ। তিস্তা নদীর বিভিন্ন প্রান্ত খুঁজে দেখার চেষ্টা চলেছে। তবে ট্রাক ও চালকের এখনও পর্যন্ত কোন হদিস মেলেনি। সেনার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আহত সহ চালক ও নিখোঁজ চালকের নাম সুরক্ষার স্বার্থে জানানো সম্ভব নয়। অন্যদিকে উদ্ধারকার্যের জন্য ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকছে। বিভিন্ন সময় ওয়ান ওয়ে করে গাড়ি যাতায়াত করলেও দিনের বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকছে। ক্রেনের সাহায্যে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে সেনা। কাজেই ব্যাপক যানজট জাতীয় সড়ক ১০ এ। অধিকাংশ গাড়ি লাভা হয়ে ঘুর পথে কালিম্পং পৌঁছচ্ছে বা শিলিগুড়ি ফিরছে। এদিকে, কলকাতায় এক দুর্ঘটনায় আশঙ্কাজনক ৩ জন। মেটিয়াবুরুজ থেকে হাওড়া আসার সময় একটি মিনিবাস মেয়ো রোডের কাছে উল্টে যায়। বাসটির গেট যেদিকে সেইদিকটি রাস্তায় চাপা পড়ে যায়। ফলে অনেকেই চাপা পড়ে যান। পুলিস এসে বাসের সামনে দিক দিকে ভেতরে ঢুকে আহতদের উদ্ধার করে। ওই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ১৮ জন। তাদের এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বাসটি মেয়ো রোডের কাছে বাঁক নেওয়ার সময় সেটি একটি বাইকের সামনে পড়ে যায়। বাইকটিকে বাঁচাতে গিয়েই সেটি রাস্তার উপরে উল্টে যায়। গুরুতর আহত হয়েছে বাইক চালকও।

বাঁকুড়া জুড়ে শুরু দুয়ার সরকার শিবির, পরিদর্শনে জেলা শাসক

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১ এপ্রিল ঃ আজ থেকে বাঁকুড়ার জেলা জুড়ে শুরু হল দুয়ারে সরকার শিবির। জেলার সমস্ত ব্লকে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে, এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে বলে জেলা শাসক কে রাধিকা আইয়ার জানিয়েছেন। আজ থেকে জেলা জুড়ে ৪১৫৭ টি শিবির পরিচালিত হবে। জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্য ১৮৪১ টি ভ্রাম্যমাণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলার ২২ টি ব্লক ও তিনটি পৌরসভায় আয়োজিত শিবির চলবে ১০ তারিখ পর্যন্ত। এদিন সকালে জেলার ইন্দপুর, রানীবাঁধ এলাকায় শিবির পরিদর্শনে আসেন জেলাশাসক স্বয়ং। এলাকার শবর অধ্যুষিত গ্রামে আয়োজিত শিবিরে তিনি উপস্থিত উপভোক্তাদের সাথে কথা বলেন। এদিকে বার বার দুয়ারে সরকার শিবির করায় কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিজেপি বিধায়ক নিলাদ্রী দানা কটাক্ষ করে বলেন তৃনমূলের আমলে মানুষ সরকারি অফিসে গিয়ে কোন পরিষেবা পায় নি, সেই জনরোষ সামাল দিতেই দুয়ারে সরকার পরিকল্পনা। সেটাও আবার ফলপ্রসূ হয় নি। শিবিরে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ও কাজ হয় নি। এটা আমার কথা নয়, শিবিরে গিয়ে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

প্রয়াত রামকৃষ্ণ মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ দীর্ঘ দিনের লড়াই শেষ। প্রয়াত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে তিনি ভর্তি ছিলেন শিশুমঙ্গল হাসপাতালে। শনিবার সন্ধ্যে ৬ টা ৫০ নাগাদ সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শোকাহত গোটা রামকৃষ্ণ মিশন। প্রয়াত মহারাজের দেহ আনা হবে বেলুড়ে। সেখানে সকাল ৬ টা থেকে ৮টা পর্যন্ত তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবেন শিষ্য, অনুরাগী, ভক্তরা। সকাল ৯ টায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার কথা। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রয়াত ভাইস প্রেসিডেন্টের পূর্বজীবন সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি আদতে পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা ছিলেন। পূর্বজীবনে নাম ছিল বিবেকানন্দ চৌধুরী। তবে রামকৃষ্ণ মিশনে প্রবেশের পর তাঁর নাম বদলে রাখা হয় বরুণ। আর সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি প্রভানন্দজি নামে অধিক পরিচিতি পান। জানা গিয়েছে, বরুণ মহারাজ সাইকোলজি নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচে প্রথম হন তিনি। স্নাতকোত্তর পড়াশোনার সময় থেকে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজের সংস্পর্শে আসেন। তারপর স্বামী প্রেমেশ্বরানন্দজির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হন এবং সেখান থেকেই মিশনের প্রতি আকর্ষণ। মাস্টার ডিগ্রির পর প্রভানন্দজি মহারাজ যোগ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে। অত্যন্ত কৃচ্ছসাধনের জীবন ছিল তাঁর। ভক্ত-অনুরাগী ও অনুজদের প্রতি ছিলেন স্নেহপ্রবণ। মিশনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তিনি সামলেছেন। নরেন্দ্রপুর মিশনের প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্ব ছাড়াও মিশনের সাধারণ সম্পাদকের পদে ছিলেন প্রভানন্দজি মহারাজ। তবে তাঁর এই জীবনের আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, প্রায় নজিরবিহীনভাবে খুব কম বয়সে রামকৃষ্ণ মিশনের অছি পরিষদের ট্রাস্টি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বেশি টাকা না দেওয়ায় রাঙ্গালিবাজনা টোল প্লাজার কর্মীদের বিরুদ্ধে পরিবহনকর্মীকে মারধরের অভিযোগ

রাঙ্গালিবাজনা, ১ এপ্রিল ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার রাঙ্গালিবাজনা টোল প্লাজায় টোল ট্যাক্স ছাড়া আরও অতিরিক্ত টাকা না দেওয়ায় এক পরিবহনকর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল । অভিযোগের তির এশিয়ান হাইওয়ের রাঙ্গালিবাজনার টোল ট্যাক্স প্লাজার কর্মীদের বিরুদ্ধে। শনিবার বেলা ২ টো নাগাদ মারধরের ঘটনাটি ঘটেছে। মারধরে জখম হয়েছেন ট্রাকের খালাসি। ঘটনার পরই বিহার ও ডালখোলা থেকে গুয়াহাটিগামী দু'টি ট্রাক টোল প্লাজাতেই আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন চালক ও সহকারীরা। ফলে যানজট শুরু হয় প্লাজায়। রাঙ্গালিবাজনা সহ আশপাশের পরিবহনকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারাও তাঁদের সঙ্গে বিক্ষোভে যোগ দেন। ওই ঘটনার খবর করতে গিয়ে টোল প্লাজা কর্মীদের হাতে নিগৃহীত হন মাদারিহাটের এক সাংবাদিক। তাঁর মোবাইল ফোনটি কেড়ে নেন টোলপ্লাজার কর্মীরা। পরে অবশ্য মোবাইলটি ফেরত দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় মাদারিহাট থানার পুলিশ। গাড়িচালক ও স্থানীয়রা পুলিশের সামনে টোল ট্যাক্স প্লাজার কর্মীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। পরে ঘটনার মূল অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। নিগৃহীত গাড়িচালকদের অভিযোগ, ওই টোল প্লাজায় প্রায়ই অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়। এদিন দু'টি ট্রাকের চালকদের কাছে নির্ধারিত অঙ্কের টোল ফি ছাড়াও অতিরিক্ত ৪০০ টাকা করে চাওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। যদিও ওই প্লাজার ম্যানেজার মনোজ রাউথ বলেন, 'ওভারলোডিং হলে অতিরিক্ত ফি দিতে হয়। তবে সেজন্য স্লিপও দেওয়া হয়। এদিকে নিগৃহীত ট্রাকচালক ও সহকারীদের অভিযোগ এই টোলপ্লাজায় এর আগেও তাঁদের অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়েছে। অথচ ভারতবর্ষের অন্য কোনও টোল প্লাজায় এভাবে তাঁদের সমস্যার মুখে পড়তে হয় না।

পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ১ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু । শনিবার ধূপগুড়ি ব্লকের ভেমটিয়া এলাকায় ঘরের ভেতরেই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় ওই পড়ুয়ার। খবর পেয়ে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। মৃতের নাম আজাদ আনসারি (১৯)। চলতি বছরেই আজাদ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে, এদিন সকালে সে দরজা না খোলায় পরিবারের সদস্যরা দরজা খুলে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্যে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

আন্ডার পাসের দাবিতে ফের অবরোধ জাতীয় সড়ক ঃ অবরোধ চালিয়ে যেতে বললেন সাংসদ!

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১ এপ্রিল ঃ শনিবার বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের বৈকুণ্ঠপুর,-২ পঞ্চায়েত এলাকায় পাল্লামোরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করলো স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বর্ধমান থানার পুলিশ। অবরোধকারীরা জানিয়েছেন, জাতীয় সড়ক ৬ লেন সম্প্রসারন সময়ে পারাপারের সুবিধার জন্য আন্ডারপাশের প্রয়োজন। স্থানীয়রা বলেন সাংসদ আলুওয়ালিয়া আশ্বাস দিয়েছেন দু দশ মিনিট অবরোধ করার। কারন এই এলাকায়, আন্ডারপাশ না থাকায় বারংবার পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের। এই দাবির বিষয়ে প্রশাসনিক বিভিন্ন স্তরে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। মিনিট ২০ অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে পরে শয়ে শয়ে গাড়ি। তাদের এই অবরোধ যুক্তিসঙ্গত বলে জানিয়েছেন সাংসদ, দাবি স্থানীয়দের। উল্লেখ্য, ১৯ নং জাতীয় সড়ক সম্প্রসারন করে ফোর লেন থেকে সিক্স লেন করা হচ্ছে পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও সুগম করার জন্য। এদিকে বর্ধমান সংলগ্ন জাতীয় সড়কের বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছুদিন ধরেই আন্ডারপাশ করার দাবী জানিয়ে বিক্ষোভ ও অবরোধ জানিয়ে আসছিলেন বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। এগুলির মধ্যে মিরছোবা সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় বিক্ষোভকে সমর্থন জানিয়েছিলেন তৃণমূল নেতৃত্বও। তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ দাবি জানিয়েছিল স্থানীয়দের সুবিধার কথা ভেবে বারংবার জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে তারা আন্ডারপাশের দাবী জানিয়েছিলেন, কিন্তু কর্ণপাত করে নি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। এদিকে জাতীয় সড়কের পরিচালন বোর্ডে রয়েছেন সাংসদ আলুওয়ালিয়া। তাই রাজনৈতিক ভাবেও চাপ বাড়িয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে চাপে রাখতে চাইছিল তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বরা। এবার পাল্টা কৌশল অবলম্বন করলেন বর্ধমান দুর্গাপুরের সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওহলিয়া। শনিবার ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে আন্ডারপাশের দাবি বিক্ষোভ জানিয়ে অবরোধ করেছিল স্থানীয় বাসিন্দারা। শুরু হয়ে যায় যানজট। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান সাংসদ। তিনি নিজে স্থানীয়দের দাবীকে সমর্থন জানিয়ে অবরোধের নির্দেশ দেন। সাংসদ জানিয়েছেন, জনসংখ্যা বাড়াতে থাকায় জাতীয় সড়কের দুই পাশে অনেক বসতি গড়ে ওঠে, যাদের স্কুল, কলেজ সহ বিভিন্ন কাজে জাতীয় সড়ক পারাপার করতে হয় এবং প্রায়ই দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। অনেক প্রান গেছে ওই দুর্ঘটনায়। অথচ আন্ডারপাশ করার কোন লিখিত আবেদন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে করা হয় নি। তিনি নিজেও খোঁজ নিয়ে দেখেছেন এই ধরনের আবেদন জমা পরেনি। তাই কেন তাদের অসুবিধার কথা জানিয়ে স্থানীয় নেতৃত্ব আবেদন জানায় নি তার জন্য বিক্ষোভ দেখানো ন্যায় সঙ্গত। সাংসদ বিক্ষোভকারীদের ৫-১০ মিনিট অবরোধ করার নির্দেশ দেন এবং তাদের আন্ডারপাশের দাবী কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানোর আশ্বাস দেন। এদিকে সাংসদের এই পাল্টা চালে অস্বস্তিতে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

জাতীয় সড়কে গাড়িকে ঘিরে ধরে এলোপাথাড়ি গুলি দুষ্কৃতীদের, ঘটনাস্থলেই নিহত ব্যবসায়ী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১ এপ্রিল ঃ বর্ধমানে জাতীয় সড়কের উপরে শ্যুট আউট। গুলিতে প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। আহত অন্য একজন। শনিবার ঘটনা ঘটেছে ২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপরে শক্তিগড়ের আমড়া মোড়ে। গাড়িতে এসে অন্য একটি গাড়িতে থাকা আরোহীদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় দুস্কৃতীরা। শনিবার সন্ধে পৌন আটটা নাগাদ জাতীয় সড়কের উপরে আমড়া মোড়ের কাছে একটি ফরচুনা গাড়ি তার গতি কিছুটা কম করে দেয়। সেই সময় পেছন থেকে একটি নীল রঙের গাড়িতে কয়েকজন এসে ওই সাদা ফরচুনা গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। এরপরই একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে চালকের ডান দিক লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুস্কৃতীরা। স্থানীয়দের দাবি, কমপক্ষে ৬ রাউন্ড গুলি চালানো হয়। সেই গুলিতেই রাজু ঝা নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তাঁর বাড়ি আসানসোলে। রাজুর পেছনে বসে থাকা এক ব্যক্তি গুলিতে গুরুতর জখম হন। ঘটনার খবর পয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বর্ধমান থানার পুলিস। রাজু ঝা ও তার সঙ্গীকে বর্ধমান অনাময় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রাজু ঝা-র। তার সঙ্গীর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সনের হেনস্থায় বিতর্ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ তিলজলা-গাজোলে জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সনের হেনস্থার ঘটনায় বিতর্ক উঠেছে। বিতর্ক উঠেছে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা রায়ের ভূমিকা নিয়ে। সামাজিক মাধ্যমে একটি বহুল প্রচারিত সংবাদ চ্যানেলে এই খবর প্রচারের কয়েক ঘন্টা পর, শনিবার সন্ধ্যা ৭টা ২০-তে দর্শক হয়েছে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার জন। মন্তব্যের সিংহভাগেই তোপ রাজ্যের, আরও নির্দিষ্ট করে বললে সুদেষ্ণার দিকে। নয়ন দাশগুপ্ত লিখেছেন, এই সুদেষ্ণা রায় ভাইপোর শিশুর জন্য ককিয়ে ককিয়ে কাঁদেন, আর আসল গরীব শিশুদের উপর অত্যাচার কে আড়াল করেন। এই নির্লজ্জ দালালি বন্ধ হোক। পদ্মরানী চ্যাটার্জী লিখেছেন, জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনকে মার ধর করলে তিলজলা পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হোক সুদেষ্ণা রায় মিথ্যা বলছেন। দিল্লির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তদন্তকারী অফিসারকে তলব করুক। খুব বার বেড়েছে এরা। শান্তনু দে লিখেছেন, রাজ্যের সব কিছুরই সর্বনাশ হয়ে গেছে। সাগর সরকার লিখেছেন, দিন দিন পশ্চিমবঙ্গের ভয়ংকর অবস্থা হতে যাচ্ছে। দুঃখ এটাই যে আমাদের দেখে যেতে হবে। ভবিষ্যত প্রজন্মকে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে ছেড়ে যেতে হবে। একটা অন্যায় হয়েছে যেখানে কেন্দ্রীয় রাজ্য ও উভয়মিলে তার তদন্ত করবে সঠিকটা খুঁজে বের করবে তা না করে উভয়ে উভয়ের উপর দোষারোপ করছে। এই প্রস্তুতির জন্য সরকার দায়ী। বাচাল ঘোষের কথা শুনলে শরীর থেকে মাথা পর্যন্ত রাগে রিরি করে উঠে, কিছু করার নেই। সিদ্ধার্থ মিত্র লিখেছেন, আগে দেখতাম কোর্টের নির্দেশে বা বিরোধী দলের দাবীতে সন্দেহ জনক কিছু হলেই সিবিআই ও কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে দিয়ে তদন্ত করার দাবী উঠত সরকার মেনে নিত। মিডিয়াও সন্তোষজনক ভূমিকা নিত। ২০১১ পালা বদলের পর দেখছি সবই উল্টো। এখন কোর্টের নির্দেশে বা কেন্দ্রীয় কোন দল এলেই তাকে আটকানো হয়। অসহযোগিতা করা হয়। এমনকি কোর্টের নির্দেশ কে চ্যালেঞ্জ, পাল্টা মামলা করা হয় কেন্দ্রীয় দলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রনের জন্য। সর্বত্র ঢাকগুড়গুড় ব্যাপার। আরে তদন্ত করুক না যদি কোন গলতি না থাকে তবে কি ফাঁসানো যায়। তদন্তে গলতি হলে পরে তো কোর্টে গিয়ে রাজ্যসরকার সুবিচার চাইতেই পারে। এতে করে জনগনের কাছে পরিস্কার স্বচ্ছ থাকা যায়। আর এই সব করে মুখ ও পুড়ছে দুর্নীতি ও বেরিয়ে পড়ছে। সবাই তো এখন বলছে 'চোর '। আর মিডিয়া হয়েছে বর্তমান সরকারের বিধবা পিসি যে লুকিয়ে সরকারের থেকে মাছ খাচ্ছে আর সরকারের হয়ে গলা ফাটাচ্ছে। সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী লিখেছেন, মারাত্মক পরিস্থিতি! কুণাল বাবুর আপ্রাণ বোঝানোর চেষ্টা বিফলে যাবে, বাংলার মানুষ সবই বুঝতে পারছেন!

আজ রবিবার ঝটিকা সফরে ডিমা হাসাও আসছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফাগুন সিং

হাফলং (অসম), ১ এপ্রিল ঃ আজ রবিবার ঝটিকা সফরে ডিমা হাসাও জেলায় আসছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফাগুন সিং কোলাস্তে। এদিন কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও গ্রমোন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী ফাগুন সিং কোলাস্তে ডিমা হাসাও জেলার মিয়াংক্রোতে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবনের উদ্বোধন করে এক সভায় অংশ নেবেন। মিয়াংক্রোতে এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অখিল ভারত কার্য্যকারিণী সদস্য ভি ভাগাইয়াজি, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা, যোরহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. বিদ্যুৎ চন্দন ডেকা, মণিপুর কেন্দ্রীয় কৃষি বিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. অনুপম মিশ্র সহ গুয়াহাটি আইসিআর এটিএআরআই-এর অধিকর্তা ড. কাদিরভেল গোবিন্দ স্বামী। রবিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফাগুন সিং কোলাস্তে হেলিকপ্টারে হাফলং আসবেন। হাফলং থেকে সকাল ১১টা নাগাদ মিয়াংক্রোতে পৌঁছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবন উদ্বোধন করবেন। আগামীকালই তিনি সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে গুয়াহাটি যাবেন বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে।

কোচবিহার সীমান্তে দুয়ারে সরকার শিবির পরিদর্শন করলেন কৃষি দফতরের সচিব

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১ এপ্রিল ঃ শনিবার কোচবিহার সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়াবন্দি গ্রামের প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকাগুলিতেও শুরু হল দুয়ারে সরকারের শিবির । এদিন মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধনিরবড়ি এলাকায় স্থানীয় সীতানাথ হাইস্কুলের দুয়ারে সরকার শিবির পরিদর্শন করেন রাজ্যের কৃষি দফতরের সচিব ওমকার সিং মিনা । তাঁর সঙ্গে ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। তাঁরা শিবিরের বিভিন্ন ক্যাম্প ঘুরে দেখে কথা বলেন উপস্থিত প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গেও। শিবির পরিদর্শন শেষে জেলাশাসক জানান, গোটা জেলার বিভিন্ন ব্লকে দুয়ারে সরকার শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মেখলিগঞ্জ ব্লকের ভোটবাড়ির শিবিরেও ভালো সাড়া পড়েছে।

চোরাই বাইক সহ এক পাচারকারী গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ এপ্রিল ঃ চোরাই বাইক সহ এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করল মালদা জেলার চাঁচল থানার পুলিশ। পুলিশ জানায়, ধৃতের নাম সুশান্ত রজক (২৫)। ধৃতকে শনিবার চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধৃতকে ৩দিনের পুলিশি রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন আদালতের করা হয়েছে। পুলিশ আরও জানায়, শ্যামের হাট থেকে বাইকটি চুরি যায়। বাইকের মালিক চাঁচল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়েই শুরু হয় তদন্ত। জিয়াগাছি নাকা চেকিং পয়েন্ট থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ চোরাই বাইক সহ ওই পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের বাড়ি রতুয়া থানার সামসি অঞ্চলের ছবিলপাড়া এলাকায়। ধৃতকে শনিবার চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধৃতকে ৩ দিনের পুলিশি রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন আদালতের করা হয়েছে।

অরুণাচলে পকসো আইনে দুই ব্যক্তির ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

ইটানগর, ১ এপ্রিল ঃ অরুণাচল প্রদেশে 'দ্য প্রটেকশন অব চিল্ড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেনসেস অ্যাক্ট' বা পকসো আইনের ধারা বলে দুই ব্যক্তিকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের লোয়ার সুবনসিরি জেলার বিশেষ পকসো আদালতের বিচারপতি জাওয়েপলু চাই সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে দুই জন যথাক্রমে গোদাক তামিন এবং গোদাক সাপ্পিকেকে এই সাজা দিয়েছেন। পকসো আইনের ধারা ৬-এর অধীনে জনৈক কিশোরীকে ধর্ষণের জন্য গোদাক তামিনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এছাড়া গোদাক সাপ্পিকে এই আইনের ১৭ ধারার অধীনে অপরাধে সহায়তা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিল আদালত। বিচারপতি জাওয়েপলু চাই সজাপ্রাপ্ত প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকার জরিমানাও করেছেন। জানা গেছে, ভুক্তভোগী কিশোরীর বাবা ২০২১ সালের ২৯ মে এক এফআইআর দায়ের করে দাবি করেছিলেন, ২৮ জানুয়ারি (২০২১) রাতে গোদাক তামিন রাদুম গ্রামের গোদাক সাপ্পির বাড়িতে তাঁর তাঁর নাবালিকা মেয়েকে নির্মমভাবে ধর্ষণ করেছে। ওই অপকর্মে ভুক্তভোগী মেয়েকে সাপ্পির সাথে গোটা রাত কাটাতে জোরজবরদস্তি করা হয়েছিল।

প্রদত্ত এফআইআর-এর ভিত্তিতে পুলিশ রাগা থানায় ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৭৬ (২), আরডব্লিউ পকসো আইনের ৬ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে তদন্ত প্রক্রিয়া গুটিয়ে ২০২১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর উভয় আসামির বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা দেন তদন্তকারী অফিসার। এর পর বেশ কয়েকবার শুনানি শেষে দুই আসামিকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থ জরিমানা সহ সাজা শুনিয়েছেন পকসো আদালতের বিচারপতি জাওয়েপলু চাই।

পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার বিপুল পরিমান গাঁজা, ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১ এপ্রিল ঃ বিপুল পরিমাণে গাঁজা পাচারের ঘটনায় একজন কে আটক করে বর্ধমান থানার পুলিশ। ধৃতের নাম কদম শেখ, মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। জেলা পুলিশ ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ধৃতের কাছ থেকে ৩৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশের দাবী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর আসে সরকারি বাসে চেপে বিপুল পরিমাণে গাঁজা নিয়ে এক ব্যক্তি বর্ধমানের দিকে আসছে। সেই খবরে শনিবার দুপুরে বর্ধমানের নবাবহাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় হাজির হয় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বর্ধমান থানার পুলিশ সহ জেলা পুলিশের ডিএসপি ট্রাফিক -২ রাকেশ চৌধুরী। বাস থেকে নামার পরেই ওই ব্যক্তি কে আটক করে তার ব্যাগে তল্লাশি চালালে ৩৪কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। ডিএসপি ট্রাফিক - ২ রাকেশ চৌধুরী জানিয়েছেন, পুলিশের কাছে গোপন খবর ছিল যে মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা ওই ব্যক্তি কলকাতা থেকে গাঁজা নিয়ে সরকারি বাসে করে নবাবহাট বাসস্ট্যান্ডে আসছে। সূত্র মারফত খবর থাকায় গাঁজ সহ ধৃত কদম শেখ কে নবাবহাট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ৩৪ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ধৃত কে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে, সে এতো পরিমাণ গাঁজা নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলো এবং তার সঙ্গে আর কারা কারা যুক্ত আছে।

সুবিধা অমিলঃ গলসিতে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে বিক্ষোভ ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১ এপ্রিল ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে সব প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে সেই সব সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ এমনই অভিযোগ তুলে সরকারি অফিসারদের স্কুলে আটকে রেখে দুয়ারে সরকার এর শিবির করতে বাঁধা দিলো গ্রামবাসীরা। পঞ্চায়েত ভোটের আগে যেখানে দুয়ারে সরকার প্রকল্প মেন হাতিয়ার ছিল রাজ্য সরকারের সেখানে দুয়ারে সরকার শিবিরে বিক্ষোভের ছবি ধরা পরল পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি ১ নং ব্লকের শিড়রাই গ্রাম পঞ্চায়েত শিড়রাই গ্রামে। শনিবার সকালে দুয়ারে সরকারে আসেন গলসি ১ নং ব্লকের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীরা। গলসির শিড়রাই গ্রামের হাইস্কুলে ঢুকত

শুরুতেই হার

আলো ও বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে পরাজিত নাইটরা

মোহালি, ১ এপ্রিলঃ প্রথমে ফ্লাডলাইটের আলো নিয়ে সমস্যা। এরপর ঝমঝমিয়ে নামল বৃষ্টি। মোহালিতে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম পাঞ্জাব কিংস ম্যাচ বারবার বাধা পেল নানা কারণে। ফ্লাডলাইট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রায় আধঘণ্টা বন্ধ ছিল ম্যাচ। এরপর বৃষ্টি নামল যখন, তখনও চার ওভার ব্যাট করা বাকি। ১৬ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৪৬ রান কলকাতার। ২৪ বলে ৪৬ রানের প্রয়োজন। ডিএলএস পদ্ধতিতে এগিয়ে ছিল পাঞ্জাব। ম্যাচ শুরু না হলে কেকেআরের হার নিশ্চিত ছিল। শেষমেশ সেটাই হল। ডিএলএস পদ্ধতিতে ৭ রানে হার কলকাতার। হার দিয়ে ২০২৩ আইপিএলে অভিযান শুরু নাইটদের। হার দিয়ে নীতীশ রানার ক্যাপ্টেন্সির অভিষেক। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে ভেঙ্কেশ আউট না হলে ম্যাচের ফল অন্যরকম হতে পারত। টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন কেকেআর অধিনায়ক নীতীশ রানা। পাঞ্জাবের হয়ে প্রথম ম্যাচেই নজর কাড়লেন ভানুকা রাজাপক্ষে। তিন নম্বরে মাঠে নেমে ৩০ বলে অর্ধশতরান করেন। প্রথম ওভারেই দুটি চার ও একটি ছয় হাঁকান। প্রভসিমরন সিং আউট হওয়ার পর ৩১ বছরের শ্রীলঙ্কার ব্যাটার ক্রিজে নেমে শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ছিলেন। পাঁচটি চার ও দুটি ছক্কা হাঁকিয়ে ৩২ বলে ৫০ রানের ইনিংস খেলেন। ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে উমেশ যাদবের বলে লং অনে ধরা পড়েন। কিন্তু ততক্ষণে নিজের কাজ করে দিয়েছেন তিনি। পাঞ্জাবের স্কোর তখন ২ উইকেট হারিয়ে ১০৯ রান। বিগ হিটার্স বলে পরিচিত ভানুকা ১৫৯.৬৯ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করলেন। আইপিএলে অধিনায়ক শিখর ধাওয়ানের দিকে রয়েছে সবার নজর। জাতীয় দলে ব্রাত্য শিখরের জন্য এ বারের আইপিএল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমদিকে ধরে খেললেও পরের দিকে হাত খোলেন শিখর। ২৯ বলে ৪০ রানের ইনিংস খেলে আউট হন। আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার স্যাম কারান। গতবছরের টি-২০ বিশ্বকাপের সর্বাধিক উইকেট সংগ্রহকারী কারান ১৭ বলে ২৬ রানের ইনিংস খেললেন। স্যাম কারানের দুর্দান্ত ফিনিংশের কারণে পাঞ্জাবের স্কোরবোর্ডে ১৯১ রান ওঠে। ২ কোটি টাকার বেস প্রাইসের এই অলরাউন্ডারকে পাঞ্জাব দলে নেয় ১৮.৫০ কোটি টাকায়। কারানের ২৬ রানের ক্যামিওতে রয়েছে দুটি ছয়। দামি ক্রিকেটারকে ছয় হাঁকাতে দেখে স্বস্তি পেলেন পাঞ্জাবের মালকিন প্রীতি জিন্টা। আলোর নিয়ে নাটক শেষে ব্যাট করতে নেমে প্রথম থেকেই নড়বড়ে কেকেআর। ১৯২ রানে বড় চ্যালেঞ্জ তাড়া করতে নেমে দ্বিতীয় ওভার থেকে পরপর উইকেট হারাতে শুরু করে নাইটরা। পাওয়ার প্লে ওভারের আগেই তিন উইকেট খুইয়ে বসেছিল কেকেআর। অধিনায়ক নীতীশ রানার ১৭ বলে ২৪ রান। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার ভেঙ্কটেশ আইয়ার খেললেন ২৮ বলে ৩৪ রান। এরপর মাঠে নামেন আন্দ্রে রাসেল। ৩টি চার ও ২টি ছয়ের সাহায্যে ১৯ বলে ৩৫ রান রাসেলের। কেকেআরের জার্সিতে এদিন ২০০০ রান পূর্ণ করে ফেলেন।

মেসির বার্সায় ফেরার গুঞ্জন নিয়ে কথা বলতে চান না জাভি

বর্সেলোনা, ১ এপ্রিলঃ দুটি শিরোপার লড়াইয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দল। এমন সময়ে সব মনোযোগ কেবল মাঠের খেলায় রাখতে চান জাভি হার্নান্দেস। তাই লিওনেল মেসির বার্সেলোনায় ফেরার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনায় যেতে চান না তিনি। কাতালান ক্লাবটির কোচের মতে, এখন এই বিষয়ে কথা বলার জন্য সঠিক সময় নয়। ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হলেও চলতি মরসুমে এরই মধ্যে স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতেছে বার্সেলোনা। লা লিগায় শীর্ষে থাকা দলটি ভালোভাবে আছে কোপা দেল রের লড়াইয়েও। স্প্যানিশ কাপ নামে পরিচিত প্রতিযোগিতাটির সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে তারা রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়েছে ১-০ গোলে। মরসুমের গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে নতুন করে গুঞ্জন উঠছে মেসির বার্সেলোনায় ফেরার। ২০২১ সালে ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রিয় ক্লাব ছেড়ে দুই বছরের চুক্তিতে পিএসজিতে যোগ দেন আর্জেন্টাইন এই তারকা। সেই চুক্তি এখনও তিনি নবীকরণ না করায় আলোচনায় আসছে তার বার্সেলোনায় ফেরার বিষয়টি। প্রাক্তন সতীর্থ মেসিকে বার্সেলোনায় ফের দেখতে চান জাভিও। তবে আপাতত সব মনোযোগ মরসুমের বাকি ম্যাচগুলোর দিকে দিতে চান এই স্প্যানিয়ার্ড। জাভি বলেছেন, ''এই ধরনের আলোচনার জন্য সময়টা আদর্শ নয়। আমি মনে করি, মেসির এখানে ফেরা নিয়ে কথা বলার এটা সঠিক সময় নয়। আমি প্রায়ই লিওর (লিওনেল মেসি) সঙ্গে কথা বলি, আমাদের বন্ধুত্ব আছে, তবে এটা আদর্শ সময় নয়। তার জন্য বা ক্লাবের জন্যও নয়। এই বিষয়ে অনেক কথা হচ্ছে, তার সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ হয়। আশা করি, আমরা তাকে এখানে আবার দেখতে পাব। (মেসিকে বার্সেলোনায় দেখলে) আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হবো। সে ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়, তবে এটা সঠিক সময় নয়। আমরা দুটি শিরোপা জয় থেকে এক মাস দূরে আছি এবং এখন সময়টা সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার।'' ক্লাব ফুটবলে সম্ভাব্য সব শিরোপা জেতা মেসি গত বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো পান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ। এরপর জেতেন ফিফা বর্ষসেরা ফুবলারের খেতাব। তাকে দলে পেলে নিশ্চিতভাবেই জাভির দল হবে আরও শক্তিশালী। জাভি মনে করেন, ''বার্সেলোনায় ফেরা বা না ফেরার বিষয়টি পুরোপুরি নির্ভর করবে ৩৫ বছর বয়সী মেসির ওপর। বিষয়টা আমার ওপর নির্ভর করে না, লিও কী চায় তার ওপর নির্ভর করছে। সে ফুটবলে সবকিছু করেছে, সবকিছু জিতেছে, কী করলে সে খুশি হবে, তার ওপর নির্ভর করে। আমরা মেসি-পরবর্তী যুগে সাফল্য অর্জন থেকে এক ধাপ দূরে রয়েছি।''

বিরাটদের অনুশীলনে সুনীল, আরসিবির জার্সি গায়ে ব্যস্ত ফিল্ডিংয়ে

বেঙ্গালুরু, ১ এপ্রিলঃ আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁর গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৫। গোলসংখ্যায় টপকে গিয়েছেন কিংবদন্তি ফেরেঙ্ক পুসকাসকে। ভারতীয় ফুটবলের পোস্টার বয় কয়েক মুহূর্তের জন্য ঢুকে পড়লেন ক্রিকেট জগতে। শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় টি-২০ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আইপিএল। এর প্রভাব থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারলেন না সুনীল। শুক্রবার পৌঁছে গেলেন চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ব্যাঙ্গালোরে আরসিবির প্র্যাকটিস সেশনে। রবিবার চলতি আইপিএলে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নামবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। তারই প্রস্তুতিতে মগ্ন বিরাট কোহলি, ফাফ ডুপ্লেসিরা। তারই মাঝে দেখা গেল সুনীলকে। শুধু বসে প্র্যাকটিস দেখলেন না, নিজেও আরসিবির জার্সি পরে নেমে পড়লেন অনুশীলনে। ফিল্ডিং প্র্যাকটিস করতে দেখা গেল তাঁকে। আর বন্ধু বিরাট কোহলি তো রয়েছেনই। ভারতীয় ক্রীড়া জগতের দুই কিংবদন্তির মধ্যে কী কথা হল? আরসিবির পক্ষ থেকে শনিবার সকালে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। দেখা গিয়েছে, চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে নিজের নামের আরসিবির জার্সি পরে ক্রিকেটারদের সঙ্গে প্র্যাকটিসে নেমে পড়েছেন ৩৮ বছরের ফুটবল তারকা। অসাধারণ ক্যাচ নিয়ে উপস্থিত সকলকে চমকে দিলেন। পাশাপাশি ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার এবং পেসার হর্ষল প্যাটেলকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন তিনি। অনুশীলনের ফাঁকে বিরাট কোহলির সঙ্গে খুনসুটিতে মাততে দেখা যায় তাঁকে। কোহলির সঙ্গে সুনীলের বন্ধুত্ব নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার নেই। ভারতীয় ফুটবলের আইকন টি-২০ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে আরসিবিকে তাঁর পছন্দের দল বলেছেন। সুনীলের কথায়, ''ব্যাঙ্গালোর ফ্র্যাঞ্চাইজি আমার ফেবারিট টিম। আমি ব্যাঙ্গালোরকে সমর্থন করছি। বাড়তি অনুপ্রেরণা বিরাট কোহলি।'' অতীতেও আরসিবির প্র্যাকটিসে দেখা গিয়েছে সুনীলকে। তবে নিজের নাম লেখা জার্সি পাননি তিনি। এ বার জার্সি পেয়ে ভীষণ খুশি। সুনীল বলেছেন, ''আরসিবির হেডের কাছে সবসময় জার্সি চাইতাম। ব্যাঙ্গালোরে ফিরেই চলে এলাম নিজের জার্সি নিতে।''

ডার্বি পিছোতে ইস্টবেঙ্গল চিঠি দিল ফেডারেশনকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ এ বার ফেডারেশনকে চিঠি ইস্টবেঙ্গলের। ডেভেলপমেন্ট ডার্বি পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে ফেডারেশনকে চিঠি লাল-হলুদের। সিনিয়র দলের পারফরম্যান্স খুবই খারাপ। তবে লাল-হলুদের যুব দল মান রাখছে। পূর্বাঞ্চল পর্যায়ে বেশ ভালো পারফর্ম করেছে বিনো জর্জের দল। যুব লিগে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চান তুহিন দাস, জেসিন টিকেরা। ডেভেলপমেন্ট লিগে এখনও কঠিন রাউন্ড বাকি ইস্টবেঙ্গলের। বিনো জর্জের অধীনে জোরকদমে অনুশীলন করছেন ফুটবলাররা। একই সঙ্গে রয়েছে আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনের ম্যাচও। ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দল এই দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে খেলবে। সেই রিজার্ভ দলের অনেকেই আবার খেলেন যুব লিগে। দুটো লিগে ধারাবাহিক ভাবে ভালো পারফর্ম করার লক্ষ্যেই এগোচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। সেই মতোই অনুশীলনে নিয়মিত গা ঘামাচ্ছেন লাল-হলুদের ফুটবলাররা। ৪ তারিখ আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে যাত্রা শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ম্যাচে লাল-হলুদের সামনে শিলং লাজং এফসি। লাজংয়ের বিরুদ্ধে নিজেদের মাঠে খেলার কথা থাকলেও, ম্যাচের স্থান পরিবর্তন হয়। নৈহাটিতে লাজংয়ের বিরুদ্ধে আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশনের ম্যাচে নামবে ইস্টবেঙ্গল। এ দিকে ৭ তারিখই রয়েছে ডেভেলপমেন্ট লিগের ডার্বি। রিজার্ভ টিমের জেসিন টিকে, অতুল উন্নিকৃষ্ণন, তুহিন দাস, আদিত্য পাত্ররা যুব লিগেও খেলেন। তাই বড় ম্যাচ পিছনোর আবেদন জানিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ডেভেলপমেন্ট লিগে ভালো পারফর্ম করলেই 'নেক্সট জেন' কাপে পারফর্ম করার সুযোগ থাকবে। গত বছর বেঙ্গালুরু এফসি আর কেরালা ব্লাস্টার্স এই টুর্নামেন্টে খেলেছিল। রিজিওনাল কোয়ালিফায়ারের পর জাতীয় গ্রুপ পর্ব আর জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার সুযোগ থাকছে। সেখানে প্রথম দুইয়ে শেষ করতে পারলেই নেক্সট জেন কাপে খেলার সুযোগ পাবে। এ দিকে নিজেদের মাঠে ভিআইপি বক্স বানাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। প্রেস বক্সের পাশেই তৈরি করা হচ্ছে ভিআইপি বক্স। ম্যাচ দেখতে আসা বিশেষ ব্যক্তিরা লিফটের মাধ্যমে ভিআইপি বক্সে যেতে পারবেন। আশা করা হচ্ছে, কলকাতা লিগের আগেই বক্স বানানোর কাজ শেষ হয়ে যাবে।

প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে কেরালা ব্লাস্টার্সকে ৬ কোটির জরিমানা-নির্বাসন কোচের

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিলঃ ভারতীয় ফুটবলে নজিরবিহীন কাণ্ড ঘটিয়েছিল কেরালা ব্লাস্টার্স টিম। আইএসএলের সেমিফাইনাল চলাকালীন ফ্রি-কিক বিতর্কে ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই মাঠ ছাড়ে কেরালা। তার পরিপ্রেক্ষিতে এআইএফএফ-এর বড়সড় শাস্তির মুখে পড়ল দলটি। আইএসএলে চ্যাম্পিয়ন দল পায় ৬ কোটি টাকা। সেই সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা দিতে হবে কেরালা ব্লাস্টার্সকে। শাস্তির এখানেই শেষ নয়। ভুল স্বীকার করে প্রকাশ্যে চাইতে হবে ক্ষমা। জরিমানার অঙ্কটা কমে ৪ কোটি হতে পারে যদি নিজেদের ভুল স্বীকার করে প্রকাশ্যে ক্ষমা চায় দলটি। পাশাপাশি দলের কোচ ইভান ভুকোমানোভিচকে ১০ ম্যাচে নির্বাসন দিয়েছে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে তাঁকেও। আইএসএল ২০২২-২৩ মরসুমের সেমিফাইনালে সুনীল ছেত্রীর দ্রুত ফ্রি-কিক নিয়ে তুমুল বিতর্কের ঝড় ওঠে। রেফারি গোল স্বীকৃতি দেওয়ায় কেরালা ব্লাস্টার্সের কোচ ইভান ভুকোমানোভিচ প্লেয়ারদের নিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে যান। ফেডারেশন, আইএসএল কর্তা বা ম্যাচ রেফারির শত অনুরোধেও শোনেননি কেরালা কোচ। এরপর ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি থেকে ঠিক করা হয়, ওয়াকআউট করার জন্য বড়সড় জরিমানা করা হবে দলটিকে। চ্যাম্পিয়ন টিমে পুরস্কারের সমান জরিমানা তো হলই, একইসঙ্গে প্রকাশ্যে ক্ষমা ও কোচ ইভানের ১০ ম্যাচের নির্বাসনের খাঁড়া। কেরালার হেড কোচ ইভানকে আলাদাভাবে শাস্তি দেওয়ার কারণও রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ফুটবল খেলাটির মানহানির অভিযোগ আনা হয়েছে। যে কারণে ১০ ম্যাচ নির্বাসিত হয়েছেন তিনি। এছাড়া ৫ লাখ টাকার আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে তাঁকে। ডিসিপ্লিনারি কমিটি জানিয়েছে, হেড কোচ ৯.১.৬ ধারা অনুযায়ী দলের ড্রেসিংরুম এবং অথবা ডাগআউটে থাকতে পারবেন না। হেড কোচকে তার অসৎ আচরণের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ না মানলে ইভানের জরিমানার সংখ্যা বেড়ে ১০ লক্ষ টাকা হয়ে যাবে। একইসঙ্গে ১০ ম্যাচ নির্বাসনে থাকবেন তাতে যে দলেই চুক্তিবদ্ধ থাকুন না কেন। ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি কেরালা ব্লাস্টার্স এবং ভুকোমানোভিচ উভয়কেই এক সপ্তাহের মধ্যে এই আদেশ পালন করার নির্দেশ দিয়েছে। যদিও কেরালা ব্লাস্টার্স এবং তাদের হেড কোচের এই শাস্তির বিরুদ্ধে আবেদন করার অধিকার রয়েছে।

আইপিএলে কত টাকা আয় করেন চিয়ারলিডাররা জানেন?

আমেদাবাদ, ১ এপ্রিলঃ ধুমধাম করে শুরু হয়েছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ১৬তম সংস্করণ। ২০ ওভারের ম্যাচ। টুপটাপ চার-ছয়ের বৃষ্টি। কখনও হ্যাটট্রিক আবার কখনও ফাইফার এসব উপভোগ করে ৮ থেকে ৮০-র ক্রিকেট প্রেমীরা। কোনও ক্রিকেটার চার-ছয় মারলে, কোনও বোলার উইকেট নিলে আগে আইপিএলের ম্যাচে পমপম হাতে চিয়ারলিডারদের দলের হয়ে সেলিব্রেট করতে দেখা যেত। গত তিন বছর আইপিএলের মঞ্চে চিয়ারলিডারদের দেখা যায়নি। ক্রিকেটের বিনোদন উপভোগ করার পাশাপাশি দর্শকদের বাড়তি পাওনা ছিল সুন্দরী চিয়ারলিডারদের নাচ। সেই বিনোদনে ভরপুর দৃশ্য এ বার ফিরল আইপিএল-১৬-তে। আমেদাবাদে এ বারের আইপিএলের প্রথম ম্যাচ থেকেই দেখা গিয়েছে চিয়ারলিডারদের। যা দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক মিমও ছড়িয়েছে। আইপিএলের সুন্দরী চিয়ারলিডাররা বরাবরই আলোচনায় থাকেন। ভারতের এই কোটিপতি লিগ থেকে তাঁরা কত আয় করেন জানেন? আইপিএলের চিয়ারলিডাররা বরাবরই থাকেন আলোচনায়। অতীতে চিয়ারলিডারদের নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। আইপিএলে গ্ল্যামারের ছটা ছড়িয়ে দেওয়া চিয়ারলিডারদের পারফর্ম করার জন্য বিভিন্ন স্যালারি প্যাকেজ রয়েছে। জানা গিয়েছে, ইউরোপের বিভিন্ন ছোট-বড় শহর থেকে এজেন্সি মারফত আইপিএলের মঞ্চে এসে পৌঁছান। ভারতীয় মুদ্রায় তাঁরা কমপক্ষে ১৭ লক্ষ টাকার স্যালারি প্যাকেজ পান। আইপিএল ম্যাচের পর পার্টিতে গেলে তাঁদের বাড়তি উপার্জন হয়। এ ছাড়াও তাঁরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পান। যেমন-বিনামূল্যে ম্যাচ দেখার সুযোগ। তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি।

পুরো সুস্থ না হয়েই আইপিএল খেলতে নেমেছেন ধোনি!

আমেদাবাদ, ১ এপ্রিলঃ এ বারের আইপিএলের প্রথম ম্যাচে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির খেলা নিয়ে সংশয় ছিল। তিনি নাকি পুরো সুস্থ নন! হাঁটুতে চোট নিয়েই কি এ বারের আইপিএলে খেলতে নেমেছেন মাহি? গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে চেন্নাইয়ের খেলার পরে আবার সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গুজরাত ম্যাচের আগের দিন অনুশীলন করেননি ধোনি। কিন্তু ম্যাচের আগে দেখা যায়, জার্সি পরে তৈরি তিনি। ম্যাচে খেলেনও ধোনি। কিন্তু গুজরাতের বিরুদ্ধে ফিল্ডিং করার সময় একটি বল ধরতে গিয়ে আবার হাঁটুতে চোট পেয়েছেন তিনি। ধোনি চোট পাওয়ার পরেই আবার আশঙ্কা শুরু হয় চেন্নাই সমর্থকদের মনে। তার জবাব দিয়েছেন স্টিফেন ফ্লেমিং। ফ্লেমিং বলেছেন, ''ধোনি প্রতি ম্যাচেই খেলবে। জানি না কোথা থেকে সবাই এ সব খবর পায়। আইপিএলের আগে প্রায় এক মাস ধরে নিজের হাঁটুর চোট সারিয়েছে ধোনি। কিন্তু গুজরাতের বিরুদ্ধে হাল্কা ক্র্যাম্প হয়েছে ওর। হয়তো ১৫ বছর আগে হলে ধোনির কোনও সমস্যা হত না। কিন্তু এখন বয়স একটু বেড়েছে। তার পরেও ধোনির যা ফিটনেস তাতে ওর খুব একটা সমস্যা হবে না।''

২০৩০ বিশ্বকাপ দক্ষিণ আমেরিকায় আয়োজন না করা হবে 'ভুল'

দক্ষিণ আফ্রিকার ফুটবল কনফেডারেশনের (কনমেবল) মতে, ২০৩০ বিশ্বকাপ আয়োজন করার দায়িত্ব পাওয়া এই অঞ্চলের জন্য অনেকটা অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। সংস্থার সভাপতি আলেহান্দ্রো দোমিনগেস ফিফাকে সর্তক করে দিয়ে বলেছেন, অলিম্পিকের শতবর্ষ আয়োজনের মতো ভুল যেন ফুটবল বিশ্বকাপে না করা হয়।

লুকু (প্যারাগুয়ে), ১ এপ্রিলঃ ফুটবল বিশ্বকাপের ১০০ বছর পূর্ণ হবে ২০৩০ আসর দিয়ে। ১৯৩০ সালে উরুগুয়েতে শুরু হয়েছিল ফুটবলের এই বৈশ্বিক আসর, ক্রমে যা রূপ নিয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ক্রীড়া উৎসবে। বিশ্বকাপের শতবার্ষিকী আসর আয়োজনের লড়াইয়ে যৌথভাবে আছে দক্ষিণ আমেরিকার চার দল- আর্জেন্টিনা, চিলি, প্যারাগুয়ে ও প্রথম আসরের আয়োজক উরুগুয়ে। শুধু এই চার দেশের জন্য নয়, আয়োজক হওয়ার লড়াইকে গোটা মহাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে কনমেবল। এরমধ্যেই তারা 'হুস্তস' স্লোগান নিয়ে প্রচারণা শুরু করেছে, স্প্যানিশ ভাষার যে শব্দের অর্থ 'একত্রে' কিংবা 'একসঙ্গে'। যে মহাদেশে বিশ্বকাপ শুরু হয়েছিল, শতবর্ষের আয়োজন সেখানেই হওয়া উচিত বলে মনে করেন কনমেবল। সংস্থাটির ৭৬তম কংগ্রেসে শুক্রবার সভাপতি দোমিনগেস বলেন, ''২০৩০ আসর অন্য আসরগুলোর মতো স্রেফ আলাদা কোনো আসর নয়। ১৯৯৬ সালে এথেন্সকে অলিম্পিক গেমস আয়োজনের দায়িত্ব না দিয়ে যে ভুল করা হয়েছিল, তা যেন এখানে না করা হয়। ইতিহাসকে সম্মান জানানোর জন্য ফুটবল বিশ্বকাপের শতবার্ষিকী আসর আয়োজনের দায়িত্ব আমাদেরই পাওয়া উচিত। (ফিফা সভাপতি) ইনফান্তিনো, আপনার প্রতি আমার আবেদন, বিশ্বকাপের ১০০ বছর দক্ষিণ আমেরিকায় উদযাপনের কোনো পথ খুঁজে বের করুন। এটা স্রেফ ২০৩০ বিশ্বকাপ নয়, এটা শতবার্ষিকী কাপ।'' বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া উৎসব অলিম্পিক গেমস শুরু হয়েছিল ১৮৯৬ সালে এথেন্সে। এই গেমসের শতবর্ষের আসরটি হয়েছিল ১৯৯৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আটালান্টায়। পরে ২০০৪ অলিম্পিক গেমস আয়োজনের দায়িত্ব পায় এথেন্স। ২০৩০ বিশ্বকাপ আয়োজনে দক্ষিণ আমেরিকার চার দেশের সঙ্গে লড়াইয়ে আছে যৌথভাবে স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কো। শুরুতে অবশ্য স্পেন ও পর্তুগালের সঙ্গে ইউক্রেন থাকবে বলে জানা গিয়েছিল। তবে যুদ্ধের কারণে ইউক্রেনের এখন আর সেই বাস্তবতা নেই। সপ্তাহ দুয়েক আগে ইউরোপের দুই দেশের সঙ্গী হয় আফ্রিকার মরক্কো। বিশ্বকাপ আয়োজনে আগ্রহী দেশগুলোর প্রস্তাব বিবেচনা করে ফিফা একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা করে শুরুতে। তার পর ফিফার কংগ্রেসে সদস্যদের ভোটে চূড়ান্ত হয় আয়োজক হবে কোন দেশ বা কোন কোন দেশ। ২০৩০ বিশ্বকাপের আয়োজক নির্ধারণে ভোট হতে পারে আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে।

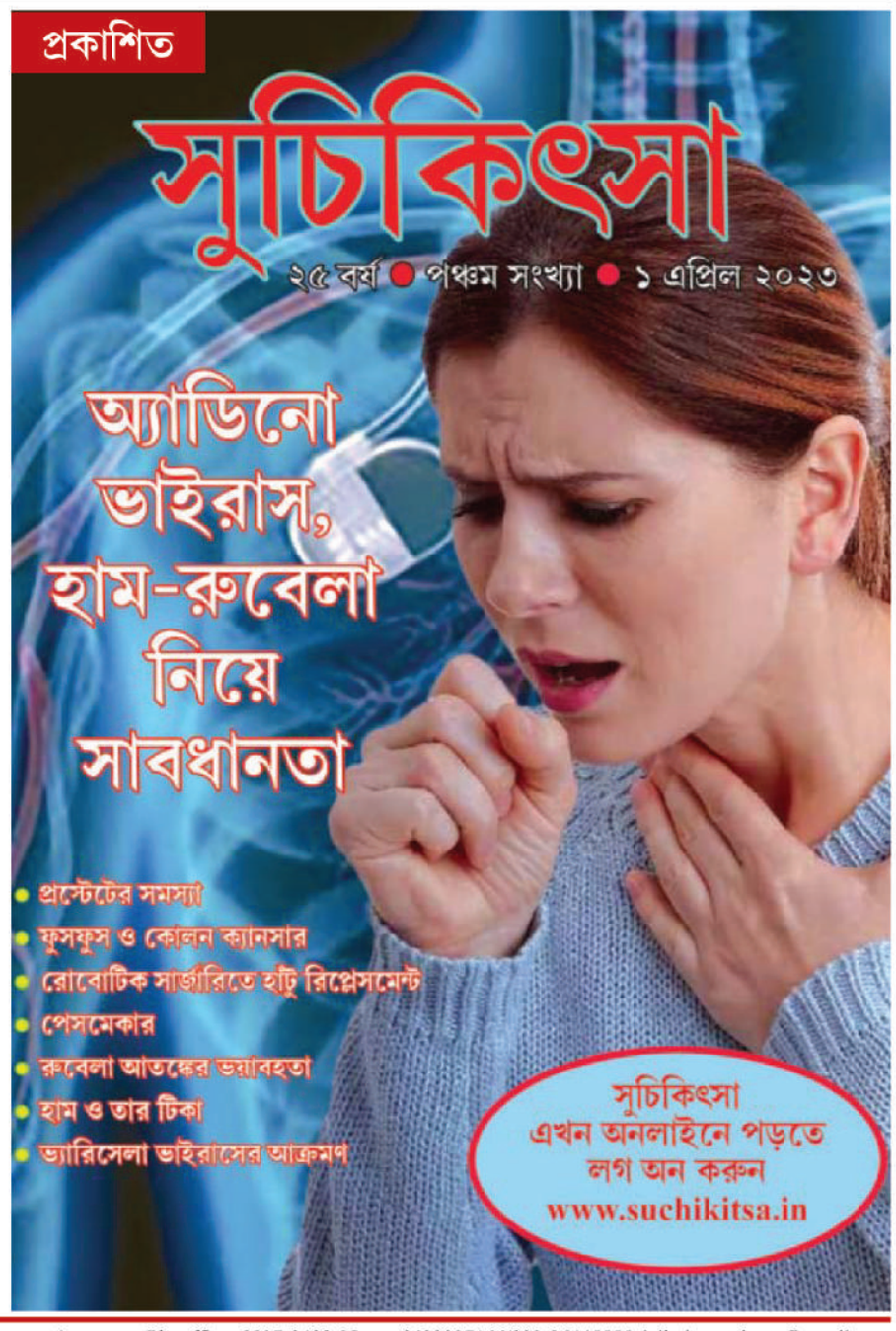

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501